প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন

রিচিং আউট-অব-স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) ফেইজ-২ (৩য় সংশোধিত)

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর- ৬
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জুন ২০২৬

সূচিপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
নির্বাহী সার-সংক্ষেপ		i-ii
শব্দ সংক্ষেপ		iii
শব্দকোষ		v-vi
প্রথম অধ্যায়	**প্রকল্পের বিবরণ**	**১-২০**
১.১	প্রকল্পের পটভূমি	১
১.২	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	২
১.৩	প্রকল্পের অনুমোদন/ সংশোধন/ মেয়াদ বৃদ্ধি	২
১.৪	অর্থায়নের অবস্থা (মূল/সংশোধন এর হ্রাস/বৃদ্ধির হার)	৩
১.৫	প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম	৩
১.৬	প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা	৪
১.৭	প্রকল্পের কর্ম পরিকল্পনা	৫
১.৮	প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম	১০
১.৯	প্রকল্পের লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক	১০
১.১০	প্রকল্পের এক্সিট প্লান	১৬
১.১১	প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন, সমাপ্ত প্রতিবেদন ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	১৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	**প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের কার্যপদ্ধতি**	**২১-৩৬**
২.১	প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার উদ্দেশ্য	২১
২.২	পরামর্শক/পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR)	২১
২.৩	এলাকা নির্বাচন	২৩
২.৪	নমুনা পদ্ধতি ও আকার নির্ধারণ	২৫
২.৫	তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি	৩১
২.৬	স্থানীয় কর্মশালা	৩২
২.৭	তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা	৩২
২.৮	তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিদর্শন ও তদারকি	৩২
২.৯	তথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াকরণ	৩২
২.১০	তথ্য বিশ্লেষণ	৩৩
২.১১	SWOT অ্যানালাইসিস	৩৩
২.১২	প্রতিবেদন প্রণয়ন	৩৩
২.১৩	সময়ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা	৩৪
তৃতীয় অধ্যায়	**ফলাফল পর্যালোচনা**	**৩৭-৯৬**
৩.১	প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি	৩৭
	৩.১.১ প্রকল্পের অনুমোদন ও বাস্তবায়ন পর্যালোচনা	৩৭
	৩.১.২ সংশোধন, ব্যয় বৃদ্ধি ও সময় বৃদ্ধির বিশ্লেষণ	৩৮
	৩.১.৩ অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয়	৩৯
	৩.১.৪ প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি ও ফিজিবিলিটি স্টাডি পর্যালোচনা	৪০
	৩.১.৫ প্রকল্পের মিড-টার্ম রিভিউ পর্যালোচনা	৪১
	৩.১.৬ প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) পর্যালোচনা	৪২
	৩.১.৭ প্রকল্পের এনজিও ও সহযোগী সংস্থা নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা	৪২

বিষয়		পৃষ্ঠা
	৩.১.৮ প্রকল্পের অঙ্গাভিত্তিক কার্যক্রমের অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন পর্যালোচনা...........	৪৫
৩.২	প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা ও ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা.........................	৫১
৩.৩	সমাপ্ত প্রকল্পের আউটপুট, আউটকাম, উদ্দেশ্য অর্জন ও প্রভাব.....................	৫২
	৩.৩.১ প্রকল্পের লগফ্রেম পর্যালোচনা................................	৫২
	৩.৩.২ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জন না হওয়ার কারণসমূহ................	৫৮
৩.৪	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা..	৫৯
	৩.৪.১ প্রকল্প পরিচালক...	৫৯
	৩.৪.২ প্রকল্পের জনবল পর্যালোচনা.................................	৬০
	৩.৪.৩ পিআইসি, পিএসসি ও আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও তদারকি পর্যালোচনা...	৬৩
	৩.৪.৪ প্রকল্পের অডিট সম্পর্কিত পর্যালোচনা............................	৬৫
	৩.৪.৫ এক্সিট প্লান পর্যালোচনা..	৬৬
	৩.৪.৬ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনা পর্যালোচনা.......................	৬৭
৩.৫	সেকেন্ডারি তথ্যের ভিত্তিতে প্রভাব মূল্যায়ন, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ...............	৬৮
	৩.৫.১ প্রভাব পর্যালোচনা...	৬৮
	৩.৫.২ সেকেন্ডারি তথ্যের উৎস ও পর্যালোচনা কাঠামো......................	৬৮
	৩.৫.৩ প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতা ও উপকারভোগী অন্তর্ভুক্তি......................	৬৯
	৩.৫.৪ শিক্ষাগত প্রবেশাধিকার ও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির প্রভাব...............	৬৯
	৩.৫.৫ উপস্থিতি, শিক্ষার্থী ধরে রাখা ও শিক্ষার ধারাবাহিকতা..................	৭০
	৩.৫.৬ নারী শিক্ষা, নারী শিক্ষক ও সামাজিক ক্ষমতায়ন.......................	৭০
	৩.৫.৭ উপবৃত্তি, শিক্ষা উপকরণ ও দরিদ্র পরিবারের ব্যয়-ঝুঁকি.................	৭১
	৩.৫.৮ কমিউনিটি ব্যবস্থাপনায় প্রভাব...................................	৭১
	৩.৫.৯ অনিয়ম, দুর্নীতি ও বাস্তবায়ন দুর্বলতার প্রভাব.......................	৭২
	৩.৫.১০ ব্যয়, অর্থব্যবস্থাপনা ও অর্থের মূল্য..............................	৭২
	৩.৫.১১ প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা থেকে জীবিকায় উত্তরণ...............	৭২
	৩.৫.১২ শহুরে বস্তি, সংকটকালীন শিক্ষা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অভিযোজন............	৭৩
৩.৬	প্রাইমারি তথ্যভিত্তিক প্রভাব বিশ্লেষণ ও টেকসইতা পর্যালোচনা....................	৭৪
৩.৭	কেআইআই পর্যালোচনা...	৮৯
৩.৮	এফজিডি পর্যালোচনা	৯১
৩.৯	কেস স্টাডি পর্যালোচনা..	৯২
৩.১০	স্থানীয় কর্মশালা..	৯৩
৩.১১	শিক্ষণীয় বিষয়..	৯৫
চতুর্থ অধ্যায়	**SWOT অ্যানালাইসিস**..	**৯৭-১০০**
পঞ্চম অধ্যায়	**সমীক্ষার পর্যবেক্ষণ**..	**১০১-১০৪**
ষষ্ঠ অধ্যায়	**সুপারিশ ও উপসংহার**.......................................	**১০৫-১০৭**
৬.১	সুপারিশসমূহ...	১০৫
৬.২	উপসংহার...	১০৭
রেফারেন্স...		১০৮

তালিকা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সারণি: ১.১	প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়	২
সারণি: ১.২	প্রকল্পের অনুমোদন, সংশোধন, ব্যয় ও মেয়াদ হ্রাস/বৃদ্ধি	৩
সারণি: ১.৩	আরডিপিপি অনুযায়ী রস্ক প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা	৪
সারণি: ১.৪	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা	৬
সারণি: ১.৫	প্রকল্পের লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক	১০
সারণি: ১.৬	রস্ক-২ প্রকল্পের এক্সিট প্ল্যান	১৬
সারণি: ২.১	প্রভাব মূল্যায়নের এলাকা নির্বাচন	২৫
সারণি: ২.২	সুবিধাভোগী ও সুবিধাবহির্ভূত উত্তরদাতার সংখ্যা	২৭
সারণি: ২.৩	সংক্ষেপে উত্তরদাতার সংখ্যা ও ধরন	৩০
সারণি: ২.৪	সময়ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা	৩৪
সারণি: ৩.১	মূল ও সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	৩৯
সারণি: ৩.২	প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা	৪২
সারণি: ৩.৩	প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত অগ্রগতি	৪৬
সারণি: ৩.৪	লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন ও পর্যালোচনা	৪৮
সারণি: ৩.৫	প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা ও ক্রয় কার্যক্রম	৫১
সারণি: ৩.৬	প্রকল্পের প্রত্যাশিত ও প্রকৃত আউটপুট	৫৩
সারণি: ৩.৭	প্রকল্পের লগ-ফ্রেম অনুযায়ী আউটকাম, উদ্দেশ্য অর্জন ও প্রভাব	৫৪
সারণি: ৩.৮	প্রকল্প পরিচালকগণ ও মেয়াদকাল	৫৯
সারণি: ৩.৯	প্রকল্প জনবল	৬০
সারণি: ৩.১০	প্রকল্পে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য	৬১
সারণি: ৩.১১	স্থানীয় প্রকল্প পরামর্শক ও জন-মাস	৬২
সারণি: ৩.১২	আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্প তদারকি	৬৪
সারণি: ৩.১৩	প্রভাব মূল্যায়নের প্রধান সূচকসমূহ	৭৫
সারণি: ৩.১৪	উত্তরদাতাদের প্রাথমিক প্রোফাইল পর্যালোচনা	৭৬
সারণি: ৩.১৫	রস্কে ভর্তির আগে প্রোগ্রাম গ্রুপের শিক্ষাগত অবস্থা বিশ্লেষণ	৭৭
সারণি: ৩.১৬	PECE উত্তীর্ণ হওয়ার তুলনা (প্রোগ্রাম ও কন্ট্রোল গ্রুপ)	৭৮
সারণি: ৩.১৭	PECE অনুত্তীর্ণ হওয়ার কারণসমূহ বিশ্লেষণ	৭৯
সারণি: ৩.১৮	রস্ক-পরবর্তী মাধ্যমিকে প্রবেশ বিশ্লেষণ	৮০
সারণি: ৩.১৯	আর্থিক সহায়তা ও শিক্ষা উপকরণ-এর তুলনা	৮১
সারণি: ৩.২০	কন্ট্রোল গ্রুপে শিক্ষাগত বাধা	৮১
সারণি: ৩.২১	প্রোগ্রাম ও কন্ট্রোল গ্রুপের মধ্যে প্রবলেম-রেসপন্স ম্যাট্রিক্স	৮২
সারণি: ৩.২২	প্রোগ্রাম ও কন্ট্রোল গ্রুপের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার তুলনা	৮৩
সারণি: ৩.২৩	আয় সংক্রান্ত তুলনা বিশ্লেষণ	৮৩
সারণি: ৩.২৪	প্রশিক্ষণ ও আয় সংক্রান্ত তুলনা	৮৪
সারণি: ৩.২৫	বিয়ের বয়সের তুলনামূলক বিশ্লেষণ	৮৫
সারণি: ৩.২৬	মাধ্যমিকে ভর্তি বাধা (প্রোগ্রাম গ্রুপ)	৮৬
সারণি: ৩.২৭	প্রাথমিক তথ্যভিত্তিক ইমপ্যাক্ট স্কোর কার্ড	৮৬
সারণি: ৩.২৮	প্রধান সূচকে পার্থক্য (প্রোগ্রাম গ্রুপ)	৮৭
সারণি: ৩.২৯	প্রকল্প প্রভাবের চেইঞ্জ পাথওয়ে বিশ্লেষণ	৮৮

গ্রাফের তালিকা	বিষয়	পৃষ্ঠা
গ্রাফ: ৩.১	রস্কে ভর্তির আগে প্রোগ্রাম গ্রুপের শিক্ষাগত অবস্থা	৭৭
গ্রাফ: ৩.২	PECE উত্তীর্ণ হওয়ার তুলনা (প্রোগ্রাম ও কন্ট্রোল গ্রুপ)	৭৮
গ্রাফ: ৩.৩	PECE অনুত্তীর্ণ হওয়ার কারণসমূহ	৭৯
গ্রাফ: ৩.৪	রস্ক পরবর্তী মাধ্যমিকে আগমন (সুবিধাভোগী)	৮০
গ্রাফ: ৩.৫	বর্তমান অবস্থার তুলনা (প্রোগ্রাম ও কন্ট্রোল গ্রুপ)	৮২
গ্রাফ: ৩.৬	প্রশিক্ষণ ও আয়ের সহায়তা	৮৪
গ্রাফ: ৩.৭	বিয়ের বয়সের তুলনা	৮৫

চিত্রের তালিকা	বিষয়	পৃষ্ঠা
চিত্র: ১.১	প্রভাব মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহের জন্য এলাকা নির্বাচন	২৪
চিত্র: ৩.১	এফজিডি পরিচালনা	৯১
চিত্র: ৩.২	নিপা খাতুন (কেস স্টাডি)	৯৩
চিত্র: ৩.৩	স্থানীয় কর্মশালা	৯৩

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) প্রতিবছর বাংলাদেশ সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরে আইএমইডি'র পরিচালন বাজেটের আওতায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "রিচিং আউট-অব-স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) ফেইজ-২ (৩য় সংশোধিত)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ঘটলেও বিদ্যালয়বহির্ভূত, ঝরে পড়া, দরিদ্র, প্রান্তিক, শহুরে বস্তি, দুর্গম ও সংকটপ্রবণ এলাকার শিশুদের শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তি এখনও বড় চ্যালেঞ্জ। এ বাস্তবতায় প্রকল্পটি দ্বিতীয় সুযোগভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়। রস্ক-২ প্রকল্পের মূল অনুমোদিত ব্যয় ছিল ১,১৪,০২৫.৭৬ লক্ষ টাকা, যা ৩য় সংশোধিত ডিপিপিতে বৃদ্ধি পেয়ে ১,৩১,৩২৮.৯১ লক্ষ টাকা নির্ধারিত হয়। মূল বাস্তবায়নকাল ছিল জানুয়ারি ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৭, কিন্তু প্রকল্প জুন ২০২১-এ শেষ হয়। প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দরিদ্র, ঝরে পড়া ও কখনো বিদ্যালয়ে না যাওয়া শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় ফিরিয়ে আনা; শিখন কেন্দ্র বা আনন্দ স্কুলের মাধ্যমে নমনীয় শিক্ষা সুবিধা প্রদান; শিক্ষা ভাতা ও অনুদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ধরে রাখা; শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও কমিউনিটি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন; নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি; এবং বয়সে বড় শিক্ষার্থী ও ঝুঁকিপূর্ণ যুবদের জন্য প্রাক-বৃত্তিমূলক দক্ষতা উন্নয়ন। পরবর্তীতে প্রকল্পে শহুরে বস্তি শিশু শিক্ষা, কক্সবাজার ও বান্দরবান অঞ্চলের সংকটপ্রভাবিত জনগোষ্ঠী এবং এফডিএমএন শিশু-কিশোরদের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত হয়।

প্রভাব মূল্যায়নে পরিমাণগত ও গুণগত পদ্ধতির সমন্বিত প্রয়োগ করা হয়েছে। পরিমাণগত বিশ্লেষণের জন্য আট বিভাগের ২০ জেলার ৬০টি উপজেলা ও থানায় ১,২০০ জন প্রকল্প-সুবিধাভোগী এবং ৩০০ জন কন্ট্রোল গ্রুপসহ মোট ১,৫০০ জনের সরাসরি সাক্ষাৎকার নির্ধারিত হয়। সমীক্ষার মূল লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১৫০০ জন উত্তরদাতার তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা থাকলেও মাঠপর্যায়ের বাস্তবতায় মোট ৯২৮ জনের (প্রোগ্রাম গ্রুপ ৬৯০ ও কন্ট্রোল গ্রুপ ২৩৮) তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। পাশাপাশি গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য ২০টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, ১০৫টি মুখ্য ব্যক্তির সাক্ষাৎকার, ১০টি কেস স্টাডি, মাঠপর্যায়ের পরিদর্শন ও একটি স্থানীয় কর্মশালা পরিচালিত হয়। ডিপিপি, আরডিপিপি, পিসিআর, অডিট প্রতিবেদন ও অন্যান্য সেকেন্ডারি দলিল পর্যালোচনা করা হয়েছে। কোবো টুলবক্সে সংগৃহীত তথ্য ফ্রিকোয়েন্সি, ক্রস-ট্যাবুলেশন এবং প্রোগ্রাম-কন্ট্রোল তুলনার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়। নমুনায়ন পদ্ধতি ছিল স্নোবল (Snowball) কৌশলভিত্তিক, যা প্রকল্প সমাপ্তির পাঁচ বছর পর প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের ট্র্যাকিংয়ের বাস্তব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গৃহীত হয়।

প্রকল্পের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, গ্রামীণ শিখন কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২১,৬৩২টি, যার বিপরীতে বাস্তবায়িত হয়েছে ২০,২৩৯টি (৯৩.৫৬%)। গ্রামীণ শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্তিতে ৭,২০,০০০ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৬,৮৭,৫৫৬ জন (৯৫.৪৯%) অর্জিত হয়েছে। শহুরে বস্তি কর্মসূচিতে ৫০,০০০ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪৯,৪৭৮ জন শিক্ষার্থী (৯৮.৯৬%) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে ২৫,০০০ জনের লক্ষ্যমাত্রা সংখ্যাগতভাবে অর্জিত হলেও প্রশিক্ষণের গুণগত মান, শ্রমবাজার-সংযোগ ও প্লেসমেন্ট সহায়তায় গুরুতর ঘাটতি ছিল। এফডিএমএন কর্মসূচিতে ১,৫০০টি শিখন কেন্দ্রের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১,৩৩১টি (৮৮.৭৩%) এবং ১,৫০,০০০ শিক্ষার্থীর বিপরীতে ১,১১,৪০০ জন (৭৪.২৭%) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পুল শিক্ষক নিয়োগে ১,২০০ জনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মাত্র ৯২২ জন নিয়োজিত হয়েছেন এবং ২০০টি বিদ্যালয় সংস্কারের বিপরীতে ১৫১টি সম্পন্ন হয়েছে।

প্রকল্পের সবল দিক (Strengths) হিসেবে বিদ্যালয়বহির্ভূত শিশুদের শিক্ষায় ফিরিয়ে আনার কার্যকর উদ্যোগ, স্থানীয়ভিত্তিক নমনীয় শিক্ষা মডেল এবং উপস্থিতি ও ধরে রাখার হার বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। শিক্ষা ভাতা, নারী শিক্ষক ও মায়েদের অংশগ্রহণ কন্যাশিশুর শিক্ষায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। অন্যদিকে, দুর্বল দিক (Weaknesses) হিসেবে শিক্ষার মানের বৈচিত্র্য এবং মনিটরিং ও তদারকির দুর্বলতা প্রধান। সব শিখন কেন্দ্রে সমমানের পাঠদান নিশ্চিত করা যায়নি। এছাড়া প্রকল্প-পরবর্তী ট্র্যাকিং দুর্বল থাকায় শিক্ষার্থীরা পরবর্তীতে কতটা অগ্রসর হয়েছে তার ধারাবাহিক অনুসরণ সীমিত ছিল। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি ও প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতাও বাস্তবায়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

সার্বিক পর্যবেক্ষণে প্রাথমিক তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, রস্কে ভর্তির পূর্বে প্রোগ্রাম গ্রুপের ৪৩.৪১% শিক্ষার্থী কখনো বিদ্যালয়ে যায়নি এবং ৪৭.৫৯% ঝরে পড়েছিল, অর্থাৎ প্রায় ৯১% শিক্ষার্থী প্রকৃত বিদ্যালয়বহির্ভূত জনগোষ্ঠী ছিল। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণতার হার প্রোগ্রাম গ্রুপে ৮৯.০৭% এবং কন্ট্রোল গ্রুপে ৮০.১০%, পার্থক্য ৮.৯৭ শতাংশ পয়েন্ট যা প্রকল্পের ইতিবাচক প্রভাব নির্দেশ করে। রস্ক থেকে উত্তীর্ণ ৭৬.৮৫% শিক্ষার্থী মাধ্যমিক বা ভোকেশনাল প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছে এবং রস্ক-পরবর্তী গড় পড়াশোনার মেয়াদ ছিল ৫.৬০ বছর। শিক্ষায় স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে প্রোগ্রাম গ্রুপের ৪১.৫৩% শিক্ষার্থী বর্তমানেও পড়াশোনায় যুক্ত, যেখানে কন্ট্রোল গ্রুপে এ হার মাত্র ২০.৩৫%। প্রোগ্রাম গ্রুপের ৮৮.৪২% শিক্ষার্থী নিয়মিত শিক্ষা ভাতা পেয়েছে এবং ৯৮.৩৯% সময়মতো শিক্ষা উপকরণ পেয়েছে। তবে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে প্রকল্পের প্রভাব সীমিত—প্রোগ্রাম গ্রুপে ১৮ বছরের আগে বিয়ের হার ২৯.৬৮% এবং কন্ট্রোল গ্রুপে ২৯.৭৩%, যা প্রমাণ করে একক শিক্ষা প্রকল্প দ্বারা গভীর সামাজিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। সার্বিকভাবে, মনিটরিং ব্যবস্থার দুর্বলতা, আর্থিক শৃঙ্খলার ঘাটতি ও টেকসই কর্মসংস্থান-সংযোগের অভাব প্রকল্পের প্রভাবকে সীমিত করেছে।

সমীক্ষার ফলাফলের আলোকে সুপারিশ হিসেবে বলা যায়, ভবিষ্যতে এ ধরনের কার্যক্রমকে আলাদা প্রকল্প না রেখে পিইডিপি-৫ বা জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা কাঠামোর মধ্যে দ্বিতীয় সুযোগ শিক্ষা কর্মসূচি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা; ইউনিক আইডি-ভিত্তিক শিক্ষার্থী ডাটাবেজ ও পিএমআইএস সিস্টেম শক্তিশালী করা; শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ট্রেড নির্বাচন এবং প্রশিক্ষণ-পরবর্তী কর্মসংস্থান সংযোগ নিশ্চিত করা; প্রকল্পের শুরু থেকেই কার্যকর এক্সিট প্ল্যান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; এবং নিয়মিত শিখন মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করা। রস্ক-২ প্রকল্প শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তি ও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনে দৃশ্যমান অর্জন করেছে; তবে টেকসই ও মানসম্মত প্রভাব নিশ্চিত করতে ভবিষ্যৎ কার্যক্রমে উপরোক্ত সীমাবদ্ধতাগুলো অতিক্রম করা অপরিহার্য।

শব্দ সংক্ষেপ

ADP	:	Annual Development Programme
APSC	:	Annual Primary School Census
ATEO	:	Assistant Thana Education Officer
AUEO	:	Assistant Upazila Education Officer
BCR	:	Benefit-Cost-Ratio
BOQ	:	Bill of Quantity
CMC	:	Centre Management Committee
DPE	:	Directorate of Primary Education
DPEO	:	District Primary Education Officer
DPs	:	Development Partners
DPP	:	Development Project Proposal/Proforma
ECNEC	:	Executive Committee of the National Economic Council
EFA	:	Education for All
FDMN	:	Forcibly Displaced Myanmar Nationals
e-GP	:	Electronic Government Procurement
FGD	:	Focus Group Discussion
GoB	:	Government of Bangladesh
GPS	:	Government Primary School
HOPE	:	Head of Procuring Entity
IMED	:	Implementation Monitoring and Evaluation Division
IRR	:	Internal Rate of Return
KII	:	Key Informant Interview
MDG	:	Millennial Development Goals
M&E	:	Monitoring and Evaluation
MoE	:	Ministry of Education
MoPME	:	Ministry of Primary and Mass Education
NGO	:	Non-Government Organization
NPV	:	Net Present Value
OTM	:	Open Tendering Method
PCR	:	Project Completion Report
PEC	:	Project Evaluation Committee
PECE	:	Primary Education Completion Examination
PIU	:	Project Implementation Unit
PPA	:	Public Procurement Acts
PPR	:	Public Procurement Rules
RDPP	:	Revised Development Project Proposal/Proforma
ROSC		Reaching Out-of-School Children
SDGs	:	Sustainable Development Goals
SWOT	:	Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats
ToR	:	Terms of Reference
UEO	:	Upazila Education Officer

শব্দকোষ

আনন্দ বিদ্যালয়	:	আনন্দ বিদ্যালয় (Ananda School) হলো রস্ক (ROSC) প্রকল্পের অধীনে প্রতিষ্ঠিত একটি বিশেষ ধরনের 'সেকেন্ড চান্স' উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। মূলত দরিদ্র এলাকা ও দুর্গম অঞ্চলের ঝরে পড়া এবং স্কুলে না যাওয়া শিশুদের মূলধারার শিক্ষায় ফিরিয়ে আনাই এর লক্ষ্য। স্থানীয় সম্প্রদায়ের সরাসরি অংশগ্রহণে ও নমনীয় পাঠদান পদ্ধতিতে পরিচালিত এই বিদ্যালয়গুলো সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।
এফডিএমএন (FDMN)	:	FDMN (Forcibly Displaced Myanmar Nationals) বলতে মূলত মিয়ানমার থেকে আসা বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে বোঝায়। ২০১৭ সালে এই সংকট শুরু হলে কক্সবাজার জেলায় অবস্থানরত এই বিশাল জনগোষ্ঠীর শিক্ষার চাহিদা মেটাতে রস্ক-২ প্রকল্প তার উপানুষ্ঠানিক মডেলটি সেখানে সম্প্রসারণ করে। ইউনিসেফ ও সেভ দ্য চিলড্রেন-এর সহযোগিতায় লার্নিং সেন্টারগুলোর মাধ্যমে এই শিশুদের মৌলিক শিক্ষা এবং কিশোর-কিশোরীদের প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করা হয়েছে।
কোবো টুলবক্স (KoboToolbox)	:	কোবো টুলবক্স একটি বহুল ব্যবহৃত ডিজিটাল তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা প্ল্যাটফর্ম। বিশেষ করে মাঠপর্যায়ে গবেষণা, মানবিক সহায়তা ও বিভিন্ন জরিপের কাজে এটি বিশ্বজুড়ে অত্যন্ত জনপ্রিয়। কোবো টুলবক্সের মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়াই মোবাইল, ট্যাবলেট বা কম্পিউটারের সাহায্যে অফলাইনে তথ্য সংগ্রহ করা যায় এবং পরবর্তীতে তা সার্ভারে আপলোড করা হয়। এটি জটিল ডেটা অ্যানালাইসিস ও রিয়েল-টাইম রিপোর্ট তৈরিতে গবেষকদের সহায়তা করে।
লার্নিং সেন্টার (এলসি)	:	লার্নিং সেন্টার বা শিখন কেন্দ্র হলো আনন্দ বিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। এটি একটি একক কক্ষবিশিষ্ট অস্থায়ী শিক্ষা কেন্দ্র, যা সাধারণত শিক্ষার্থীর বাড়ির কাছাকাছি এলাকায় স্থাপিত হয়। প্রতিটি সেন্টারে একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ৩০ থেকে ৩৫ জন শিক্ষার্থী পড়াশোনা করে।
প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ	:	Pre-vocational Training (প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ) রস্ক প্রকল্পের ১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের উপযোগী করতে প্রদত্ত কারিগরি ও হাতে-কলমে শিক্ষা। মোবাইল মেরামত, সেলাই বা ইলেকট্রনিক্স কাজের এই প্রশিক্ষণ ঝরে পড়া কিশোর-কিশোরীদের আত্মনির্ভরশীল হতে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সরাসরি সহায়তা করে।
স্নোবল স্যাম্পলিং (Snowball Sampling)	:	স্নোবল স্যাম্পলিং হলো একটি বিশেষ নমুনায়ন পদ্ধতি, যেখানে বিদ্যমান উত্তরদাতাদের রেফারেন্স বা তথ্যের ভিত্তিতে পরবর্তী উত্তরদাতাদের খুঁজে বের করা হয়। রস্ক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় এই পদ্ধতিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর মাধ্যমে অনেক আগে ঝরে পড়া বা বর্তমানে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়া প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

সোয়াট অ্যানালাইসিস (SWOT Analysis)	:	এটি একটি কৌশলগত পরিকল্পনা পদ্ধতি, যার মাধ্যমে কোনো প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থা মূল্যায়ন করা হয়। এর পূর্ণরূপ হলো— Strengths (শক্তি), Weaknesses (দুর্বলতা), Opportunities (সুযোগ) ও Threats (ঝুঁকি)। প্রথম দুটি উপাদান প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ গুণাগুণ নির্দেশ করে, যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। আর শেষ দুটি উপাদান বাহ্যিক পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত। সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তৈরিতে সোয়াট অ্যানালাইসিস অত্যন্ত কার্যকর একটি হাতিয়ার।
CMC	:	CMC (Center Management Committee) শিখন কেন্দ্রগুলো স্থানীয়ভাবে পরিচালনার জন্য গঠিত কমিটি। সিএমসি সদস্যরা কেন্দ্রের সার্বিক তত্ত্বাবধান, উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ এবং অভিভাবকদের সাথে সমন্বয় সাধনের কাজ করে থাকেন ।
OOSC	:	Out-of-School Children (OOSC) বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু বলতে ৮ থেকে ১৪ বছর বয়সী ঐসব শিশুদের বোঝায় যারা কখনো স্কুলে ভর্তি হয়নি অথবা প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই ঝরে পড়েছে। রস্ক প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ছিল এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে পুনরায় শিক্ষার মূলধারায় ফিরিয়ে আনা।
PECE	:	পিইসিই হলো PECE (প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা) অর্থাৎ ৫ম শ্রেণি শেষ করার পর একটি জাতীয় স্তরের পরীক্ষা, যা মাধ্যমিক শিক্ষায় ভর্তির জন্য বাধ্যতামূলক। রস্ক-২ প্রকল্পের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল আনন্দ স্কুলের শিক্ষার্থীদের এই পরীক্ষার জন্য যোগ্য করে তোলা এবং পাসের হার বৃদ্ধি করা। ঝরে পড়া বা কখনো স্কুলে না যাওয়া শিশুদের বিশেষ পাঠদান ও ত্বরান্বিত শিক্ষা মডেলের মাধ্যমে এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণের উপযোগী করে তোলা হয়, যা তাদের মূলধারার শিক্ষায় ফিরে যেতে সাহায্য করেছে।
ROSC (রস্ক)	:	Reaching Out-of-School Children (ROSC) এটি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের একটি বিশেষ প্রকল্প, যার লক্ষ্য হলো বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা বা ঝরে পড়া সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার সুযোগ তৈরি করে তাদের মূলধারায় ফিরিয়ে আনা ।
Second Chance Education	:	Second Chance Education (দ্বিতীয় সুযোগ শিক্ষা) হল যারা প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বয়সের কারণে বা অন্য কোনো প্রতিকূলতায় ছিটকে পড়েছে, তাদের বিশেষ পদ্ধতিতে পুনরায় প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া। এটি মূলত আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার একটি সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে।

প্রথম অধ্যায়

প্রকল্পের বিবরণ

১.১ প্রকল্পের পটভূমি

বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে 'সবার জন্য শিক্ষা' (EFA) ও 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' (MDG) অর্জনে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করলেও, অতি দারিদ্র্য ও ভৌগোলিক প্রতিকূলতার কারণে একটি বিশাল সংখ্যক শিশু প্রাথমিক শিক্ষার মূলধারা থেকে বিচ্যুত ছিল। বিশেষ করে দুর্গম চরাঞ্চল, হাওর, উপকূলীয় এলাকা এবং শহুরে বস্তির ৬-১৪ বছর বয়সী শিশুদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখা একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। এই বাস্তবতায় বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে ২০০৪ সালে 'রিচিং আউট-অফ-স্কুল চিলড্রেন (ROSC)' প্রকল্পের প্রথম পর্যায় শুরু হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ঝরে পড়া এবং কখনো স্কুলে না যাওয়া শিশুদের জন্য একটি নমনীয় ও মানসম্মত বিকল্প প্রাথমিক শিক্ষা কাঠামো তৈরি করা, যা সরাসরি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়।

রস্ক প্রকল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল আনন্দ স্কুল (Ananda Schools) প্রতিষ্ঠা, যা প্রথাগত বিদ্যালয় থেকে ভিন্ন আঙ্গিকে পরিচালিত হতো। এই মডেলের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল সেন্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি (CMC), যেখানে অভিভাবক ও স্থানীয় প্রতিনিধিদের সরাসরি সম্পৃক্ত করা হতো। প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি শিক্ষার্থীকে সরাসরি উপবৃত্তি প্রদান করা হতো এবং স্কুল ড্রেস ও শিক্ষা উপকরণের জন্য বার্ষিক অনুদান নিশ্চিত করা হতো। 'এক শিক্ষক এক স্কুল' নীতিতে পরিচালিত এই কেন্দ্রগুলোতে নমনীয় সময়সূচী অনুসরণ করা হতো, যাতে কর্মজীবী বা অতি দরিদ্র পরিবারের শিশুরা তাদের জীবনযাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। এই নমনীয়তা এবং স্থানীয় মালিকানায় বিদ্যালয় পরিচালনা রস্ক প্রকল্পের কাঠামোগত ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে।

প্রথম পর্যায়ের (২০০৮-২০১৩) অভাবনীয় সাফল্যের পর ২০১৩ সালে 'ROSC-II' বা দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু হয়, যা ২০২১ সালের জুন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রকল্পের পরিধি আরও প্রসারিত করে ১৪৮টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই পর্যায়ে শুধুমাত্র গ্রামীণ সুবিধাবঞ্চিত শিশু নয়, বরং ঢাকা মহানগরীর বস্তিবাসী এবং কক্সবাজারের বাস্তুচ্যুত শিশুদের শিক্ষার আওতায় আনা হয়। এছাড়াও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত0-কারী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ (Pre-vocational Training) চালু করা হয়, যাতে তারা কর্মসংস্থানের প্রাথমিক দক্ষতা অর্জন করতে পারে। কোভিড-১৯ মহামারীর সময়ে শিখন ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে রস্ক প্রকল্পের মাধ্যমে টেলিভিশন ও দূরশিক্ষণ কার্যক্রমের মতো জরুরি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল।

নিম্নে এক নজরে প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করা হলো:

i.	**প্রকল্পের নাম**	:	"রিচিং আউট-অব-স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) ফেইজ-২ (৩য় সংশোধিত)"
ii.	**উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ**	:	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
iii.	**বাস্তবায়নকারী সংস্থা**	:	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
iv.	**প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল**	:	জানুয়ারি, ২০১৩ থেকে জুন, ২০২১
v.	**প্রকল্পের অবস্থান**	:	সমগ্র বাংলাদেশ

তথ্যসূত্র: আরডিপিপি (ডিসেম্বর ২০২০), পিসিআর (সেপ্টেম্বর ২০২২)

১.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

i. শিক্ষার সম সুযোগ সৃষ্টি, ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ করা, মানসম্মত শিক্ষা প্রদান এবং ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করার মাধ্যমে নির্বাচিত এলাকায় বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুর সংখ্যা হ্রাস করা;

ii. শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা-ভাতা ও শিখনকেন্দ্র পরিচালনার জন্য অনুদান প্রদানের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে ভর্তি বৃদ্ধি অংশগ্রহণ ও প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করা;

iii. প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্ত করা মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুলে ভর্তি না হওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য মৌলিক জীবিকায়ন দক্ষতা ও জীবিকা অর্জন সহায়ক প্রাক-কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

iv. শিখনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সিদ্ধান্তে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি;

v. পেশাদারি দক্ষতা বৃদ্ধি ও শিক্ষাদান পদ্ধতি উন্নতির লক্ষ্যে শিক্ষকদের নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান;

vi. মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত বাস্তুহারাদের (Forcibly Displaced Myanmar Nationals: FDMN) সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদান এবং স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংস্কার; এবং

vii. জাতীয় টাস্কফোর্সের অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী FDMN শিশুদেরকে তাদের নিজস্ব ভাষায় বা ইংরেজীতে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, মৌলিক সাক্ষরতা ও মনোসামাজিক সহায়তা প্রদান করা।

১.৩ প্রকল্পের অনুমোদন/সংশোধন/মেয়াদ বৃদ্ধি

প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে বিস্তারিত তুলে ধরা হলো:

সারণি: ১.১ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় **(লক্ষ টাকায়)**

প্রাক্কলিত ব্যয়	সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয়	মূল বাস্তবায়নকাল	সংশোধিত বাস্তবায়নকাল	অগ্রগতি		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল
				(আর্থিক)	(বাস্তব %)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১১৪০২৬.৭৬ (মোট) ৫৮০৮.৫৩ (জিওবি) ১০৮২১৭.২৩ (প্র: সা:)	১৩১৩২৮.৯১ (মোট) ৫৮০৮.৫৩ (জিওবি) ১২৫৫২০.৩৮ (প্র: সা:)	জানুয়ারি, ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৭	জানুয়ারি, ২০১৩ থেকে জুন, ২০২১	১২৫০৩৪.২৪ (৯৫.২০%)	৯৮%	জানুয়ারি, ২০১৩ থেকে জুন, ২০২১

তথ্যসূত্র: আরডিপিপি (ডিসেম্বর ২০২০), পিসিআর (সেপ্টেম্বর ২০২২)

১.৪ অর্থায়নের অবস্থা (মূল/সংশোধন এর হ্রাস/বৃদ্ধির হার)

প্রকল্পের অনুমোদন, সংশোধন ও মেয়াদ হ্রাস/বৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলো:

সারণি: ১.২ প্রকল্পের অনুমোদন, সংশোধন, ব্যয় ও মেয়াদ হ্রাস/বৃদ্ধি **(লক্ষ টাকা)**

পর্যায়	মোট ব্যয়, লক্ষ টাকা	জিওবি, লক্ষ টাকা	প্রকল্প সাহায্য, লক্ষ টাকা	বাস্তবায়নকাল	ব্যয় বৃদ্ধি/হ্রাস, লক্ষ টাকা	মূল ডিপিপির তুলনায় ব্যয় বৃদ্ধি/হ্রাস	মূল মেয়াদের তুলনায় সময় বৃদ্ধি
(১)	*(২)*	*(৩)*	*(৪)*	*(৫)*	*(৬)*	*(৭)*	*(৮)*
মূল ডিপিপি	১,১৪,০২৫.৭৫	৫,৮০৮.৫৩	১,০৮,২১৭.২৩	জানুয়ারি ২০১৩ – ডিসেম্বর ২০১৭	—	—	—
১ম সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয়	১,০৮,৫২৫.৭৬	৫,৮০৮.৫৩	১,০২,৭১৭.২৩	জানুয়ারি ২০১৩ – ডিসেম্বর ২০১৭	-৫,৪৯৯.৯৯	-৪.৮২%	—
২য় সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয়	১,২৯,০৩৫.৭৬	৫,৮০৮.৫৩	১,২৩,২২৭.২৩	জানুয়ারি ২০১৩ – ডিসেম্বর ২০২০	+১৫,০১০.০১	+১৩.১৬%	৩৬ মাস, ৬০%
৩য় সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয়	১,৩১,৩২৮.৯১	৫,৮০৮.৫৩	১,২৫,৫২০.৩৮	জানুয়ারি ২০১৩ – জুন ২০২১	+১৭,৩০৩.১৬	+১৫.১৭%	৪২ মাস, ৭০%
প্রকৃত বাস্তবায়ন	১,২৫,০৩৪.২৪	৫,৬৭৮.৭৮	১,১৯,৩৫৫.৪৬	জানুয়ারি ২০১৩ – জুন ২০২১	+১১,০০৮.৪৯	+৯.৬৫%	৪২ মাস, ৭০%

তথ্যসূত্র: আরডিপিপি (ডিসেম্বর ২০২০), পিসিআর (সেপ্টেম্বর ২০২২)

১.৫ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমগুলো নিম্নরূপ:

- পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের দুঃস্থ ও শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত পরিবারের ৭.২ লক্ষ শিক্ষার্থীকে ২১০০০ টি শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ২য় সুযোগ সৃষ্টি;
- ৭.২ লক্ষ সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীর অনুকূলে শিক্ষা ভাতা ও অনুদান বিতরণের মাধ্যমে তাদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা;
- ২৫০০০ জন বেকার যুব ও যুব মহিলার চাকরির সুযোগ সৃষ্টি;
- বিভিন্ন মাধ্যমে ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর, মনিটরিং অফিসার এবং কমিউনিটি মোবিলাইজার নিয়োগের মাধ্যমে প্রায় ৪০০ জন শিক্ষিত বেকার যুব ও যুব মহিলার চাকরির সুযোগ সৃষ্টি;

- শিখন কেন্দ্রের ২১০০০ শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান;
- শহর অঞ্চলে বস্তিতে বসবাসরত শিশুদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি;
- রস্ক-১ প্রকল্প হতে ৩য় শ্রেণি পাশকৃত শিক্ষার্থী যাদের বয়স ১৫ বছরের অধিক তাদেরকে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান;
- শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য সরকারী বেসরকারী অংশীদারিত্ব সৃষ্টি;
- আনন্দ স্কুল পরিচালনার মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়ন;

১.৬ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা

প্রকল্পটি জুন ২০২১ সালে বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা নিম্নের সারণি: ১.৩ -এ তুলে ধরা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত বাস্তবায়ন তৃতীয় অধ্যায়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সারণি: ১.৩ আরডিপিপি অনুযায়ী রস্ক প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা **(লক্ষ টাকায়)**

সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের অঙ্গসমূহ	একক	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা	
		আর্থিক	বাস্তব (পরিমাণ)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
(ক) রাজস্ব			
জনবল	-	৯৮০.১৬	২৩
শিক্ষা অনুদান	-	৮৩৯৪৪.৫১	২১৩৬১
শিক্ষা ভাতা	-	২৫১৪৫.৪৭	৭৯৫০০০
স্থানীয় প্রশিক্ষণ	-	৩২৫০.৫৫	২১৩৬১
তত্ত্বাবধান প্রশিক্ষণ/অধ্যয়ন সফর	-	৮৬৫.৪১	১১৬
কর্মশালা/সেমিনার	-	৯৫৭.৮৪	৯৮৪
পরামর্শক (স্থানীয়)	-	৫১২৪.৬৬	৬৯৭
স্টেশনারি	-	৩৪.১৭	এলএস
জ্বালানি	-	১৭০.৬৪	এলএস
রক্ষণাবেক্ষণ	-	৬৩.৫৭	এলএস
মনিটরিং (এলজিইডি)	-	৫৫৯৪.৬৫	১
সোনালী ব্যাংকের পরিষেবা চার্জ	-	২২৫৪.৫৬	১
ভ্রমণ ভাতা	-	৭১.৫৮	এলএস
কন্টিনজেন্সি ও অন্যান্য	-	৩৪৪.৫৮	এলএস
স্কুল সংস্কার	-	২২৫০	২০০
উপ-মোট: রাজস্ব		**১৩১০৫২.৩৫**	

সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের অঙ্গসমূহ	একক	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা	
		আর্থিক	বাস্তব (পরিমাণ)
(১)	*(২)*	*(৩)*	*(৪)*
(খ) মূলধন:			
যানবাহন	-	১০৮.৭১	৪
সরঞ্জাম	-	৩৫.০২	এলএস
আসবাবপত্র	-	১৩.৭৪	এলএস
পণ্য (মুদ্রণ)	-	১১৯.০৯	এলএস
উপ-মোট: মূলধন	-	২৭৬.৫৬	
মোট (ক+খ)		**১৩১৩২৮.৯১**	

তথ্যসূত্র: আরডিপিপি (ডিসেম্বর ২০২০), পিসিআর (সেপ্টেম্বর ২০২২)

১.৭ প্রকল্পের কর্ম পরিকল্পনা

“রিচিং আউট-অব-স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) ফেইজ-২ (৩য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কর্ম পরিকল্পনার তথ্য-উপাত্ত সারণি: ১.৪-এ তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি: ১.৪ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কর্ম পরিকল্পনা

প্যাকেজ নম্বর	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি সম্পন্নের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
(ক) পণ্য ক্রয় পরিকল্পনা										
জি-১৬	অফিস স্টেশনারি সরবরাহ	লট	এলএস	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪.৯৩	১৫-সেপ্টেম্বর-২০২০	১৫-অক্টোবর-২০২০	১৪-নভেম্বর-২০২০
জি-৩০	কম্পিউটার এক্সেসরিজ সরবরাহ	লট	এলএস	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫.০০	২০-অক্টোবর-২০২০	১৯-নভেম্বর-২০২০	১৯-ডিসেম্বর-২০২০
এএফ-জি-৩২	মুদ্রণ কাজ	লট	এলএস	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি/প্রকল্প সাহায্য	৭.৫০	১-নভেম্বর-২০২০	১-ডিসেম্বর-২০২০	৩১-ডিসেম্বর-২০২০
	পণ্য ক্রয়ের মোট মূল্য						১৭.৪৩			
(খ) পূর্তকাজ ক্রয় পরিকল্পনা										
ডব্লিউডি-১	কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার এবং ওয়াশ ব্লক নির্মাণ/সংস্কার	সংখ্যা	প্রয়োজনভিত্তিক	ওটিএম	প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি	প্রকল্প সাহায্য	২৫০.০০	১-নভেম্বর-২০২০	৩১-ডিসেম্বর-২০২০	২৯-জুন-২০২১
ডব্লিউডি-২	কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার এবং ওয়াশ ব্লক নির্মাণ/সংস্কার	সংখ্যা	প্রয়োজনভিত্তিক	ওটিএম	প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি	প্রকল্প সাহায্য	২৫০.০০	১-নভেম্বর-২০২০	৩১-ডিসেম্বর-২০২০	২৯-জুন-২০২১

প্যাকেজ নম্বর	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি সম্পন্নের তারিখ
(১)	*(২)*	*(৩)*	*(৪)*	*(৫)*	*(৬)*	*(৭)*	*(৮)*	*(৯)*	*(১০)*	*(১১)*
ডব্লিউডি-৩	কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার এবং ওয়াশ ব্লক নির্মাণ/সংস্কার	সংখ্যা	প্রয়োজনভিত্তিক	ওটিএম	প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি	প্রকল্প সাহায্য	২৫০.০০	১-নভেম্বর-২০২০	৩১-ডিসেম্বর-২০২০	২৯-জুন-২০২১
ডব্লিউডি-৪	কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার এবং ওয়াশ ব্লক নির্মাণ/সংস্কার	সংখ্যা	প্রয়োজনভিত্তিক	ওটিএম	প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি	প্রকল্প সাহায্য	২৫০.০০	১-নভেম্বর-২০২০	৩১-ডিসেম্বর-২০২০	২৯-জুন-২০২১
ডব্লিউডি-৫	কক্সবাজার জেলার পেকুয়া উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার এবং ওয়াশ ব্লক নির্মাণ/সংস্কার	সংখ্যা	প্রয়োজনভিত্তিক	ওটিএম	প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি	প্রকল্প সাহায্য	২৫০.০০	১-নভেম্বর-২০২০	৩১-ডিসেম্বর-২০২০	২৯-জুন-২০২১
ডব্লিউডি-৬	কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার এবং ওয়াশ ব্লক নির্মাণ/সংস্কার	সংখ্যা	প্রয়োজনভিত্তিক	ওটিএম	প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি	প্রকল্প সাহায্য	২৫০.০০	১-নভেম্বর-২০২০	৩১-ডিসেম্বর-২০২০	২৯-জুন-২০২১
ডব্লিউডি-৭	কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার এবং ওয়াশ ব্লক নির্মাণ/সংস্কার	সংখ্যা	প্রয়োজনভিত্তিক	ওটিএম	প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি	প্রকল্প সাহায্য	২৫০.০০	১-নভেম্বর-২০২০	৩১-ডিসেম্বর-২০২০	২৯-জুন-২০২১
ডব্লিউডি-৮	কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার এবং ওয়াশ ব্লক নির্মাণ/সংস্কার	সংখ্যা	প্রয়োজনভিত্তিক	ওটিএম	প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি	প্রকল্প সাহায্য	২৫০.০০	১-নভেম্বর-২০২০	৩১-ডিসেম্বর-২০২০	২৯-জুন-২০২১

প্যাকেজ নম্বর	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি সম্পন্নের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
	পূর্তকাজ ক্রয়ের মোট মূল্য		এলএস, আনুমানিক ২০০ স্কুল				২,০০০.০০			
(গ) সেবা ক্রয় পরিকল্পনা										
এস-১১	প্রকল্প/চুক্তি ব্যবস্থাপনা পরামর্শক	জন-মাস	৫৭	Individual Consultant	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি/প্রকল্প সাহায্য	২৬০.০০	৪-এপ্রিল-২০১৪	৬-অক্টোবর-২০১৬	৩০-জুন-২০২১
এস-১৪সি	আর্থিক ব্যবস্থাপনা পরামর্শক	জন-মাস	৩২	Individual Consultant	প্রকল্প পরিচালক	প্রকল্প সাহায্য	২০০.০০	৩-এপ্রিল-২০১৩	২-আগস্ট-২০১৩	৩০-জুন-২০২১
এস-১৬	বিতরণ/ডিসবার্সমেন্ট পরিবীক্ষণ পরামর্শক	জন-মাস	৯৪	Individual Consultant	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি/প্রকল্প সাহায্য	৩০০.০০	৪-এপ্রিল-২০১৪	২৯-আগস্ট-২০১৪	৩০-জুন-২০২১
এস-১৭বি	শহুরে বস্তি শিশু শিক্ষা ও প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ পরামর্শক	জন-মাস	৫৮	Individual Consultant	প্রকল্প পরিচালক	প্রকল্প সাহায্য	২৮০.০০	—	১-সেপ্টেম্বর-২০১৬	৩০-জুন-২০২১
এস-১৩	ক্রয় পরামর্শক	জন-মাস	২২	Individual onsultant	প্রকল্প পরিচালক	প্রকল্প সাহায্য	২০০.০০	—	১৫-সেপ্টেম্বর-২০১৯	৩০-জুন-২০২১
এস-৭১	বিশেষায়িত সংস্থা, শহুরে ও প্রাক-বৃত্তিমূলক কার্যক্রম	এককালীন/সেবা	এলএস	একক উৎস নির্বাচন	প্রকল্প পরিচালক	প্রকল্প সাহায্য	১,৫০০.০০	২৬-জুন-২০১৮	—	৩০-জুন-২০২১
এএফ-১০	প্রভাব মূল্যায়ন/সমীক্ষা	এককালীন/সেবা	এলএস	প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প পরিচালক	প্রকল্প সাহায্য	২০০.০০	৩০-সেপ্টেম্বর-২০২০	৩০-অক্টোবর-২০২০	৩০-জুন-২০২১

প্যাকেজ নম্বর	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি সম্পন্নের তারিখ
(১)	*(২)*	*(৩)*	*(৪)*	*(৫)*	*(৬)*	*(৭)*	*(৮)*	*(৯)*	*(১০)*	*(১১)*
এএফ-এনসিএস-১	ইউনিসেফ	এককালীন/সেবা	এলএস	প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প পরিচালক	প্রকল্প সাহায্য	১৩,৬০০.০০	—	১৫-সেপ্টেম্বর-২০১৯	৩০-জুন-২০২১
এএফ-এনসিএস-২	এলজিইডি	এককালীন/সেবা	এলএস	প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প পরিচালক	প্রকল্প সাহায্য	৫০.০০	—	১-জুন-২০২০	৩০-জুন-২০২১
রস্ক-এস-এএফ-৩০	কক্সবাজার জেলায় সংকট মোকাবিলায় সরকারি কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি	এককালীন/সেবা	এলএস	প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প পরিচালক	প্রকল্প সাহায্য	৫৫০.০০	—	১৩-নভেম্বর-২০১৯	১৮-আগস্ট-২০২০
	সেবা ক্রয়ের মোট মূল্য	জন-মাস/সেবা	২৬৩				১৭,১৪৮.০০			

তথ্যসূত্র: আরডিপিপি (ডিসেম্বর ২০২০)

১.৮ প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম

"রিচিং আউট-অব-স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) ফেইজ-২ (৩য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রমের তথ্য-উপাত্ত ফলাফল অংশে (তৃতীয় অধ্যায়) তুলে ধরা হয়েছে।

১.৯ প্রকল্পের লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক

আরডিপিপিতে উল্লিখিত লগ-ফ্রেমে Narrative Summary (NS), Objectively Verifiable Indicators (OVIs), Means of Verification (MOV) কলাম রাখা হয়েছে। Narrative Summary কলাম-এ ইনপুট, আউটপুট, প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনা করা হয়েছে। সারণি: ১.৫-এ লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের বিস্তারিত তুলে ধরা হলো:

সারণি: ১.৫ প্রকল্পের লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক

বর্ণনামূলক সারসংক্ষেপ	বস্তুনিষ্ঠভাবে যাচাইযোগ্য সূচক (OVI)	যাচাইকরণের মাধ্যম (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
প্রকল্পের লক্ষ্য			
লক্ষ্য: নির্বাচিত অনুন্নত এলাকায় মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষায় সমতাভিত্তিক প্রবেশাধিকার, শিক্ষার্থী ধরে রাখা এবং শিক্ষা সমাপ্তি নিশ্চিত করার মাধ্যমে বিদ্যালয়বহির্ভূত শিশুর সংখ্যা হ্রাস করা।	১.১) দ্বিতীয় বছরের মধ্যে ৭,২০,০০০ শিক্ষার্থী ভর্তি হবে এবং প্রকল্প মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত তাদের সহায়তা প্রদান করা হবে। ১.২) ভর্তি শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৫০% মেয়ে হবে। ১.৩) ভর্তি শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম বছরে ৭৭% এবং প্রকল্প শেষে ৮৫% শিক্ষার্থী দেশের সুবিধাবঞ্চিত ও দুর্গম এলাকা থেকে অন্তর্ভুক্ত হবে। ১.৪) শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থী ধরে রাখার হার: প্রথম বছরে ৬২%, দ্বিতীয় বছরে ৬৪%, তৃতীয় বছরে ৬৭%, চতুর্থ বছরে ৭১% এবং পঞ্চম বছরে ৭৫%। ১.৫) পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায় পাসের হার প্রকল্প শেষে ৭৫% হবে। ১.৬) তৃতীয় ও পঞ্চম শ্রেণির ১০০% শিক্ষার্থী তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে পরিচালিত দুই ধাপের পদ্ধতিগত শিখন মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করবে।	এমআইএস সেল, রস্ক অভ্যন্তরীণ পরিবীক্ষণ এবং তৃতীয় পক্ষের যাচাইকৃত তথ্য।	—
প্রকল্পের উদ্দেশ্য			
উদ্দেশ্য ১: শিক্ষা ভাতা ও অনুদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থী এবং শিখন কেন্দ্রকে সহায়তা প্রদান, যাতে প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশাধিকার, অংশগ্রহণ এবং	১.১) ২০১৪ সালের মধ্যে ২১,৩৬১টি শিখন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা। ১.২) ১০০% কার্যকর শিখন কেন্দ্র নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী ত্রৈমাসিক/সেমিস্টারভিত্তিক পরিচালন অনুদান গ্রহণ করবে।	অভ্যন্তরীণ পরিবীক্ষণ, অর্ধবার্ষিক বহিঃপরিবীক্ষণ এবং তৃতীয় পক্ষের যাচাই প্রতিবেদন; বিশেষায়িত	শিখন কেন্দ্রগুলো পাঁচ বছরের শিক্ষা চক্র সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বা প্রকল্প মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। ভর্তি শিক্ষার্থীরা পুনরায়

বর্ণনামূলক সারসংক্ষেপ	বস্তুনিষ্ঠভাবে যাচাইযোগ্য সূচক (OVI)	যাচাইকরণের মাধ্যম (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
শিক্ষা সমাপ্তি নিশ্চিত করা যায়।	১.৩) ১০০% যোগ্য শিক্ষার্থী নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী সেমিস্টারভিত্তিক শিক্ষা ভাতা গ্রহণ করবে। ১.৪) ১০টি সিটি কর্পোরেশনে শহুরে বস্তি কর্মসূচির আওতায় ১,৬২০টি শিখন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং ৫০,০০০ শিক্ষার্থী ভর্তি।	সংস্থা/বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রতিবেদন।	ঝরে পড়বে না। অভিভাবক/শিক্ষার্থীর স্থানান্তর হার খুব বেশি হবে না।
উদ্দেশ্য ২: রক্স ও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এমন প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা, যারা ন্যূনতম পঞ্চম শ্রেণি উত্তীর্ণ হলেও বর্তমানে বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে, যাতে তারা জীবনদক্ষতা শিক্ষা ও জীবিকাভিত্তিক প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে অংশ নিতে পারে।	২.১) প্রকল্প শেষে ৯০টি উপজেলায় ২৫,০০০ প্রাক্তন শিক্ষার্থীকে প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।	বিশেষায়িত সংস্থা/বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রতিবেদন, অভ্যন্তরীণ ও বহিঃপরিবীক্ষণ প্রতিবেদন।	শিক্ষার্থীরা পুনরায় ঝরে পড়বে না এবং পরিবার/শিক্ষার্থীর স্থানান্তর হার কম থাকবে।
উদ্দেশ্য ৩: মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্য শিখন কেন্দ্র ব্যবস্থাপনাকে অধিক কার্যকর করতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা।	৩.১) কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি শিখন কেন্দ্র পরিচালনায় সক্রিয় থাকবে; মাসিক/ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং সিদ্ধান্তসমূহ লিপিবদ্ধ থাকবে।	অভ্যন্তরীণ পরিবীক্ষণ, বহিঃপরিবীক্ষণ এবং তৃতীয় পক্ষের যাচাই প্রতিবেদন।	স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও কমিউনিটির সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।
উদ্দেশ্য ৪: শিখন কেন্দ্র স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা।	৪.১) কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির ৬৭% সদস্য নারী হবে। ৪.২) মাসিক/ত্রৈমাসিক সভায় অংশগ্রহণকারী কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের ৮০% নারী হবে।	অভ্যন্তরীণ পরিবীক্ষণ, বহিঃপরিবীক্ষণ এবং তৃতীয় পক্ষের যাচাই প্রতিবেদন।	প্রকল্প মেয়াদে বাল্যবিবাহ ও শিশুশ্রম কমবে।
উদ্দেশ্য ৫: কক্সবাজার জেলা ও বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় অবস্থিত শহুরে বস্তি শিশু শিক্ষা শিখন কেন্দ্র, প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোভিড-১৯ ও অন্যান্য রোগ থেকে সুরক্ষার জন্য স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করা।	৫.১) ২০১৫ সাল থেকে ১০০% উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি কার্যকর থাকবে। ৫.২) নিয়োজিত পুল শিক্ষকের সংখ্যা। ৫.৩) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের মাধ্যমে পরিবীক্ষিত ও তদারকিকৃত শিখন কেন্দ্রের সংখ্যা।	অভ্যন্তরীণ পরিবীক্ষণ এবং বিশেষ জরিপ।	শিক্ষিত সমন্বয়কারী পাওয়া যাবে এবং কর্মশালা/মেলা আয়োজনের জন্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি অনুকূল থাকবে।
উদ্দেশ্য ৬: বৃহত্তর কমিউনিটির অংশগ্রহণের	৬.১) ২০১৫ সাল থেকে ১০০% উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে	আইইআর/এমআইএস সেলের প্রশিক্ষণ	স্থানীয় অংশীজন ও শিক্ষিত

বর্ণনামূলক সারসংক্ষেপ	বস্তুনিষ্ঠভাবে যাচাইযোগ্য সূচক (OVI)	যাচাইকরণের মাধ্যম (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
মাধ্যমে রস্ক প্রকল্পের আওতায় প্রদত্ত প্রাথমিক শিক্ষার স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো এবং ব্যবস্থা শক্তিশালী করা।	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি কার্যকর থাকবে। ৬.২) নিয়োজিত পুল শিক্ষকের সংখ্যা। ৬.৩) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের মাধ্যমে পরিবীক্ষিত ও তদারকিকৃত শিখন কেন্দ্রের সংখ্যা। ৬.৪) ১০০% কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটিতে ইউনিয়ন পরিষদ প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে থাকবে এবং সভায় তাদের অংশগ্রহণের হার নিরূপণ করা হবে।	সমাপ্তি প্রতিবেদন, বহিঃপরিবীক্ষণ ও আইইআর প্রশিক্ষণ ডাটাবেস।	সমন্বয়কারীদের সহযোগিতা পাওয়া যাবে।
উদ্দেশ্য ৭: উন্নত পাঠদান ও শিখন নিশ্চিত করতে শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের জন্য নিবিড় শিক্ষক প্রশিক্ষণ চালু করা।	৭.১) ২১,৩৬১ জন শিখন কেন্দ্র শিক্ষককে ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ, রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ এবং বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান। ৭.২) ১০০% শিখন কেন্দ্র টিজিএম সহায়তা গ্রহণ করবে।	অভ্যন্তরীণ পরিবীক্ষণ, বহিঃপরিবীক্ষণ, তৃতীয় পক্ষের যাচাই এবং এএফআর প্রতিবেদন।	শিক্ষক, প্রকল্প কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিখন কেন্দ্র শিক্ষক ও পুল শিক্ষকদের চাকরি ছাড়ার হার কম থাকবে।
উদ্দেশ্য ৮: একাডেমিক তদারকি ও সহায়তা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা।	৮.১) ১০০% শিখন কেন্দ্র টিসি, সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও প্রধান শিক্ষকের মাধ্যমে পরিদর্শিত হবে; প্রতিটি শিখন কেন্দ্রে বার্ষিক গড় পরিদর্শন নিশ্চিত হবে। ৮.২) ১০০% শিখন কেন্দ্র পুল শিক্ষকের মাধ্যমে তদারকিকৃত হবে; প্রতি মাসে প্রতিটি শিখন কেন্দ্রে পরিদর্শনের সংখ্যা নির্ধারিত থাকবে।	অভ্যন্তরীণ পরিবীক্ষণ, কর্মশালা ও চাকরি মেলা।	স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা থাকবে।
উদ্দেশ্য ৯: মিয়ানমার থেকে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর সাম্প্রতিক আগমনের ফলে কক্সবাজারের ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় কমিউনিটির জন্য প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, উদ্যোগ উন্নয়ন সহায়তা এবং নিয়োগদাতা-ভিত্তিক দিকনির্দেশনা প্রদান।	৯.১) কক্সবাজার ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা থেকে ৮,৫০০ কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতী বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, উদ্যোগ উন্নয়ন সহায়তা এবং নিয়োগদাতা-ভিত্তিক দিকনির্দেশনা গ্রহণ করবে। ৯.২) তাদের মধ্যে কমপক্ষে ৫০% নারী হবে।	অভ্যন্তরীণ পরিবীক্ষণ, কর্মশালা ও চাকরি মেলা।	প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও কর্মসংস্থান সংযোগ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি অনুকূল থাকবে।
উদ্দেশ্য ১০: জাতীয় টাস্কফোর্সের নির্দেশনা অনুযায়ী বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, মৌলিক সাক্ষরতা এবং মনোসামাজিক জীবনদক্ষতা সহায়তা প্রদান।	১০.১) ১,৫০,০০০ বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক শিশু ও কিশোর-কিশোরী জাতীয় টাস্কফোর্সের নির্দেশনা অনুযায়ী অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, মৌলিক সাক্ষরতা এবং মনোসামাজিক জীবনদক্ষতা সহায়তা গ্রহণ করবে। ১০.২) তাদের মধ্যে কমপক্ষে ৫০% মেয়ে হবে।	অভ্যন্তরীণ পরিবীক্ষণ, বহিঃপরিবীক্ষণ এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রতিবেদন।	বাস্তুচ্যুত শিশু-কিশোরদের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হবে এবং কার্যক্রম পরিচালনার পরিবেশ স্থিতিশীল থাকবে।

বর্ণনামূলক সারসংক্ষেপ	বস্তুনিষ্ঠভাবে যাচাইযোগ্য সূচক (OVI)	যাচাইকরণের মাধ্যম (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)
(১)	*(২)*	*(৩)*	*(৪)*
	১০.৩) বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের জন্য ১,৫০০টি শিখন কেন্দ্র স্থাপন। ১০.৪) ২,০০০ শিখন কেন্দ্র শিক্ষক নিয়োগ, যাদের ৫০% নারী হবে, এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান। ১০.৫) ১০০% শিখন কেন্দ্র শিখন উপকরণ গ্রহণ করবে।		
উদ্দেশ্য ১১: কোভিড-১৯ মহামারি-পরবর্তী সময়ে বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক শিশু, শিক্ষক ও সহায়ক কর্মীদের স্বাস্থ্যবিধি, নিরাপত্তা ও সচেতনতা বিষয়ে সহায়তা প্রদান।	১১.১) ২,০০,০০০ বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক শিশুকে স্বাস্থ্যবিধি কিটসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান। ১১.২) ১,৫০০ বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক শিখন কেন্দ্রের সব শিক্ষক ও সহায়ক কর্মীকে সহায়তা প্রদান। ১১.৩) ২,০০,০০০ বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক শিশু ও কমিউনিটির জন্য সামাজিক সচেতনতা ও যোগাযোগ উপকরণ প্রদান।	অভ্যন্তরীণ পরিবীক্ষণ এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রতিবেদন।	প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য-নিরাপত্তা সামগ্রী সময়মতো সংগ্রহ ও বিতরণ করা যাবে।
উদ্দেশ্য ১২: পরিবীক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনার জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, রস্ক এবং স্থানীয় সরকারি দপ্তরকে লজিস্টিক্স, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান।	১২.১) কমপক্ষে ৮০ জন সরকারি কর্মকর্তা জাতীয়/আন্তর্জাতিক সক্ষমতা উন্নয়ন সহায়তা গ্রহণ করবে। ১২.২) কক্সবাজার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সংস্কার ও প্রয়োজনীয় লজিস্টিক্সসহ সজ্জিত করা হবে। ১২.৩) আটটি উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সংস্কার ও প্রয়োজনীয় লজিস্টিক্সসহ সজ্জিত করা হবে।	রস্ক, ফাপাড নিরীক্ষা, আইডিএ, আইএমইডি এবং বিআইডিএস প্রতিবেদন।	সংশোধিত ডিপিপির সময়মতো অনুমোদন, প্রকল্প জনবল ও পরামর্শক নিয়োগ, বিশেষায়িত সংস্থা ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার সময়মতো সম্পৃক্ততা এবং পণ্য সংগ্রহ সময়মতো সম্পন্ন হবে।
আউটপুট			
১. শিখন কেন্দ্র শিক্ষক, পুল শিক্ষক ও প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও মাঠপর্যায়ে নিয়মিত কার্যসম্পাদন। ২. প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা, কর্মচারী, পরামর্শক ও লজিস্টিক সহায়তার মাধ্যমে রস্ক ইউনিট শক্তিশালীকরণ। ৩. উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা শিক্ষা অফিসের সম্পৃক্ততায় প্রকল্প বাস্তবায়ন।	১.১) দ্বিতীয় বছর থেকে প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন ২১,৩৬১ জন শিক্ষক নিয়োগ ও কার্যরত থাকবে। ১.২) ৫০ বা তদূর্ধ্ব সক্রিয় শিখন কেন্দ্র রয়েছে এমন প্রতিটি উপজেলায় একজন প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী নিয়োজিত থাকবে। সপ্তম বছরের জন্য ৪০ জন প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী; নবম বছরের জন্য কক্সবাজার, বান্দরবান এবং সিটি কর্পোরেশনভিত্তিক শহুরে বস্তি শিক্ষা কর্মসূচি ও প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের জন্য ১২ জন প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী এবং ২৪ জন সুপারভাইজার নিয়োজিত থাকবে। প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারীর মাসিক বেতন	রস্ক অভ্যন্তরীণ পরিবীক্ষণ, এমআইএস সেল, তৃতীয় পক্ষের যাচাই, এন্ডলাইন জরিপ, পিইপিএমআইএস, এএফআর, আইএমইডি এবং বিআইডিএস।	প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী, প্রকল্প কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিখন কেন্দ্র শিক্ষক ও পুল শিক্ষকদের চাকরি ছাড়ার হার কম থাকবে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা থাকবে। স্বাস্থ্য পরীক্ষা সফটওয়্যার ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম

বর্ণনামূলক সারসংক্ষেপ	বস্তুনিষ্ঠভাবে যাচাইযোগ্য সূচক (OVI)	যাচাইকরণের মাধ্যম (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৪. বিশেষায়িত সংস্থা ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার নিয়োগ এবং কার্যকর কার্যসম্পাদন। ৫. জরুরি সময়ে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের জন্য সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার।	৩৩,০০০ টাকা এবং সুপারভাইজারের মাসিক বেতন ৭৫,০০০ টাকা। ১.৩) প্রকল্প মেয়াদ শেষে প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন ১,২০০ জন পুল শিক্ষক নিয়োজিত থাকবে। ২.১) প্রথম বছর থেকে ২৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ রস্ক ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হবে। ২.২) চতুর্থ বছর থেকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে সংযুক্তির মাধ্যমে রস্কুতে আরও দুইজন কর্মকর্তা নিয়োজিত থাকবে। ৩.১) উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ফোকাল পারসন হিসেবে কাজ করবেন এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করবেন। ৩.২) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন ও কার্যকর থাকবে। ৪.১) আইডিএ-এর সহায়তায় কারিগরি সহায়তার জন্য একটি বিশেষায়িত সংস্থা নিয়োজিত থাকবে। ৪.২) চতুর্থ বছর থেকে প্রকল্প কর্তৃক একটি বিশেষায়িত সংস্থা চুক্তিবদ্ধ হবে। ৪.৩) চতুর্থ বছর থেকে শহুরে বস্তি শিক্ষা কর্মসূচি এবং প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থা নিয়োজিত হবে। ৪.৪) চতুর্থ বছর থেকে এসএসিএম ফার্ম নিয়োজিত হবে। ৫.১) প্রয়োজনভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় উপকরণসহ সজ্জিত করা হবে।		সময়মতো সম্পন্ন হবে।
প্রকল্পের ইনপুট			
১. জনবল: ২৩ জন। ২. পরামর্শক: ৬৯৭ জন-মাস এবং ফার্ম। ৩. প্রশিক্ষণ: স্থানীয় প্রশিক্ষণ—২১,৬৩২ জন	১. জনবল: ৯৮০.১৬ ২. পরামর্শক ও ফার্ম: ৫,১২৪.৬৬ ৩. প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা উন্নয়ন: স্থানীয় প্রশিক্ষণ ৩,২৫০.৫৫; বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ৮৬৫.৪১; ওয়ার্কশপ ৯৫৭.৭৪	রস্কু, ফাপাড নিরীক্ষা, আইডিএ, আইএমইডি এবং বিআইডিএস।	দ্বিতীয় সংশোধিত ডিপিপি সময়মতো অনুমোদিত হবে। প্রকল্প জনবল ও পরামর্শক সময়মতো নিয়োগ হবে।

বর্ণনামূলক সারসংক্ষেপ	বস্তুনিষ্ঠভাবে যাচাইযোগ্য সূচক (OVI)	যাচাইকরণের মাধ্যম (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
শিখন কেন্দ্র শিক্ষক, ১,২০০ জন পুল শিক্ষক ও কর্মচারী; বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/স্টাডি ট্যুর/ওয়ার্কশপ/সেমিনার/সভা। ৪. এসিএফের মাধ্যমে পরিচালন অনুদান বিতরণ। ৫. শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ভাতা বিতরণ। ৬. পরিবীক্ষণ/তৃতীয় পক্ষের যাচাই। ৭. ব্যাংকে বিতরণ ফি প্রদান। ৮. কন্টিনজেন্সি/অন্যান্য। ৯. যানবাহন। ১০. আসবাবপত্র। ১১. বই/ম্যানুয়াল ইত্যাদি। ১২. কম্পিউটার/সরঞ্জাম।	৪. পরিচালন অনুদান: ৮৩,৯৪৪.৫১ ৫. শিক্ষা ভাতা: ২৫,১৪৫.৪৭ ৬. পরিবীক্ষণ/যাচাই: ৫,৫৯৪.৬৫ ৭. সোনালী ব্যাংক সার্ভিস চার্জ: ২,২৫৪.৫৬ ৮. অন্যান্য: ২,৯৩৪.৫৪ ৯. যানবাহন: ১০৮.৭১ ১০. আসবাবপত্র: ১৩.৭৪ ১১. বই/ম্যানুয়াল ইত্যাদি: ১১৯.০৯ ১২. কম্পিউটার সরঞ্জাম: ৩৫.০২ **মোট: ১,৩১,৩২৮.৯১**		বিশেষায়িত সংস্থা ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা সময়মতো সম্পৃক্ত হবে। পণ্য সংগ্রহ সময়মতো সম্পন্ন হবে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক পাঠ্যবই সময়মতো সরবরাহ করা হবে।

তথ্যসূত্র: আরডিপিপি (ডিসেম্বর ২০২০)

১.১০ প্রকল্পের এক্সিট প্লান

সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের এক্সিট প্লান তুলে ধরা হলো সারণি: ১.৬-এ:

সারণি: ১.৬ রস্ক-২ প্রকল্পের এক্সিট প্ল্যান

ক্রমিক	উপাদান	২০১৮	২০১৯	২০২০	জুন ২০২১, প্রকল্প সমাপ্তি	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১)	আনন্দ স্কুল, গ্রামীণ ধারা	২০১৪ ব্যাচের ৯৭,১৫১ জন শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সম্পন্ন করবে।	২০১৫ ব্যাচের ৪৪,১৯৯ জন শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সম্পন্ন করবে।	—	—	গ্রামীণ আনন্দ স্কুল ধারার সব শিক্ষার্থী ডিসেম্বর ২০১৯-এর মধ্যে ধাপে ধাপে সমাপ্ত বা ফেজ-আউট হবে।
২)	শহুরে বস্তি শিশু শিক্ষা কর্মসূচি	পাইলট স্কিমের ১,৫০০ জন শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সম্পন্ন করবে।	৮,২০০ জন শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সম্পন্ন করবে।	৩১,৫০০ জন শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সম্পন্ন করবে।	—	২০২০ সালের পরে কোনো শিক্ষার্থী অবশিষ্ট থাকবে না; শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। কোভিড-১৯ ও অন্যান্য রোগ মোকাবিলায় নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিধিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৩)	প্রাক-বৃত্তিমূলক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	১৬,৫০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।	কক্সবাজার ও বান্দরবান পার্বত্য জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় ৯০০ জন উপযুক্ত প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।	কক্সবাজার ও বান্দরবান পার্বত্য জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় ৩,৬০০ জন উপযুক্ত প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।	কক্সবাজার ও বান্দরবান পার্বত্য জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় ৪,০০০ জন উপযুক্ত প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।	প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ উপাদান মার্চ ২০২১-এর মধ্যে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা ছিল। কোভিড-১৯ ও অন্যান্য রোগ মোকাবিলায় নিরাপত্তা ও

ক্রমিক	উপাদান	২০১৮	২০১৯	২০২০	জুন ২০২১, প্রকল্প সমাপ্তি	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
						স্বাস্থ্যবিধিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৪)	বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও মনোসামাজিক জীবনদক্ষতা সহায়তা	২,০০০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।	১,০০,০০০ জন শিক্ষার্থীকে জাতীয় টাস্কফোর্সের নির্দেশনা অনুযায়ী মৌলিক অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা হবে।	৫০,০০০ জন শিক্ষার্থীকে জাতীয় টাস্কফোর্সের নির্দেশনা অনুযায়ী মৌলিক অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা হবে।	মহামারির কারণে স্থগিত থাকা বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক শিশুদের ভর্তি ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পুনরায় শুরু করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।	এ কার্যক্রম ইউনিসেফের মাধ্যমে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা ছিল। এখানে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা প্রাথমিক বা সম্ভাব্য হিসেবে বিবেচ্য। কোভিড-১৯ ও অন্যান্য রোগ মোকাবিলায় নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিধিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৫)	কক্সবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন	—	—	প্রয়োজনভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় উপকরণ/সুবিধা সংযোজন করা হবে।	সংস্কার কাজ, সব দাবি নিষ্পত্তি এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র সম্পন্ন করা হবে।	প্রয়োজনভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ সংস্কার করা হবে এবং ওয়াশ ব্লক উন্নয়ন সম্পন্ন করা হবে। কোভিড-১৯ ও অন্যান্য সংক্রামক রোগ মোকাবিলায় নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিধিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৬)	সরকারি কর্মকর্তা, প্রাথমিক শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি	—	—	কক্সবাজার ও বান্দরবান পার্বত্য জেলার প্রাথমিক শিক্ষা অফিসসমূহ সংস্কার ও প্রয়োজনীয় লজিস্টিক্সসহ সজ্জিত করা হবে। একই সঙ্গে ৯টি	কক্সবাজার ও বান্দরবান পার্বত্য জেলার প্রাথমিক শিক্ষা অফিসসমূহ এবং ৯টি উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস প্রয়োজনীয়	জুন ২০২১-এর মধ্যে এসব অফিস সংস্কার ও সজ্জিত করার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল, যাতে তারা বাস্তুচ্যুত

ক্রমিক	উপাদান	২০১৮	২০১৯	২০২০	জুন ২০২১, প্রকল্প সমাপ্তি	মন্তব্য
(১)	*(২)*	*(৩)*	*(৪)*	*(৫)*	*(৬)*	*(৭)*
				উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সংস্কার ও প্রয়োজনীয় লজিস্টিক্সসহ সজ্জিত করা হবে।	লজিস্টিক্সসহ সজ্জিত করা হবে।	মিয়ানমার নাগরিক পরিস্থিতিজনিত অতিরিক্ত চাপ মোকাবিলা করতে পারেন।
৭)	লজিস্টিক্স, এক্সপোজার ভিজিট ও কারিগরি সহায়তা	—	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন।	প্রকল্প বাস্তবায়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিক্স ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হবে।

তথ্যসূত্র: আরডিপিপি (ডিসেম্বর ২০২০)

১.১১ প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন, প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা

১.১১.১ মধ্যবর্তী মূল্যায়ন (Mid-Term Review) প্রকল্পের মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ ২০১৬ সালে বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে রস্ক-২ প্রকল্পের কৌশলগত মিড-টার্ম রিভিউ (MTR) পরিচালিত হয়। এই মূল্যায়নে গ্রামীণ ও শহুরে বস্তির স্কুল-বহির্ভূত শিশুদের শিক্ষার চাহিদা নিরূপণ করা হয়। এর পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতেই ২০১৬ সালের ২৩ নভেম্বর প্রকল্পের প্রথম সংশোধনীতে আরবান স্লাম ও প্রাক-বৃত্তিমূলক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত হয়। এ সম্পর্কিত পর্যালোচনা প্রতিবেদনের তৃতীয় অধ্যায়ে সংযোজন করা হয়েছে।

১.১১.২ প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (Project Completion Report) রস্ক-২ প্রকল্পের মাঠপর্যায়ের মূল কার্যক্রম ২০২১ সালের জুন মাসে সমাপ্ত হওয়ার পর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক এই প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়। দীর্ঘ প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার পর ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চূড়ান্ত প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) দাখিল করা হয়। এতে প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক ভৌত ও আর্থিক অর্জনের সামগ্রিক হিসাব ও বাস্তবায়নকালীন নানা সীমাবদ্ধতা পর্যালোচনা করা হয়েছে ।

১.১১.৩ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (Feasibility Study) রস্ক-২ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষাটি ২০১৩ সালে প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বে রস্ক-১-এর মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতা, ২০১০ সালের খানা আয় ও ব্যয় জরিপ (HIES) এবং ২০১১ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির হারের ওপর ভিত্তি করে সম্পন্ন হয়। এই সমীক্ষার সুপারিশের ভিত্তিতেই ২০১৩ সালের ২১ জানুয়ারিতে বিকল্প প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে রস্ক-২ প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছিল। রস্ক-২ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পর্কিত পর্যালোচনা প্রতিবেদনের তৃতীয় অধ্যায়ে সংযোজন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের কার্যপদ্ধতি

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান রস্ক-২ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা সফলভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত কার্যপরিধির আলোকে একটি সুনির্দিষ্ট, বিশদ ও অংশগ্রহণমূলক কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করেছে। এ প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমে প্রকল্পের উদ্দেশ্য, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, অর্জিত ফলাফল ও উপকারভোগীদের ওপর প্রকল্পের শিক্ষাগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব নিরূপণের জন্য পরিমাণগত ও গুণগত উভয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

২.১ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার উদ্দেশ্য

আইএমইডি'র মানদণ্ড অনুযায়ী, রস্ক-২ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো প্রকল্পটির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ও উদ্দেশ্য অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করা। বিশেষ করে বিদ্যালয়বহির্ভূত শিশুদের শিক্ষায় পুনঃঅন্তর্ভুক্তি, আর্থ-সামাজিক জীবনমানের উন্নয়ন, কর্মসংস্থানে প্রভাব ও প্রকল্প-পরবর্তী সৃষ্ট সুবিধাদির টেকসইকরণ বা স্থায়িত্ব (Sustainability) নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণ করা। সর্বোপরি, এই নিবিড় পর্যালোচনার ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত সুপারিশমালা প্রণয়ন করাই এর প্রধান লক্ষ্য।

২.২ পরামর্শক/পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR)

ক) প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

খ) প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা, অর্থবছর ভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় এবং সার্বিক ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

গ) ডিপিপি/আরডিপিপি ও লগ ফ্রেমের আলোকে প্রকল্পের নির্ধারিত Input এর বিপরীতে Output, Outcome ও Impact ম্যাট্রিক্স আকারে লিপিবদ্ধ করে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

ঘ) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত ক্রয়সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা [পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ইত্যাদি] এবং প্রকল্প দলিল উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা অনুসরণ/প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তুলনামূলক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

ঙ) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়ে ডিপিপি/আরডিপিপি'র সংস্থান ও সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

চ) প্রকল্পে বর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী কি পরিবর্তন হয়েছে তা বিভিন্ন জাতীয়/স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং বেজলাইন সার্ভের (যদি থাকে) আলোকে তুলনামূলক পর্যালোচনা (প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাবসহ);

ছ) প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপিতে বর্ণিত BCR ও IRR এবং প্রকল্প সমাপ্ত পরবর্তী ৩/৪/৫ বছরের BCR ও IRR নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

জ) প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (Sustainable) হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

ঝ) প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পদ্ধতি, সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই বিষয়ক ও সৃষ্ট সুবিধাদি পরিচালনা ইত্যাদির SWOT Analysis;

ঞ) উল্লিখিত পর্যালোচনার ভিত্তিতে সার্বিক পর্যবেক্ষণ এবং এর আলোকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;

ট) প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি (পণ্য, পূর্ত ও সেবা) পরিচালনার এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

ঠ) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ, প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেছেন। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে বাংলা ও ইংরেজি ভাষা বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষান্তে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন;

ড) প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যথাযথভাবে করা হয়েছে কিনা এবং ডিপিপি/আরডিপিপি'র কাঠামোগত দুর্বলতা বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

ঢ) প্রকল্প চলাকালীন সময়ে আইএমইডি'র পরিদর্শনের ভিত্তিতে প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

ণ) DPP/RDPP অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে PCR দাখিল করেছে কিনা এবং IMED কর্তৃক PCR Evaluation করা হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা;

ত) প্রকল্পের DPP/RDPP তে উল্লিখিত NPV, IRR ও BCR অর্জন সম্ভব হয়েছে কিনা;

থ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী।

২.২.১ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন পদ্ধতি

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার পদ্ধতিসমূহ নিম্নরূপ:

২.২.১.১ গুণগত বিশ্লেষণ (Qualitative)

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন তৈরিতে নিম্নলিখিত উৎস হতে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহপূর্বক গুণগত বিশ্লেষণ সম্পন্ন করা হয়েছে:

i. প্রকল্প দলিলপত্র (ডিপিপি)
ii. প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর)
iii. পিসিআর মূল্যায়ন প্রতিবেদন
iv. মিড-টার্ম রিভিউ
v. ফিজিবিলিটি স্টাডি
vi. নিবিড় সমীক্ষা প্রতিবেদন
vii. বিশেষজ্ঞ মতামত সংক্রান্ত প্রতিবেদন
viii. দলীয় আলোচনা
ix. কেস স্টাডি
x. মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার
xi. স্থানীয় কর্মশালা ও
xii. পরিদর্শন প্রতিবেদন

২.২.১.২ পরিমাণগত বিশ্লেষণ (Quantitative)

পরিমাণগত বিশ্লেষণের জন্য সুবিধাভোগীদের সাক্ষাৎকার (প্রোগ্রাম গ্রুপ) ও সুবিধা বহির্ভূতদের (কন্ট্রোল গ্রুপ) শিক্ষার্থীদের সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

২.২.১.৩ সরাসরি সাক্ষাৎকার সমীক্ষা

পরিমাণগত তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত সরাসরি প্রকল্প সুবিধাভোগী এবং প্রকল্প বহির্ভূত এলাকায় বসবাসরত প্রকল্প সুবিধাবঞ্চিত উত্তরদাতাদের নিকট হতে প্রকল্পের কার্যক্রম ও এর প্রভাব সম্পর্কিত তথ্যাদি সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। এখানে প্রকল্প সুবিধাবঞ্চিত (control group) উত্তরদাতা বলতে প্রকল্প এলাকার বাহিরের সকল উত্তরদাতাকে বুঝায়, যেখানে প্রকল্পের কোন কর্মকান্ড পরিচালিত হয়নি।

২.২.২ প্রকল্পের উপকারভোগীদের তালিকা

এই প্রকল্পটি গ্রামীণ অঞ্চল, শহরের বস্তি এবং জরুরি প্রেক্ষাপটসহ বিভিন্ন স্তরের জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে পরিচালিত হয়েছে।

২.২.২.১ সরাসরি উপকারভোগী (শিক্ষার্থীবৃন্দ)

- বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু (গ্রামীণ): ৬-১৪ বছর বয়সী প্রায় ৬,৮৭,৫৫৬ জন শিশু (লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭,২০,০০০ জন), যারা প্রথাগত বিদ্যালয়ে কখনও ভর্তি হয়নি অথবা ঝরে পড়েছে।
- শহরের বস্তিবাসী শিশু: ১১টি সিটি কর্পোরেশনের বস্তি এলাকায় বসবাসরত প্রায় ৪৯,৪৭৮ জন শিশু।
- জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিক (FDMN): ক্যাম্পে অবস্থানরত প্রায় ১,১১,৪০০ জন শিশু ও কিশোর-কিশোরী, যারা অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং মনোসামাজিক (Psychosocial) সহায়তা লাভ করেছে।
- প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণার্থী: কক্সবাজারের স্থানীয় জনগোষ্ঠীসহ মোট ২৫,০০০ জন যুবক-যুবতী, যারা বিভিন্ন ট্রেড-ভিত্তিক কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।
- মাধ্যমিক পর্যায়ে উত্তরণকারী: রস্ক (ROSC) প্রকল্পের সেই সকল শিক্ষার্থী যারা প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে সহায়তা লাভ করেছে।

২.২.২.২ পরোক্ষ ও প্রাতিষ্ঠানিক উপকারভোগী

- শিক্ষকবৃন্দ: ২০,৯৩৪ জন ব্যক্তি (যাদের ৮০% নারী), যারা পেশাগত প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভ করেছেন।
- কমিউনিটির সদস্যবৃন্দ: কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি (CMC)-তে সম্পৃক্ত মা/অভিভাবক, স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও জনপ্রতিনিধি; উল্লেখ্য যে, কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রধানদের প্রায় ৯০% ছিলেন নারী।
- শিক্ষিত বেকার যুবক: ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর, মনিটরিং অফিসার এবং কমিউনিটি মোবিলাইজার হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রায় ৪০০ জন ব্যক্তি।
- অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক: সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (GPS) থেকে অবসরপ্রাপ্ত ৯২২ জন শিক্ষক, যারা 'পুল টিচার' হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন।

২.৩ এলাকা নির্বাচন

"রিচিং আউট-অব-স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) ফেইজ-২ (৩য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প দেশের ৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলার মধ্যে সর্বমোট ৫১টি জেলার ১৪৮টি উপজেলাতে বিস্তৃত। নমুনা এলাকা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ২০টি জেলার ৬০টি উপজেলাকে নির্বাচিত করা হয়েছে।

চিত্র: ১.১ রস্ক-২ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহের জন্য এলাকা নির্বাচন (২০টি জেলা)

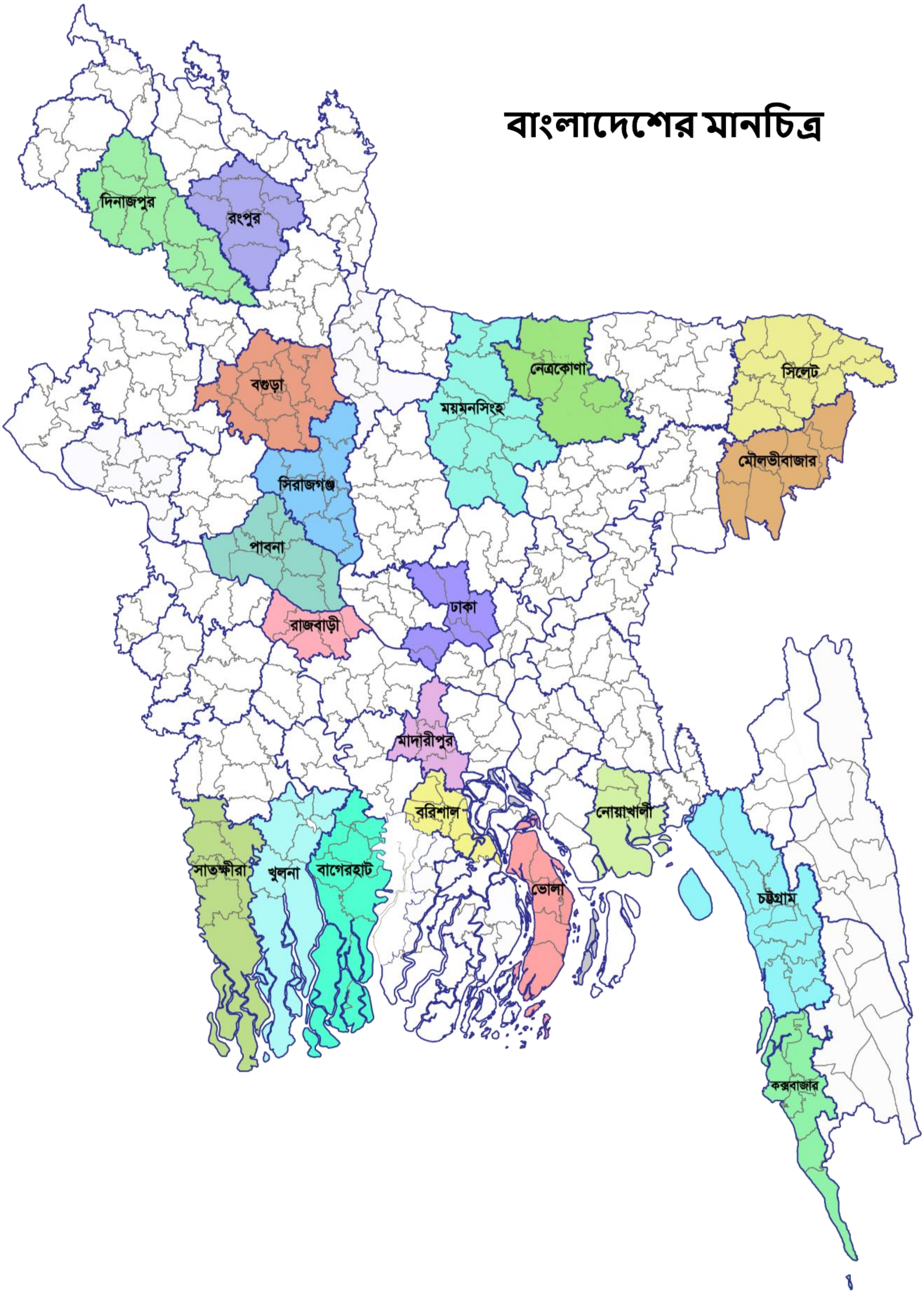

সারণি: ২.১ প্রভাব মূল্যায়নের এলাকা নির্বাচন এবং প্রোগ্রাম গ্রুপ ও কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতা

বিষয়	বিবরণ
প্রশাসনিক পরিধি	বাংলাদেশের সকল ৮টি বিভাগ
জেলা পরিধি	২০টি জেলা (প্রকল্পভুক্ত জেলাসমূহের প্রায় ৩০%)
অন্তর্ভুক্ত বিশেষ এলাকা	ঢাকার বস্তি এলাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা ও বরিশালের বস্তি ও শহরাঞ্চল এবং কক্সবাজার (উখিয়া ও কুতুপালং – বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের প্রেক্ষাপট)
মোট উপজেলা/থানা	৬০টি উপজেলা
উপজেলা/থানা প্রতি উত্তরদাতা	২০ জন উত্তরদাতা
উপজেলা/থানা প্রতি লার্নিং সেন্টার	০৩টি
উত্তরদাতা শিক্ষার্থীর সংখ্যা	উপজেলা/থানা প্রতি ১২ জন শিক্ষার্থী
ছাত্রী (নারী শিক্ষার্থী)	১২ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ন্যূনতম ৪০%
চাকুরিরত রস্ক ফেইজ-১ শিক্ষার্থী	উপজেলা/থানা ভেদে ২-৩ জন শিক্ষার্থী (১২ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে)
শিক্ষক/ফ্যাসিলিটেটর উত্তরদাতা	উপজেলা/থানা প্রতি ০৩ জন (২০ জন উত্তরদাতার মধ্যে)
সিএমসি সদস্য	উপজেলা/থানা প্রতি ০৩ জন (২০ জন উত্তরদাতার মধ্যে)
অভিভাবক, স্থানীয় জনগণ ও জনপ্রতিনিধি	উপজেলা/থানা প্রতি ০২ জন (২০ জন উত্তরদাতার মধ্যে)
নারী শিক্ষক	৩ জন শিক্ষকের মধ্যে ন্যূনতম ৫০%
সর্বমোট উত্তরদাতা	দেশব্যাপী ১,২০০ জন
নমুনায়ন পদ্ধতি	মাঠপর্যায়ে Snowball পদ্ধতি
যৌক্তিকতা (Rationale)	ভৌগোলিক ভারসাম্য, জেন্ডার সমতা, জীবিকা অর্জনের ফলাফল মূল্যায়ন ও বাস্তুচ্যুত-প্রভাবিত এলাকা অন্তর্ভুক্তিকরণ নিশ্চিত করা

২.৪ নমুনা পদ্ধতি ও আকার নির্ধারণ

সমীক্ষা দল, সময় ও বাজেট বিবেচনা করে সমীক্ষার কাজ বস্তুনিষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য নমুনা সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকার জন্য প্রযোজ্য নিম্নে উল্লেখিত পরিসংখ্যানের ফর্মুলাটি (ডানিয়েল, ১৯৯৯)[1] বৃহৎ আকারের পপুলেশন হতে নমুনা সংখ্যা নির্ধারণ করার জন্য উপযোগী:

$$\text{নমুনা সংখ্যা, } n = \frac{Z^2 \times pq}{e^2} \times \textit{Design Effect}$$

[1] *Daniel, W. W. (1999). Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences (7th ed.). New York: John Wiley & Sons.*

এখানে,

n = নমুনা সংখ্যা

Z= নরমাল ভ্যারিয়েট, যার মান ৫% সিগনিফিকেন্ট লেভেল এবং ৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেলে ১.৯৬

p হলো অনুমিত অনুপাত লক্ষ্যমাত্রা, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে অনুমান করা যেতে পারে যে, প্রকল্প এলাকার ৬৫% জনগণ উপকৃত হয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে p = ০.৬৫

q= ১-p = ১-০.৬৫ = ০.৩৫
e= ভুলের সীমারেখা (Margin of Error), যার মান ৫% ধরা হয়েছে. অর্থাৎ e = ০.০৫

ডিজাইন ইফেক্ট = ৩.২৫ [সমীক্ষা এলাকাটি ৫১টি জেলার ১৪৮টি উপজেলায় বিস্তৃত ও তথ্য সংগ্রহের বাস্তব চ্যালেঞ্জসমূহ (ROSC শিক্ষার্থীদের খুঁজে পাওয়া) বিবেচনা করে একটি রক্ষণশীল (Conservative) পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে ৫% ভুলের সীমারেখা (Margin of Error) ও ৩.২৫ ডিজাইন ইফেক্ট ব্যবহার করা হয়েছে। ডিজাইন ইফেক্ট তুলনামূলক বেশি ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্য হলো ভৌগোলিক ভিন্নতা, নমুনার অপর্যাপ্ততা ও সম্ভাব্য ডাটা বায়াস কমিয়ে ফলাফলের নির্ভরযোগ্যতা (Robustness) নিশ্চিত করা।]

$$n = \frac{(১.৯৬)^২ \times ০.৬৫ \times ০.৩৫}{(০.০৫)^২} \times ৩.২৫$$

$$n = \frac{০.৮৭৩৯৬৪}{০.০০২৫} \times ৩.২৫$$

$$n = ১১৩৬.১৫৩২$$

সুতরাং, পূর্ণাঙ্গ নমুনা সংখ্যায় n = ১১৩৬.১৫৩২ ≈ ১১৩৬। তথ্য সংগ্রহের সুবিধার জন্য (Seamless Distribution) মোট প্রোগ্রাম গ্রুপ উত্তরদাতা নির্ধারণ করা হয়েছে ১২০০। প্রকল্পটি ৫১টি জেলার মোট ১৪৮টি উপজেলা, ১১টি সিটি কর্পোরেশনে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং সুবিধাভোগীগণ একই শ্রেণীভুক্ত বিধায় উপরোক্ত নির্বাচিত নমুনা সংখ্যা প্রকল্প এলাকার মোট ১২০০ জন সুবিধাভোগী অত্র জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্বশীল।

২.৪.১ নমুনা বন্টন

প্রকল্প সুবিধাভোগী তথা প্রোগ্রাম/টার্গেট গ্রুপ (Program Group) ও কন্ট্রোল গ্রুপ (Control Group) উত্তরদাতাদের নমুনা নির্বাচন ও বিতরণের সার-সংক্ষেপ সারণি: ২.২ এ প্রদত্ত হলো:

সারণি: ২.২ সুবিধাভোগী (প্রোগ্রাম গ্রুপ) ও সুবিধা-বহির্ভূত (কন্ট্রোল গ্রুপ) এর উত্তরদাতার সংখ্যা নির্বাচন ও বিতরণ

বিভাগ	জেলা	উপজেলা/থানা	এলাকার ধরন	এলএস সংখ্যা	নমুনা উত্তরদাতার ধরন				মোট সুবিধাভোগী উত্তরদাতার সংখ্যা	কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতা (২৫%) (এলএস বহির্ভূত এলাকা)	মোট উত্তরদাতার সংখ্যা
					প্রাক্তন এলএস শিক্ষার্থী	এলএস শিক্ষক	সিএমসি সদস্য	অভিভাবক /স্থানীয় জনগণ/ জনপ্রতিনিধি			
(১)	(২)	(৩)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)
ঢাকা	রাজবাড়ী	গোয়ালন্দ	নদী ভাঙন	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
	ঢাকা (সিটি কর্পোরেশন)	ডেমরা	শহুরে/বস্তি	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
		মোহাম্মদপুর	শহুরে/বস্তি	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
		গুলশান	শহুরে/বস্তি	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
		মিরপুর	শহুরে/বস্তি	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
		উত্তরা	শহুরে/বস্তি	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
		যাত্রাবাড়ি	শহুরে/বস্তি	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
		রামপুরা	শহুরে/বস্তি	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
	মাদারীপুর	রাজর	নদী ভাঙন	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম (সিটি কর্পোরেশন)	কোতোয়ালী সদর	পাহাড়ি	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
		মুরাদপুর	শহুরে/বস্তি	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
		পাঁচলাইশ	শহুরে/বস্তি	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
		ফটিকছড়ি	পাহাড়ি	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
		হালিশহর সদর	উপকূলীয়/চর	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
	কক্সবাজার	উখিয়া	পাহাড়ি	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
		টেকনাফ	উপকূলীয়/চর	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
		পেকুয়া	উপকূলীয়/চর	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
	নোয়াখালী	হাতিয়া	উপকূলীয়/চর	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
		সুবর্ণচর	উপকূলীয়/চর	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
		কবিরহাট	উপকূলীয়/চর	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
রাজশাহী	বগুড়া	শিবগঞ্জ	সমতলভূমি	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
		সারিয়াকান্দি	নদী ভাঙন	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
	পাবনা	বেড়া	নদী ভাঙন	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০

বিভাগ	জেলা	উপজেলা/থানা	এলাকার ধরন	এলএস সংখ্যা	নমুনা উত্তরদাতার ধরন				মোট সুবিধাভোগী উত্তরদাতার সংখ্যা	কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতা (২৫%) (এলএস বহির্ভূত এলাকা)	মোট উত্তরদাতার সংখ্যা
					প্রাক্তন এলএস শিক্ষার্থী	এলএস শিক্ষক	সিএমসি সদস্য	অভিভাবক /স্থানীয় জনগণ/ জনপ্রতিনিধি			
(১)	*(২)*	*(৩)*	*(৬)*	*(৭)*	*(৮)*	*(৯)*	*(১০)*	*(১১)*	*(১২)*	*(১৩)*	*(১৪)*
		সুজানগর	সমতলভূমি	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
	সিরাজগঞ্জ	চৌহালী	নদী ভাঙন	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
		উল্লাপাড়া	হাওড়/বিল	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
		শাহজাদপুর	নদী ভাঙন	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
খুলনা	সাতক্ষীরা	শ্যামনগর	উপকূলীয়/চর	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
	খুলনা (সিটি কর্পোরেশন)	খালিশপুর (থানা)	শহুরে/বস্তি	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
		দৌলতপুর (থানা)	শহুরে/বস্তি	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
		হরিণটানা (থানা)	শহুরে/বস্তি	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
	বাগেরহাট	শরণখোলা	উপকূলীয়/চর	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
রংপুর	দিনাজপুর	পার্বতীপুর	সমতলভূমি	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
		ঘোড়াহাট	সমতলভূমি	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
		কাহারোল	সমতলভূমি	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
		বিরামপুর	সমতলভূমি	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
	রংপুর	তারাগঞ্জ	সমতলভূমি	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
		গঙ্গাচড়া	সমতলভূমি	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
		বদরগঞ্জ	সমতলভূমি	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
সিলেট	সিলেট	বালাগঞ্জ	হাওড়/বিল	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
		সিলেট সিটি কর্প.	শহুরে/বস্তি	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
		কোম্পানীগঞ্জ	হাওড়/বিল	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
	মৌলভীবাজার	কমলগঞ্জ	হাওড়/বিল	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
		শ্রীমঙ্গল	পাহাড়ি	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
বরিশাল	বরিশাল (সিটি কর্পোরেশন)	হিজলা	নদী ভাঙন	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
		মেহেন্দিগঞ্জ	নদী ভাঙন	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
		বরিশাল সদর-১	শহুরে/বস্তি	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০

বিভাগ	জেলা	উপজেলা/থানা	এলাকার ধরন	এলএস সংখ্যা	নমুনা উত্তরদাতার ধরন				মোট সুবিধাভোগী উত্তরদাতার সংখ্যা	কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতা (২৫%) (এলএস বহির্ভূত এলাকা)	মোট উত্তরদাতার সংখ্যা
					প্রাক্তন এলএস শিক্ষার্থী	এলএস শিক্ষক	সিএমসি সদস্য	অভিভাবক /স্থানীয় জনগণ/ জনপ্রতিনিধি			
(১)	*(২)*	*(৩)*	*(৬)*	*(৭)*	*(৮)*	*(৯)*	*(১০)*	*(১১)*	*(১২)*	*(১৩)*	*(১৪)*
		বরিশাল সদর-১	শহুরে/বস্তি	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
	ভোলা	লালমোহন	উপকূলীয়/চর	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
		দৌলতখান	উপকূলীয়/চর	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
		তজুমদ্দিন	উপকূলীয়/চর	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
		বুরহানউদ্দিন	উপকূলীয়/চর	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	ফুলপুর	হাওড়/বিল	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
		মুক্তাগাছা	সমতলভূমি	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
		গৌরিপুর	শহুরে/বস্তি	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
	নেত্রকোণা	মদন	নদী ভাঙন	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
		মোহনগঞ্জ	নদী ভাঙন	৩	১২	৩	৩	২	২০	৫	৩০
মোট = ০৮	**জেলা = ২০**	**উপজেলা/থানা = ৬০**	**-**	**১৮০**	**৭২০**	**১৮০**	**১৮০**	**১২০**	**১২০০**	**৩০০**	**১৫০০**

২.৪.২ নমুনা সংখ্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সারণি: ২.৩ সংক্ষেপে উত্তরদাতার সংখ্যা ও ধরন

ক্রমিক নং	প্রধান কার্যক্রম	উত্তরদাতা/ অংশগ্রহণকারী	নমুনা সংখ্যা	উত্তরদাতার ধরন
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
পরিমাণগত তথ্য				
১.০	**সুবিধাভোগীর সাক্ষাৎকার**	প্রোগ্রাম গ্রুপ (উপকারভোগী)	১২০০	প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, শিক্ষক, সেন্টার কমিটির সদস্য, অভিভাবক/ স্থানীয় লোকজন ও জনপ্রতিনিধি
	সুবিধা-বহির্ভূত উত্তরদাতার সাক্ষাৎকার	কন্ট্রোল গ্রুপ (সুবিধা-বহির্ভূত)	৩০০	প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, শিক্ষক, সেন্টার কমিটির সদস্য, অভিভাবক/ স্থানীয় লোকজন ও জনপ্রতিনিধি
		মোট	**১৫০০**	
গুণগত তথ্য				
২.০	**ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD)**	প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও অভিভাবক/স্থানীয় জনগণ	২০	প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, এলসি শিক্ষক, সেন্টার কমিটির সদস্য, অভিভাবক/ স্থানীয় লোকজন ও জনপ্রতিনিধি
		মোট	**(২০×১০) =২০০**	
৩.০	**মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার (KII)**	১. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	০৫	প্রকল্প পরিচালক (০১), প্রকল্প সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও ডিপিই প্রতিনিধি (৪)
		২. জেলা ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস	৮০	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (২০), উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা/সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (৬০)
		৩. এনজিও ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	২০	জেলা পর্যায়ে যে সকল এনজিও এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট রস্ক প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত ছিল এমন প্রতিনিধি
		মোট	**১০৫**	
৪.০	**কেস স্টাডি**	প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, শিক্ষক, সিএমসি সদস্য ও এনজিও	১০	প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীবৃন্দ (সাফল্য সংক্রান্ত কেস স্টাডি), শিক্ষক, সিএমসি ও এনজিও (প্রসেস সংক্রান্ত কেস স্টাডি)
৫.০	**স্থানীয় কর্মশালা**	স্টেকহোল্ডারগণ ও সুবিধাভোগী	০১	প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, শিক্ষক, সেন্টার কমিটির সদস্য, অভিভাবক/ স্থানীয় লোকজন ও জনপ্রতিনিধি

২.৫ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার তিন ধরনের উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে যা নিম্নে দেওয়া হলো:

২.৫.১ সেকেন্ডারি ডকুমেন্ট পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

- সেকেন্ডারি ডকুমেন্ট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরামর্শকগণ বাস্তবায়নকারী সংস্থার সাথে যেমন ডিপিই, আইএমইডি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের এবং বিভিন্ন কর্মকর্তার সহযোগিতার মাধ্যমে এসকল কার্য সম্পাদন করেছেন।
- পরামর্শকগণ প্রকল্পের বাস্তবিক ও আর্থিক অর্জনসমূহ পর্যালোচনা করেছেন। বাস্তবায়িত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি যেমনঃ

  ক) বছর অনুযায়ী প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের মূল ও প্রকৃত খরচের তুলনা
  খ) অঙ্গ অনুযায়ী বাস্তবায়িত প্রকল্পের ব্যয়
  গ) কার্য সম্পাদন ব্যয়
  ঘ) অতিরিক্ত ব্যয় হয়ে থাকলে তার ব্যাখ্যা

- প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের উন্নয়ন পর্যালোচনা করা।
- পণ্য ও সেবা ক্রয় প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করা।
- ক্রয় সংক্রান্ত সবচেয়ে ভাল দিকগুলো অনুসরণ করা।

২.৫.২ মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ

- পরামর্শক বাস্তবায়িত প্রকল্পের বিভিন্ন কম্পোনেন্ট পরিদর্শন করেছেন।
- মাঠ পর্যায়ের কাজের পর্যালোচনা এবং কার্যকারিতা মূল্যায়ন করেছেন।
- মাঠ পরিদর্শনের সময় পরামর্শক আইএমইডি কর্মকর্তাবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানাবে। যৌথভাবে মাঠ পরিদর্শন করলে মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো উঠে আসবে, যা পরবর্তী পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়তা করেছেন।
- মাঠ পরিদর্শনের সময় বাংলাদেশ ডিপিই-এর মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

২.৫.৩ প্রকল্পের সুবিধাভোগী ও কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতাদের সাক্ষাৎকার

- সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহকারী প্রকল্পের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে উত্তরদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন।
- তথ্য সংগ্রহকারী নির্দিষ্ট এলাকায় সুবিধাভোগী/কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতাদের কাছে তার পরিচয় প্রদান করেছেন এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলো বর্ণনা করে প্রশ্নাবলিতে উল্লেখিত ধারাবাহিকতা বজায় রেখে প্রশ্ন করেছেন ও প্রশ্নাবলি পূরণ করেছেন।
- তথ্য সংগ্রহকারী প্রথম উত্তরদাতার কাছে তথ্য সংগ্রহ করা হলে সে পরবর্তী তথ্য সংগ্রহের জন্য অন্য উত্তরদাতার কাছে গিয়েছেন।
- তথ্য সংগ্রহকারী উত্তরদাতার নিকট হতে সন্তোষজনক তথ্য পেলে সেগুলো সংরক্ষণ করেছেন।
- পরিশেষে, তথ্য সংগ্রহকারীরা প্রশ্নাবলি ভালভাবে পূরণ করেছেন যাতে প্রশ্নের মধ্যে কোন উত্তর গরমিল না থাকে।
- পূরণকৃত প্রশ্নাবলি মাঠ পরিদর্শক (ফিল্ড সুপারভাইজার) কর্তৃক যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক প্রকল্প সুবিধাভোগী ও কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতার জন্য আলাদাভাবে সংশ্লিষ্ট পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের অফিসে জমা দেয়ার জন্য সংরক্ষণ করেছেন।

২.৫.৪ দলভিত্তিক আলোচনা (এফজিডি)

- নির্বাচিত এলাকায় এমন একটি জায়গায় ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন সভা করা হয়েছে, যা অংশগ্রহণকারীদের জন্য সুবিধাজনক এবং মুক্তভাবে কথা বলার উপযুক্ত পরিবেশ প্রদান করে। ফোকাস দলের সভা একজন সঞ্চালক বা সমন্বয়কারী দ্বারা পরিচালিত হয়েছে এবং যিনি প্রকল্প সম্পর্কিত বিষয়ের উপরে মুক্তভাবে কথা বলার জন্য সভায় অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহিত করেছেন।
- এফজিডি গাইডলাইন অনুযায়ী ফোকাস দলের সভা পরিচালিত করা হয়েছে এবং গাইডলাইনে উল্লিখিত সূচক/বিষয় অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে।
- প্রভাব মূল্যায়ন দলের সদস্য অথবা সমন্বয়কারী আলোচনা অনুষ্ঠান হতে প্রাপ্ত মূল তথ্যসমূহ নোট বুকে রেকর্ড করেছেন।

২.৬ স্থানীয় কর্মশালা

স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালাটির স্থান নির্ধারণের জন্য প্রকল্প এলাকার উপর স্টাডি করে বিভিন্ন নির্দেশক যেমন—প্রকল্প এলাকার Vulnerability, প্রকল্পের কাজের পরিধি অথবা সুবিধাভোগীদের সংখ্যা বেশি প্রভৃতি বিষয় বিবেচনাপূর্বক ময়মনসিংহকে কর্মশালার স্থান হিসেবে নির্বাচন করা হয়। আইএমইডি-এর কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে কর্মশালার এই স্থানটি চূড়ান্তকরণ করা হয়। উক্ত কর্মশালায় স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী সব ধরনের সুবিধাভোগী জনগণ (মহিলা ও পুরুষ) এবং সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

২.৭ তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা

সুবিধাভোগী প্রোগ্রাম গ্রুপ ১২০০ ও কন্টোলগ্রুপ ৩০০ নমুনা-সহ মোট ১৫০০ জনের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম ০৮ দিনের মধ্যে সম্পাদন করার নিমিত্ত ১৬ জন তথ্যসংগ্রহকারী এবং ৩ জন ফিল্ড সুপারভাইজার নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহকারীদের এক (১) দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যেখানে প্রকল্পের উদ্দেশ্য, তথ্য সংগ্রহের প্রশ্নাবলি/গাইডলাইন/চেকলিষ্ট সম্পর্কে ও প্রকল্প এলাকা হতে তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া তথ্য সংগ্রহকারীদের নিজেদের দ্বারা প্রশ্নাবলি পরীক্ষা করা হয়েছে এবং রি-ফ্রেসমেন্ট ও প্রশ্নাবলির প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে। পরামর্শক ও সমীক্ষা পরিচালনারকারী প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ তথ্য সংগ্রহকারীদের নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন। আইএমইডি কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেছেন।

২.৮ তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিদর্শন ও তদারকি

- সুপারভাইজারগণ মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষা কাজের সামগ্রিক বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁরা মাঠপর্যায়ে প্রতিটি মাঠকর্মী বা তথ্য সংগ্রহকারীর তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম তদারকি করেছেন।
- পরামর্শকগণ প্রকল্পের বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে তথ্য সংগ্রহকারী ও সুপারভাইজারদের কাজ তদারকি করেছেন।
- পরামর্শক ও মাঠ কর্মকর্তা ছাড়াও আইএমইডি এর পক্ষ হতে তথ্য সংগ্রহের কাজ তদারকি করা হয়েছে যাতে তথ্যের গুণগত মান নিশ্চিত থাকে।
- পরামর্শকগণও এফজিডি-তে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম তদারকি করেছেন।

২.৯ তথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াকরণ

গুণগত ফলাফল ও সঠিক বিশ্লেষণের জন্য পূরণকৃত প্রশ্নাবলি খসড়া উপাত্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য কোবো টুলবক্স (KoboToolbox) ব্যবহার করা হয়েছে।

মূল্যায়ন সমীক্ষার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে ও সমীক্ষার জন্য নির্ধারিত সমস্ত সূচক/ভেরিয়েবল অনুযায়ী ফ্রিকোয়েন্সি সারণি এবং ক্রস সারণি তৈরি করা হয়েছে।

২.১০ তথ্য বিশ্লেষণ

মাঠপর্যায় থেকে সমীক্ষার মাধ্যমে সংগ্রহ করা উপাত্ত সামষ্টিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যগুলোকে প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কিনা তা হাইপোথিসিস ও Statistical Analysis- এর মাধ্যমে নির্ধারণপূর্বক প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রাথমিক উপাত্ত সারণি সমস্ত প্রধান সূচকের জন্য তৈরি করা হয়েছে। পাশাপাশি, সেকেন্ডারি বিশ্লেষণের তথ্য ও প্রাথমিক বিশ্লেষণের উপাত্তের সাথে তুলনাপূর্বক বিস্তারিত সারণি, বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২.১১ SWOT অ্যানালাইসিস

প্রকল্পের সবল (Strengths), দুর্বল (Weaknesses), সুযোগ (Opportunities) ও ঝুঁকি (Threats) নিয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রতিবেদনে বিশ্লেষণপূর্বক তুলে ধরা হয়েছে।

২.১২ প্রতিবেদন প্রণয়ন

প্রতিবেদন তৈরিতে মান সম্পন্ন ফরম্যাট (বিন্যাস) ব্যবহার করা হয়েছে যাতে করে সমীক্ষার সমস্ত ফলাফল সহজেই বর্ণনা করা যায়। পরামর্শকগণ প্রতিবেদন তৈরির বিভিন্ন পর্যায়ে কাজের অগ্রগতি ও ফলাফল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেছেন। আইএমইডি কর্তৃক গঠিত টেকনিক্যাল কমিটি ও পর্যালোচনা কমিটির সিদ্ধান্ত এবং জাতীয় কর্মশালা হতে প্রাপ্ত সুপারিশের আলোকে প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

২.১৩ সময়ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা

০১/০২/২০২৬ তারিখে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ১২০ দিনের মধ্যে তথা ৩১/০৫/২০২৬ তারিখের মধ্যে সমীক্ষা কার্যক্রম সমাপ্তের লক্ষ্যে একটি সময়ভিত্তক কর্ম-পরিকল্পনা নিম্নে দেওয়া হলো:

সারণি: ২.৪ সময়ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা

ক্রম	কাজের বিবরণ	তারিখ	কার্যক্রমের সময় মাস ভিত্তিক (২০২৬)															
			ফেব্রুয়ারি ২০২৬				মার্চ ২০২৬				এপ্রিল ২০২৬				মে ২০২৬			
			সপ্তাহ ১	সপ্তাহ ২	সপ্তাহ ৩	সপ্তাহ ৪	সপ্তাহ ১	সপ্তাহ ২	সপ্তাহ ৩	সপ্তাহ ৪	সপ্তাহ ১	সপ্তাহ ২	সপ্তাহ ৩	সপ্তাহ ৪	সপ্তাহ ১	সপ্তাহ ২	সপ্তাহ ৩	সপ্তাহ ৪
১	চুক্তিপত্র	০১/০২/২০২৬																
২	আইএমইডি-র সঙ্গে সূচনা সভা	০১/০২/২০২৬																
৩	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট দলিলাদি সংগ্রহ ও পর্যালোচনা	০৩/০২/২০২৬																
৪	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে সূচনা সভা	০৭/০২/২০২৬																
৫	নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য কর্মপদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ, কর্মপরিকল্পনা ও প্রশ্নপত্র প্রস্তুতকরণ	০৯/০২/২০২৬																
৬	কর্ম পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ, কর্ম পরিকল্পনা ও প্রশ্নপত্র প্রস্তুতকরণ খসড়া প্রারম্ভিক প্রতিবেদন দাখিল	২৫/০২/২০২৬																
৭	প্রারম্ভিক প্রতিবেদনের উপর টেকনিক্যাল কমিটির সভা	০১/০৩/২০২৬																
৮	টেকনিক্যাল কমিটির সভা থেকে প্রাপ্ত মতামত সংযোজন	০৩/০৩/২০২৬																
৯	প্রারম্ভিক প্রতিবেদনের উপর স্টিয়ারিং কমিটির সভা	০৭/০৩/২০২৬																
১০	চূড়ান্ত প্রারম্ভিক প্রতিবেদন দাখিল	১০/০৩/২০২৬																
১১	তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ	১২/০৩/২০২৬																
১২	তথ্য সংগ্রহকারীদের মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ	২৩/০৩/২০২৬																
১৩	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং উপকারভোগীদের তালিকা এবং যোগাযোগের তথ্য সংগ্রহ	২৪/০৩/২০২৬-০৪/০৪/২০২৬																
১৪	মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ ও সরেজমিনে পরিদর্শন	২৪/০৩/২০২৬-০৫/০৪/২০২৬																
১৫	প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাগণের সাথে সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ	২৮/০৩/২০২৬-০৭/০৪/২০২৬																

ক্রম	কাজের বিবরণ	তারিখ	কার্যক্রমের সময় মাস ভিত্তিক (২০২৬)															
			ফেব্রুয়ারি ২০২৬				মার্চ ২০২৬				এপ্রিল ২০২৬				মে ২০২৬			
			সপ্তাহ ১	সপ্তাহ ২	সপ্তাহ ৩	সপ্তাহ ৪	সপ্তাহ ১	সপ্তাহ ২	সপ্তাহ ৩	সপ্তাহ ৪	সপ্তাহ ১	সপ্তাহ ২	সপ্তাহ ৩	সপ্তাহ ৪	সপ্তাহ ১	সপ্তাহ ২	সপ্তাহ ৩	সপ্তাহ ৪
১৬	সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে প্রকল্পের যন্ত্রপাতি পর্যবেক্ষণ চেকলিষ্ট পূরণ করা	২৮/০৩/২০২৬-০৭/০৪/২০২৬																
১৭	ফোকাস গ্রুপ আলোচনা	২৮/০৩/২০২৬-০৭/০৪/২০২৬																
১৮	তথ্য উপাত্ত কোডিং, এন্ট্রিকরণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ	২৮/০৩/২০২৬-০৭/০৪/২০২৬																
১৯	স্থানীয় কর্মশালা আয়োজন	০৮/০৪/২০২৬																
২০	১ম খসড়া প্রতিবেদন দাখিল	২৭/০৪/২০২৬																
২১	১ম খসড়া প্রতিবেদনের উপর টেকনিক্যাল কমিটির সভা	০৩/০৫/২০২৬																
২২	টেকনিক্যাল কমিটির সভা থেকে প্রাপ্ত মতামত সংযোজন	০৫/০৫/২০২৬																
২৩	১ম খসড়া প্রতিবেদনের উপর স্টিয়ারিং কমিটির সভা	০৬/০৫/২০২৬																
২৪	২য় খসড়া প্রতিবেদন দাখিল	১০/০৫/২০২৬																
২৫	প্রতিবেদনের উপর জাতীয় কর্মশালা আয়োজন	১৪/০৫/২০২৬																
২৬	কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত মন্তব্য খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনে সংযোজন ও দাখিল	২০/০৫/২০২৬																
২৭	খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনের উপর টেকনিক্যাল কমিটির সভা	২৫/০৫/২০২৬																
২৮	চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল	৩১/০৫/২০২৬																

তৃতীয় অধ্যায়
ফলাফল পর্যালোচনা

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত *“রিচিং আউট-অব-স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) ফেইজ-২ (৩য় সংশোধিত)”* শীর্ষক প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমসমূহ মূল্যায়ন করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক সামগ্রিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি, বাস্তব ও আর্থিক অর্জন, সময় ও ব্যয় ব্যবস্থাপনা, সংশোধনের যৌক্তিকতা ও মাঠপর্যায়ে উপকারভোগী, শিক্ষক, অভিভাবক, স্থানীয় অংশীজন ও বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাদের নিকট থেকে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে প্রকল্পের শিক্ষাগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব, বাস্তবায়নকালীন সীমাবদ্ধতা এবং প্রকল্প-পরবর্তী টেকসইকরণ চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৩.১ প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি

রস্ক-২ প্রকল্পের বাস্তবায়নের শুরু থেকে এর সার্বিক অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য হলেও সময়, ব্যয় ও কার্যপরিধির ক্ষেত্রে একাধিকবার সংশোধনের প্রয়োজন দেখা যায়। প্রকল্পের মূল অনুমোদিত ব্যয় ছিল ১,১৪,০২৫.৭৬ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে সরকারি অর্থায়ন বা জিওবি অংশ ছিল ৫,৮০৮.৫৩ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য অংশ ছিল ১,০৮,২১৭.২৩ লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে বিভিন্ন সংশোধনের মাধ্যমে প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে ৩য় সংশোধিত ডিপিপিতে ১,৩১,৩২৮.৯১ লক্ষ টাকা নির্ধারিত হয়। এর মধ্যে জিওবি অংশ অপরিবর্তিত থেকে ৫,৮০৮.৫৩ লক্ষ টাকা থাকলেও প্রকল্প সাহায্য অংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১,২৫,৫২০.৩৮ লক্ষ টাকা হয়। প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ১,২৫,০৩৪.২৪ লক্ষ টাকা; অর্থাৎ সর্বশেষ সংশোধিত বরাদ্দের তুলনায় প্রকল্পে সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় হয়নি, তবে মূল অনুমোদিত ব্যয়ের তুলনায় প্রকৃত ব্যয় বেশি হয়েছে।

প্রকল্পের মূল বাস্তবায়ন মেয়াদ ছিল জানুয়ারি ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত। পরবর্তীতে প্রকল্পের কার্যপরিধি সম্প্রসারণ, শহুরে বস্তি শিশু শিক্ষা কর্মসূচি, প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক শিশুদের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা সহায়তা, কক্সবাজার ও বান্দরবান অঞ্চলে ওয়াশ সুবিধা উন্নয়ন এবং কোভিড-১৯ মহামারির অভিঘাত মোকাবিলার কারণে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করে জুন ২০২১ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। ফলে মূল অনুমোদিত মেয়াদের তুলনায় প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রায় ৩৭.৫০% অতিরিক্ত সময় প্রয়োজন হয়েছে।

৩.১.১ প্রকল্পের অনুমোদন ও বাস্তবায়ন পর্যালোচনা

রস্ক-২ প্রকল্পের অনুমোদন ও বাস্তবায়নের কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রকল্পের প্রাথমিক পরিকল্পনা ও চূড়ান্ত বাস্তবায়নের মধ্যে ব্যয়, সময় ও কার্যপরিধির দিক থেকে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। প্রকল্পটি শুরুতে মূলত গ্রামীণ দরিদ্র, ঝরে পড়া ও বিদ্যালয়বহির্ভূত শিশুদের জন্য দ্বিতীয় সুযোগভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে গৃহীত হলেও পরবর্তী সময়ে এর কার্যপরিধি সম্প্রসারিত হয়ে শহুরে বস্তি শিশু শিক্ষা, প্রাক-বৃত্তিমূলক দক্ষতা উন্নয়ন, কক্সবাজারের সংকটপ্রভাবিত স্থানীয় জনগোষ্ঠী, বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক শিশু-কিশোরদের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং কোভিড-১৯-পরবর্তী স্বাস্থ্যবিধি সহায়তা কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করে।

প্রকল্পের মূল অনুমোদিত ব্যয় ছিল ১,১৪,০২৫.৭৬ লক্ষ টাকা, যা ৩য় সংশোধিত ডিপিপিতে বৃদ্ধি পেয়ে ১,৩১,৩২৮.৯১ লক্ষ টাকা হয়। অর্থাৎ মূল অনুমোদিত ব্যয়ের তুলনায় সংশোধিত ব্যয় বৃদ্ধি পায় ১৭,৩০৩.১৫ লক্ষ টাকা। তবে লক্ষণীয় যে, ব্যয় বৃদ্ধির সম্পূর্ণ অংশ প্রকল্প সাহায্য খাতে হয়েছে; জিওবি অংশ ৫,৮০৮.৫৩ লক্ষ টাকা অপরিবর্তিত ছিল। এ থেকে বোঝা যায়, প্রকল্পের অর্থায়ন কাঠামো প্রধানত বৈদেশিক সহায়তানির্ভর ছিল এবং অতিরিক্ত কার্যক্রম সংযোজনের ক্ষেত্রে প্রকল্প সাহায্যই প্রধান ভূমিকা পালন করেছে।

প্রকল্পের মেয়াদও একাধিকবার বৃদ্ধি করা হয়। মূল ডিপিপিতে বাস্তবায়নকাল ছিল জানুয়ারি ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৭। পরবর্তীতে সংশোধনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন ২০২১ পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়। সময় বৃদ্ধির পেছনে কয়েকটি

কারণ প্রাসঙ্গিক: প্রথমত, প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রাথমিক পর্যায়ে শিখন কেন্দ্র স্থাপন, উপকারভোগী নির্বাচন, শিক্ষক নিয়োগ ও কমিউনিটি ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রতিষ্ঠায় সময় প্রয়োজন হয়; দ্বিতীয়ত, শহুরে বস্তি শিশু শিক্ষা কর্মসূচি ও প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মতো নতুন উপাদান যুক্ত হয়; তৃতীয়ত, কক্সবাজারে বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক ও সংকটপ্রভাবিত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ শিক্ষা ও দক্ষতা সহায়তা কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়; এবং চতুর্থত, কোভিড-১৯ মহামারি প্রকল্পের চলমান শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও মনিটরিং কার্যক্রমে বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটের সঙ্গে অভিযোজিত হওয়ার চেষ্টা করেছে। বিশেষ করে শহুরে বস্তি শিশু, সংকটপ্রভাবিত কক্সবাজার অঞ্চল এবং এফডিএমএন শিশুদের অন্তর্ভুক্তি প্রকল্পের সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা বাড়িয়েছে। তবে বারবার সংশোধন ও সময় বৃদ্ধি থেকে অনুমান করা যায় যে, প্রকল্পের মূল পরিকল্পনায় সম্ভাব্য ঝুঁকি, ভৌগোলিক সম্প্রসারণ, নতুন লক্ষ্যগোষ্ঠী, মানবিক সংকট ও মহামারি পরিস্থিতি যথেষ্টভাবে পূর্বানুমান করা হয়নি। ফলে বাস্তবায়ন পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যপরিধি ও সময়সূচি পুনঃসমন্বয়ের প্রয়োজন হয়েছে।

রস্ক-২ প্রকল্পে মার্কিন ডলারের বিনিময় হার বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও দেশীয় মুদ্রায় (টাকায়) মোট বরাদ্দ হ্রাসের প্রধান কারণ ছিল এসডিআর (SDR) ও ডলারের মূল্যের ওঠানামাজনিত আর্থিক ঘাটতি, যার ফলে শেষ পর্যায়ে এসে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে পরিকল্পিত ১৬৯টি লার্নিং সেন্টার স্থাপন করা সম্ভব হয়নি এবং কিছু বিশেষায়িত কার্যক্রম সংকুচিত হয়ে পড়ে। এছাড়া কোভিড-১৯ মহামারির দীর্ঘায়িত লকডাউনের কারণে মাঠপর্যায়ের অপারেশন ও মনিটরিং ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। বাস্তব পরিস্থিতির কারণে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম কেন্দ্র চালিত হওয়ায় এবং কিছু লজিস্টিক উপাদান বাস্তবায়িত না হওয়ায় প্রায় ১.৭৭ মিলিয়ন ডলারের অব্যবহৃত অনুদান উন্নয়ন সহযোগীকে ফেরত দিতে হয়। ফলশ্রুতিতে, আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারের অবমূল্যায়নজনিত ক্ষতি সত্ত্বেও প্রকৃত মাঠপর্যায়ের কার্যক্রমের সংকোচন ও বরাদ্দকৃত বৈদেশিক তহবিল সম্পূর্ণ অবমুক্ত বা ব্যয় না হওয়ার যৌথ প্রভাবেই দেশীয় মুদ্রায় সামগ্রিক ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

৩.১.২ সংশোধন, ব্যয় বৃদ্ধি ও সময় বৃদ্ধির বিশ্লেষণ

ব্যয় ও সময়ের পরিবর্তন রস্ক-২ প্রকল্প বাস্তবায়নের একটি অন্যতম প্রধান পর্যবেক্ষণযোগ্য বিষয়। মূল অনুমোদিত মোট বরাদ্দের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় ১,২৫,০৩৪.২৪ লক্ষ টাকা হওয়ায় এটি স্পষ্ট যে অতিরিক্ত কার্যক্রমের কারণে ব্যয় বৃদ্ধি অপরিহার্য ছিল ।

ব্যয় কাঠামো পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্পের সিংহভাগ ব্যয় ছিল রাজস্ব খাতে—বিশেষ করে শিক্ষা অনুদান, শিক্ষা ভাতা, স্থানীয় প্রশিক্ষণ, মনিটরিং, পরামর্শক সেবা ও শিখন কেন্দ্র পরিচালনা-সংক্রান্ত কার্যক্রমে। সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী রাজস্ব খাতে অনুমোদিত ১,৩১,০৫২.৩৫ লক্ষ টাকার বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ১,২৪,৭৫৭.৭১ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে মূলধন খাতে অনুমোদিত ২৭৬.৫৬ লক্ষ টাকা সম্পূর্ণ ব্যয় হয়েছে । এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রকল্পটি স্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণনির্ভর না হয়ে প্রধানত প্রান্তিক পর্যায়ে সেবা, অনুদান, ভাতা ও প্রশিক্ষণ সরাসরি পৌঁছে দেওয়ার মডেলের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

সময়ের নিরিখে পাঁচ বছরের জন্য পরিকল্পিত প্রকল্পটি বাস্তবে সাড়ে আট বছরের বেশি সময় ধরে বাস্তবায়িত হয়েছে । এই সম্প্রসারিত সময়কাল প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে নতুন সুযোগ তৈরি করলেও তা প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, দীর্ঘমেয়াদী তদারকি, প্রশাসনিক ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও প্রকল্প-পরবর্তী টেকসইকরণের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে শেষ পর্যায়ে কোভিড-১৯ মহামারি শিখন কেন্দ্রের নিয়মিত পঠন-পাঠন ও ধারাবাহিক মূল্যায়নে বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করায়, সময় বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত বাস্তবতার আলোকে যৌক্তিক হলেও তা প্রকল্প নকশায় সামগ্রিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ঘাটতিকে ফুটিয়ে তুলেছে ও প্রকল্পের অর্থনৈতিক উপযোগিতাকে বহুলাংশে হ্রাস করেছে।

৩.১.৩ অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয়

সারণি: ৩.১-এ অর্থবছর ভিত্তিক ডিপিপি/টিপিপি'র সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও বাস্তবায়ন অবস্থা তুলে ধরা হলো:

সারণি: ৩.১ মূল ও সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা **লক্ষ টাকায়**

অর্থ বছর	মূল ডিপিপি অনুযায়ী আর্থিক বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা				আরডিপিপি অনুযায়ী আর্থিক বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা			
	মোট	জিওবি	পিএ	বাস্তব (%)	মোট	জিওবি	পিএ	বাস্তব (%)
(১)	*(২)*	*(৩)*	*(৪)*	*(৫)*	*(৬)*	*(৭)*	*(৮)*	*(৯)*
২০১২-১৩	৯,৮৮৮.৬৮	৩৮৬.৬৭	৯,৫০২.০১	০০	১৮৯.১৬	৬৮.৪৬	১২০.৭০	৫.০০
২০১৩-১৪	২৬,৩৯২.৯০	১,৩১০.৪৩	২৫,০৮২.৪৭	০০	১৪,২১৭.১০	৬৬৭.৮৪	১৩,৫৪৯.২৬	১৮.০০
২০১৪-১৫	২৭,৩০২.২৯	১,৩৩০.৪২	২৫,৯৭১.৮৭	০০	১৪,৫৫৩.৯৪	৯২২.৪৭	১৩,৬৩১.৪৭	৩২.০০
২০১৫-১৬	২২,০৩৮.৩৪	১,১২৯.৫৯	২০,৯০৮.৭৫	০০	১৩,০৮৯.৮৭	৯৬৭.৯৪	১২,১২১.৯৩	৫৫.০০
২০১৬-১৭	১৮,৮৬৯.৩৭	১,০৭৮.৩৮	১৭,৭৯০.৯৯	০০	১৪,৪১৯.৭৭	৩৫৬.৪৫	১৪,০৬৩.৩২	৬৩.০০
২০১৭-১৮	৯,৫৩৪.১৮	৫৭৩.০৪	৮,৯৬১.১৪	০০	২০,৭৯০.২৫	৬৯৬.৬৬	২০,০৯৩.৫৯	৮২.০০
২০১৮-১৯	-	-	-	০০	১৮,০০০.০৪	৭১৪.৮১	১৭,২৮৫.২৩	৮৮.০০
২০১৯-২০	-	-	-	০০	১৭,৫০৯.১৫	৭২৫.৬৫	১৬,৭৮৩.৫০	৯৩.০০
২০২০-২১	-	-	-	০০	১৮,৫৫৯.৬৩	৬৮৮.২৫	১৭,৮৭১.৩৮	৯৮.০০
মোট	১১৪,০২৫.৭৬	৫,৮০৮.৫৩	১০৮,২১৭.২৩		১৩১,৩২৮.৯১	৫,৮০৮.৫৩	১২৫,৫২০.৩৮	

তথ্যসূত্র: আরডিপিপি (ডিসেম্বর ২০২০), পিসিআর (সেপ্টেম্বর ২০২২)

সারণি ৩.১ পর্যালোচনায় দেখা যায়, রস্ক-২ প্রকল্পের মূল ডিপিপি ও সংশোধিত ডিপিপির আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান। মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ১১৪,০২৫.৭৬ লক্ষ টাকা, যার মধ্যে জিওবি ৫,৮০৮.৫৩ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১০৮,২১৭.২৩ লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে আরডিপিপিতে মোট ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে ১৩১,৩২৮.৯১ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়, যেখানে জিওবি অংশ অপরিবর্তিত থাকলেও প্রকল্প সাহায্য বেড়ে ১২৫,৫২০.৩৮ লক্ষ টাকা হয়েছে। অর্থাৎ ব্যয় বৃদ্ধির চাপ মূলত প্রকল্প সাহায্য খাতে প্রতিফলিত হয়েছে।

আরডিপিপি অনুযায়ী অর্থবছরভিত্তিক বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি প্রথম দিকে ধীর ছিল। ২০১২-১৩ অর্থবছরে বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ছিল মাত্র ৫%, যা ২০১৩-১৪ সালে ১৮% এবং ২০১৪-১৫ সালে ৩২%-এ উন্নীত হয়। ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৭-১৮ সময়ে অগ্রগতি তুলনামূলক দ্রুত হয় এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৮২%-এ পৌঁছে। পরবর্তী তিন অর্থবছরে প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ৮৮%, ৯৩% ও ৯৮% দেখানো হয়েছে। এতে বোঝা যায়, প্রকল্পের বড় অংশ বাস্তবায়িত হয়েছে শেষ পর্যায়ে।

৩.১.৪ প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি ও ফিজিবিলিটি স্টাডি পর্যালোচনা

ডিপিপি/আরডিপিপি পর্যালোচনা: রস্ক-২ প্রকল্পের মূল ডিপিপি ও পরবর্তীতে ৩য় সংশোধিত ডিপিপি (RDPP) পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্পটির মেয়াদ, ব্যয় ও কার্যপরিধিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। মূল অনুমোদিত ব্যয় ১,১৪,০২৫.৭৬ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩য় সংশোধিত ডিপিপিতে ১,৩১,৩২৮.৯১ লক্ষ টাকা নির্ধারিত হয়, যার সম্পূর্ণ বৃদ্ধিই বৈদেশিক সাহায্য খাতে ঘটে।

মূল মেয়াদ (২০১৩-২০১৭) থেকে ৪২ মাস বাড়িয়ে তা জুন ২০২১ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। শহুরে বস্তি শিক্ষা, প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, এফডিএমএন (FDMN) শিশু অন্তর্ভুক্তি এবং কোভিড-১৯ প্রভাব মোকাবিলার কারণে এই সংশোধনগুলো যৌক্তিক হলেও, এটি প্রমাণ করে যে প্রকল্পের প্রাথমিক নকশায় সম্ভাব্য ঝুঁকি, লক্ষ্যগোষ্ঠীর বিস্তৃতি ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ পূর্বানুমানের ক্ষেত্রে কৌশলগত ঘাটতি বিদ্যমান ছিল।

ফিজিবিলিটি স্টাডি পর্যালোচনা: মূল মেয়াদ (২০১৩-২০১৭) থেকে ৪২ মাস বাড়িয়ে তা জুন ২০২১ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। শহুরে বস্তি শিক্ষা, প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, এফডিএমএন (FDMN) শিশু অন্তর্ভুক্তি এবং কোভিড-১৯ প্রভাব মোকাবিলার কারণে এই সংশোধনগুলো যৌক্তিক হলেও, এটি প্রমাণ করে যে প্রকল্পের প্রাথমিক নকশায় সম্ভাব্য ঝুঁকি, লক্ষ্যগোষ্ঠীর বিস্তৃতি এবং ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ পূর্বানুমানের ক্ষেত্রে কৌশলগত ঘাটতি বিদ্যমান ছিল।

রিচিং আউট-অব-স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের ফিজিবিলিটি বা সম্ভাব্যতা যাচাই মূলত প্রথম পর্যায়ের (রস্ক-১) অর্জিত অভিজ্ঞতা, সাফল্য ও চিহ্নিত সীমাবদ্ধতাগুলোর ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়েছিল। নিচে রস্ক-১ ও রস্ক-২ এর আলোকে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা ও পটভূমির একটি বিশদ পর্যালোচনা তুলে ধরা হলো:

ক) রস্ক-১ এর পাইলট অভিজ্ঞতা ও সাফল্যের ভিত্তি ২০০৪ সালে চালু হওয়া রস্ক-১ প্রকল্পটি মূলত একটি পরীক্ষামূলক উদ্যোগ ছিল, যার লক্ষ্য ছিল ঝরে পড়া শিশুদের শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগ প্রদান করা। এই প্রকল্পের আওতায় ২৩,০০০ শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে ৭৮০,০০০-এর বেশি স্কুল-বহির্ভূত শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছিল। রস্ক-১ এর এই সাফল্যই দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী প্র্যাকটিক্যাল ফিজিবিলিটি হিসেবে কাজ করেছে। প্রথম পর্যায়ের স্বাধীন প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, এই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা মডেলটি স্বচ্ছ মনিটরিং ও সরাসরি অনুদান প্রদানের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিল।

খ) রস্ক-২ প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা ও উপাত্ত-ভিত্তিক বিশ্লেষণ রস্ক-২ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে তৎকালীন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উপাত্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। ২০১০ সালের খানা আয় ও ব্যয় জরিপ (HIES)[২] অনুযায়ী দেখা গিয়েছিল যে, দরিদ্রতম পরিবারের ৬ থেকে ১২ বছর বয়সী প্রতি চারজন শিশুর মধ্যে একজন স্কুলে ভর্তি ছিল না। এছাড়া ২০১১ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির হার ৬০ শতাংশের নিচে থাকায় পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোতে একটি বিকল্প শিক্ষা পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। এই চাহিদার প্রেক্ষাপটেই ২০১৩ সালের ২১ জানুয়ারি রস্ক-২ প্রকল্পটি ১,০৮৫.২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে অনুমোদিত হয়, যার লক্ষ্য ছিল ৭.২ লক্ষ স্কুল-বহির্ভূত শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা।

[২] *বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), (২০১১)। খানা আয় ও ব্যয় জরিপ (HIES) ২০১০ প্রতিবেদন। পরিসংখ্যান বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।*

গ) অভিযোজন ও সম্প্রসারণের যৌক্তিকতা (Lessons Learned) রস্ক-২ এর সম্ভাব্যতা পর্যালোচনায় রস্ক-১ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলোকে ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়েছে। বিশেষজ্ঞগণ চিহ্নিত করেছিলেন যে, গ্রামীণ এলাকার পাশাপাশি শহুরে বস্তি ও দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় স্কুল-বহির্ভূত শিশুদের সংখ্যা অনেক বেশি, যা আগে পূর্ণাঙ্গভাবে বিবেচনায় আনা হয়নি। এই যৌক্তিকতার ভিত্তিতে রস্ক-২ প্রকল্পে আরবান স্লাম চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রাম এবং কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রাক-বৃত্তিমূলক (Pre-vocational) প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়া শিক্ষক ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের IER-কে যুক্ত করা এবং তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে মনিটরিং নিশ্চিত করার বিষয়টি রস্ক-২ এর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ছিল।

অর্থাৎ রস্ক-২ প্রকল্পটি ছিল রস্ক-১ এর মাঠ পর্যায়ের তথ্য-উপাত্ত ও জাতীয় পর্যায়ের শিক্ষাগত চাহিদার একটি সুচিন্তিত ও বিজ্ঞানসম্মত সম্প্রসারণ। এই প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৫০% মেয়ে শিশুর অন্তর্ভুক্তি ও ৮৫% অনগ্রসর পরিবারের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পরিকল্পনাটি ছিল সামাজিক বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৩.১.৫ প্রকল্পের মিড-টার্ম রিভিউ পর্যালোচনা

বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে পরিচালিত রস্ক-২ প্রকল্পের মিড-টার্ম রিভিউ (MTR) ছিল প্রকল্পের কৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্পের মধ্যবর্তী সময়ে (মূলত ২০১৬ সালের সংশোধনী চলাকালীন) যে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনাগুলো উঠে এসেছে, তা প্রকল্পের মূল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

ক) লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও ভর্তি প্রক্রিয়ার মূল্যায়ন

মিড-টার্ম রিভিউতে দেখা যায়, প্রকল্পের ৭২০,০০০ স্কুল-বহির্ভূত শিশুকে (OOSC) প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এটি সঠিক পথেই ছিল। রস্ক-১ থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার আলোকে ৫-১৪ বছর বয়সী শিশুদের জন্য আনন্দ স্কুল মডেলটি অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়। বিশেষ করে ৮৫% অনগ্রসর পরিবারের শিশুদের অংশগ্রহণ ও ৫০% মেয়ে শিক্ষার্থীর অন্তর্ভুক্তি প্রকল্পের একটি বড় সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত হয়। যদিও গ্রাউন্ড রিয়ালিটি কিছুটা ভিন্নতা দেখা যায় প্রভাব মূল্যায়নের মাধ্যমে।

খ) কৌশলগত সম্প্রসারণ ও উদ্ভাবন

MTR-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ ছিল গ্রামীণ এলাকার পাশাপাশি শহুরে বস্তিগুলোতে স্কুল-বহির্ভূত শিশুদের বিশাল সংখ্যা। এর ফলে ২০১৬ সালের ২৩ নভেম্বর প্রকল্পের সংশোধনী অনুমোদিত হয়, যার মাধ্যমে “আরবান স্লাম চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রাম" (UCEP-এর মাধ্যমে) ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ (Pre-vocational training) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এটি প্রকল্পের কার্যকারিতাকে কেবল প্রাথমিক শিক্ষায় সীমাবদ্ধ না রেখে কর্মমুখী শিক্ষার দিকেও প্রসারিত করে।

গ) মনিটরিং ও আইসিটি-ভিত্তিক তদারকি

MTR-এ মাঠপর্যায়ের স্বচ্ছতা বাড়াতে প্রযুক্তির ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এর ফলে এসএমএস-ভিত্তিক শিক্ষক হাজিরা ও শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি বিতরণে মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবস্থার সংস্কার করা হয়। এই ডিজিটাল তদারকি ব্যবস্থার ফলে তহবিলের অপব্যবহার রোধ এবং সরাসরি সুবিধাভোগীদের কাছে অর্থ পৌঁছানো নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। তবে মাঠ পর্যায়ে নানা অনিয়মের কারণে এর শতভাগ কার্যকারিতা প্রশ্নে সম্মুখীন হয়েছে।

ঘ) প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ ও চ্যালেঞ্জ

রিভিউতে দেখা গেছে যে, এনজিওগুলোর ওপর অত্যধিক নির্ভরতা দীর্ঘমেয়াদে প্রকল্পের স্থায়িত্বের জন্য ঝুঁকি হয়েছে। তাই উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (UEO) ও উপজেলা শিক্ষা কমিটির (UEC) সম্পৃক্ততা বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়। তবে SDR ও মার্কিন ডলারের বিনিময় হারের ওঠানামার কারণে প্রায় ১২ মিলিয়ন ডলারের

যে আর্থিক ঘাটতি তৈরি হয়েছিল, তা ছিল প্রকল্পের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ, যা পরবর্তীতে অতিরিক্ত অর্থায়নের মাধ্যমে সমন্বয় করা হয়।

ঙ) শিক্ষার মান ও পাসের হার

MTR-এর তথ্য অনুযায়ী, রস্ক-২ এর শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (PECE) পরীক্ষায় পাসের হার মূলধারার সরকারি বিদ্যালয়ের চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে সন্তোষজনক ছিল। তবে শিক্ষার মান আরও বৃদ্ধি করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইইআর (IER)-কে শিক্ষক প্রশিক্ষণের দায়িত্ব প্রদান ও নমনীয় শিখন পদ্ধতির ওপর জোর দেওয়া হয়।

রস্ক-২ প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়নকে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সুনির্দিষ্ট চাহিদার নিরিখে প্রকল্পের কৌশলগত রূপান্তর সাধনের একটি অত্যন্ত কার্যকর ও সফল প্রক্রিয়া হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। এর ফলেই পরবর্তীতে কোভিড-১৯ মহামারী বা রোহিঙ্গা সংকটের মতো কঠিন সময়েও প্রকল্পটি তার অভিযোজন ক্ষমতা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিল। তবে এর বাস্তবায়নজনিত অদক্ষতা প্রকল্পের পূর্ণ সুফল থেকে বঞ্চিত করেছে তা তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয়।

৩.১.৬ প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) পর্যালোচনা

প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদনের পর্যালোচনা নিম্নে তুলে ধরা হয়েছে:

সারণি: ৩.২ প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা

ক্রম	সীমাবদ্ধতা	পিসিআর-এর তথ্য-উপাত্তে প্রতীয়মান অবস্থা	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১)	প্রকল্প বাস্তবায়নে সময় বৃদ্ধি	মূল বাস্তবায়নকাল ছিল জানুয়ারি ২০১৩–ডিসেম্বর ২০১৭; বাস্তবে প্রকল্প শেষ হয় জুন ২০২১। সময় বৃদ্ধি প্রায় ৪২ মাস বা ১০০%।	প্রকল্পের প্রাথমিক পরিকল্পনা, ঝুঁকি পূর্বানুমান ও সময় ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা ছিল। দীর্ঘ সময় বৃদ্ধির ফলে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও তদারকির চাপ বৃদ্ধি পায়। যদিও এ সংক্রান্ত বিষয়াদি পিসিআর এ উল্লিখিত নেই।
২)	মূল ব্যয়ের তুলনায় ব্যয় বৃদ্ধি	মূল অনুমোদিত ব্যয় ১,১৪,০২৫.৭৬ লক্ষ টাকা; সর্বশেষ সংশোধিত ব্যয় ১,৩১,৩২৮.৯১ লক্ষ টাকা; প্রকৃত ব্যয় ১,২৫,০৩৪.২৪ লক্ষ টাকা।	মূল ব্যয়ের তুলনায় প্রকৃত ব্যয় বেড়েছে। তবে সংশোধিত বরাদ্দের পুরো অর্থ ব্যয় না হওয়ায় পরিকল্পনা ও বাস্তব ব্যয়ের মধ্যে ব্যবধান ছিল যার ব্যাখ্যা পিসিআর এ নেই।
৩)	পিসিআর দাখিলে বিলম্ব	প্রকল্প শেষ হয় জুন ২০২১; কিন্তু পিসিআর দাখিল হয় সেপ্টেম্বর ২০২২।	প্রকল্প সমাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পিসিআর দাখিল না হওয়া প্রশাসনিক জবাবদিহিতা ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।
৪)	পিসিআর-এর তথ্যগত ও বিশ্লেষণগত দুর্বলতা	পিসিআর-এ ব্যয়, সময় ও অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি উল্লেখ থাকলেও ফলাফলভিত্তিক বিশ্লেষণ সীমিত।	প্রকল্পের প্রকৃত প্রভাব, টেকসই ফলাফল, শিক্ষার্থী ট্র্যাকিং, পুনরায় ঝরে পড়া ও কর্মসংস্থান ফলাফল স্পষ্টভাবে মূল্যায়ন করা যায় না।

ক্রম	সীমাবদ্ধতা	পিসিআর-এর তথ্য-উপাত্তে প্রতীয়মান অবস্থা	মন্তব্য
(১)	*(২)*	*(৩)*	*(৪)*
৫)	পিএমআইএস-এ তথ্য অন্তর্ভুক্তির ঘাটতি	আইএমইডি মনিটরিংয়ে প্রকল্প কার্যক্রম পিএমআইএস-এ অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ ছিল; কিন্তু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি বা রস্ক গ্র্যাজুয়েটদের অগ্রগতির তথ্য পিএমআইএস-এ সংযোজনের প্রমাণ পাওয়া যায়নি।	শিক্ষার্থীদের প্রকল্প-পরবর্তী অগ্রগতি, মাধ্যমিকে উত্তরণ, পুনরায় ঝরে পড়া ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব নিরূপণ কঠিন হয়েছে।
৬)	শিক্ষার্থীদের প্রকল্প-পরবর্তী ট্র্যাকিং দুর্বল	পিসিআর-এ কতজন শিক্ষার্থী মাধ্যমিকে ভর্তি হয়ে টিকে আছে, কতজন ঝরে পড়েছে বা কতজন কর্মসংস্থানে যুক্ত হয়েছে এ বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য নেই।	প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক প্রভাব যাচাই অসম্পূর্ণ থেকে গেছে।
৭)	প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের গুণগত বিশ্লেষণ অনুপস্থিত	২৫,০০০ প্রশিক্ষণার্থীর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কথা উল্লেখ থাকলেও ট্রেড নির্বাচন, প্রশিক্ষণ মান, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, ল্যাব সুবিধা, প্লেসমেন্ট বা আয় বৃদ্ধির তথ্য নেই।	প্রশিক্ষণ সংখ্যাগতভাবে সফল হলেও কর্মসংস্থানভিত্তিক প্রভাব মূল্যায়ন করা যায় না; প্রকল্পের দক্ষতা উন্নয়ন অঙ্গের কার্যকারিতা প্রশ্নবিদ্ধ থাকে।
৮)	অঞ্চাভিত্তিক বাস্তবায়নে অসম অর্জন	গ্রামীণ শিক্ষার্থী লক্ষ্যমাত্রা ৭২০,০০০ জনের বিপরীতে ৬৮৭,৫৫৬ জন; শহরে শিখন কেন্দ্র ২,০০০টির বিপরীতে ১,৬৪৭টি; এফডিএমএন শিক্ষার্থী ১৫০,০০০ জনের বিপরীতে ১১১,৪০০ জন।	মূল শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্তিতে উল্লেখযোগ্য অর্জন থাকলেও সব অঞ্চে পূর্ণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। বিশেষ করে সংকটপ্রবণ ও শহরে অঞ্চে ঘাটতি ছিল।
৯)	সহায়ক জনবল ও পুল শিক্ষক ঘাটতি	পুল শিক্ষক লক্ষ্যমাত্রা ১,২০০ জন; বাস্তবায়িত হয়েছে ৮৯০/৯২২ জন হিসেবে তথ্য পাওয়া যায়।	একাডেমিক সহায়তা, শিক্ষার মানোন্নয়ন ও শিখন কেন্দ্রের তদারকিতে ঘাটতি তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।
১০)	স্কুল সংস্কার ও অবকাঠামো উন্নয়নে সীমাবদ্ধতা	স্কুল সংস্কার খাতে পরিকল্পিত ব্যয় ২,২৫০ লক্ষ টাকা; বাস্তব ব্যয় ১,৩৩১.১৩ লক্ষ টাকা।	অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম পূর্ণমাত্রায় বাস্তবায়িত না হওয়া শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ, ওয়াশ সুবিধা ও নিরাপদ শিক্ষার পরিবেশে বিঘ্ন ঘটেছে প্রতীয়মান হয়।
১১)	সরঞ্জাম ও লজিস্টিক ঘাটতি	সরঞ্জাম সংগ্রহে ৫৯টির বিপরীতে ৩৭টি বাস্তবায়ন/ব্যবহার হয়েছে।	এসব যানবাহন প্রকল্প সমাপ্তের পর কোথায়, কিভাবে ফেরত দেয়া হয়েছে সে বিষয়ে কোনো তথ্য উপাত্ত পিসিআর এ নেই।
১২)	অডিট ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় পুনরাবৃত্ত দুর্বলতা	বিভিন্ন অর্থবছরে ভ্যাট/আয়কর কম কর্তন, চুক্তির অতিরিক্ত অর্থ প্রদান, ব্যাংক সুদ জমা না দেওয়া, ভ্রমণ ভাতা সংক্রান্ত আপত্তি, পিপিআর লঙ্ঘন ইত্যাদি আপত্তি পাওয়া যায়।	আপত্তি নিষ্পত্তি হলেও পুনরাবৃত্ত আর্থিক অনিয়ম প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ, বিল যাচাই ও আর্থিক শৃঙ্খলার দুর্বলতা দেখা যায়, যার ব্যাখ্যা পিসিআর এ উপস্থাপন করা হয়নি।

ক্রম	সীমাবদ্ধতা	পিসিআর-এর তথ্য-উপাত্তে প্রতীয়মান অবস্থা	মন্তব্য
(১)	*(২)*	*(৩)*	*(৪)*
১৩)	ক্রয় ব্যবস্থাপনায় বিলম্ব ও দুর্বলতা	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পরামর্শক প্যাকেজে দরপত্র আহ্বান থেকে চুক্তি সম্পন্নে দীর্ঘ সময়; কিছু ক্ষেত্রে ক্রয় পরামর্শক নিয়োগ প্রকল্পের শেষ পর্যায়ে।	সময়মতো পরামর্শক ও সেবা সংগ্রহ না হলে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ক্রয় পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন দক্ষতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসব ক্রয় সংক্রান্ত নথি পিসিআর এ যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হয় নি।
১৪)	এক্সিট প্ল্যানের কার্যকর বাস্তবায়ন ত্রুটিপূর্ণ	পিসিআর-এ কার্যক্রম সমাপ্তির তথ্য থাকলেও শিক্ষার্থী স্থানান্তর, মাধ্যমিক শিক্ষা, কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ-পরবর্তী ফলোআপ ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব হস্তান্তর বিষয়ে সুস্পষ্ট তথ্য নেই।	প্রকল্পের অর্জন দীর্ঘমেয়াদে টেকসই হয়েছে কি না, তা নিরূপণ কঠিন; প্রকল্প-পরবর্তী ধারাবাহিকতা অস্পূর্ণ থেকে যায়।
১৫)	সাফল্য বেশি, ব্যর্থতা কম বিশ্লেষণ	পিসিআর-এ শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্তি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, নারী অংশগ্রহণ ইত্যাদি অর্জন বেশি তুলে ধরা হয়েছে; সীমাবদ্ধতার কারণ বিশ্লেষণ কম।	প্রতিবেদনটি ভারসাম্যপূর্ণ মূল্যায়ন না হয়ে প্রশাসনিক অগ্রগতি প্রতিবেদনের মতো হয়েছে; শিক্ষণীয় বিষয় ও প্রকল্প পরবর্তী বেনিফিট যথেষ্ট স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়নি।

তথ্যসূত্র: প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (সেপ্টেম্বর, ২০২২)

পর্যালোচনা: সারণি: ৩.১থেকে দেখা যায়, রস্ক-২ প্রকল্পের পিসিআর প্রকল্পের ব্যয়, সময়, অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন ও কিছু ইতিবাচক অর্জন উপস্থাপন করলেও প্রকল্পের সীমাবদ্ধতা, ব্যর্থতা ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেনি। বিশেষত প্রকল্প-পরবর্তী শিক্ষার্থী ট্র্যাকিং, পিএমআইএসে তথ্য সংরক্ষণ, প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের কর্মসংস্থান ফলাফল, অডিট আপত্তি, ক্রয় ব্যবস্থাপনা, এক্সিট প্ল্যান ও টেকসইকরণ বিষয়ে পিসিআর ত্রুটিপূর্ণ। ফলে পিসিআরটিকে একটি প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক দলিল হিসেবে বিবেচনা করা গেলেও প্রভাব মূল্যায়নের জন্য এটি পূর্ণাঙ্গ ও যথেষ্ট বিশ্লেষণধর্মী নয়।

৩.১.৭ প্রকল্পের এনজিও ও সহযোগী সংস্থা সিলেকশন পর্যালোচনা

রস্ক-২ প্রকল্পে এনজিও (NGO) ও সহযোগী সংস্থা নির্বাচনের প্রক্রিয়াটি ছিল একটি সুনির্দিষ্ট মানদন্ড ও পদ্ধতি-নির্ভর ব্যবস্থা। প্রকল্পের দলিল, সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR), বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী এই নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা যায়, রস্ক-২ প্রকল্পের এনজিও নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সুনির্দিষ্ট ক্রাইটেরিয়া ও প্রোসিডিউর অনুসরণ করা হয়েছিল। স্থানীয় এনজিওগুলোকে তালিকাভুক্ত করার সময় তাদের আগের অভিজ্ঞতা ও মাঠ পর্যায়ে কাজ করার সক্ষমতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। গ্রামীণ এলাকায় লার্নিং সেন্টার (LC) স্থাপন, শিক্ষক ও এসএমসি সদস্যদের প্রশিক্ষণে সহায়তার জন্য প্রায় ৭০টিরও বেশি স্থানীয় এনজিওকে নির্বাচন করা হয়েছিল। এই এনজিওগুলোর মূল কাজ ছিল লার্নিং সেন্টার চালুর প্রথম বছরে সেগুলোকে শক্তিশালী করা ও সেন্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটিকে স্বাবলম্বী করে তোলা। এছাড়া প্রকল্পের জটিল ও কারিগরি দিকগুলোর জন্য সরাসরি বিশেষায়িত সংস্থাকে নির্বাচন করা হয়:

i. সেভ দ্য চিলড্রেন (Save the Children): শহরে বস্তি এলাকার শিক্ষা কার্যক্রম (Urban Slum) ও প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ (Pre-vocational Training) ডিজাইন ও বাস্তবায়নের জন্য এই আন্তর্জাতিক এনজিওকে বিশেষজ্ঞ সংস্থা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

ii. ইউনিসেফ (UNICEF): রোহিঙ্গা শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম (Component 5) বাস্তবায়নের জন্য ইউনিসেফকে দায়িত্ব দেওয়া হয়, যারা তাদের নিজস্ব আটটি পার্টনার এনজিওর মাধ্যমে এই কাজ সম্পন্ন করে।

iii. আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (IER): শিক্ষক প্রশিক্ষণের মান বজায় রাখতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটকে কারিগরি সহায়তা ও তদারকির দায়িত্ব দেওয়া হয়।

৩.১.৮ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক কার্যক্রমের অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পর্যালোচনা

প্রকল্পের বিদ্যালয়বহির্ভূত, ঝরে পড়া, দরিদ্র ও প্রান্তিক শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনা, শিখন কেন্দ্রভিত্তিক বিকল্প শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা, শিক্ষা ভাতা ও শিক্ষা অনুদান প্রদান, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শহুরে বস্তি শিশু শিক্ষা কর্মসূচি, প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, এফডিএমএন শিশুদের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা সহায়তা এবং কোভিড-১৯ পরবর্তী স্বাস্থ্যবিধি ও নিরাপত্তা সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে বাস্তবায়িত হয়।

প্রকল্পের মূল অনুমোদিত ব্যয় ছিল ১,১৪,০২৫.৭৬ লক্ষ টাকা, যা পরবর্তীতে ৩য় সংশোধিত ডিপিপিতে বৃদ্ধি পেয়ে ১,৩১,৩২৮.৯১ লক্ষ টাকা নির্ধারিত হয়। প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ১,২৫,০৩৪.২৪ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ, সর্বশেষ সংশোধিত বরাদ্দের তুলনায় প্রকৃত ব্যয় কম হলেও মূল অনুমোদিত ব্যয়ের তুলনায় প্রকৃত ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পের মূল বাস্তবায়ন মেয়াদ ছিল জানুয়ারি ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত। পরবর্তীতে প্রকল্পের কার্যপরিধি সম্প্রসারণ, শহুরে বস্তি শিশু শিক্ষা কার্যক্রম, প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, এফডিএমএন শিশুদের শিক্ষা সহায়তা, কক্সবাজার অঞ্চলে ওয়াশ সুবিধা এবং কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করে জুন ২০২১ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। ফলে মূল মেয়াদের তুলনায় প্রকল্প বাস্তবায়নে ৩৭.৫০% অতিরিক্ত সময় প্রয়োজন হয়েছে।

প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনায় দেখা যায়, গ্রামীণ শিখন কেন্দ্র, গ্রামীণ শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্তি, শহুরে বস্তি শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্তি, প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং স্থানীয় শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। তবে শহুরে শিখন কেন্দ্র স্থাপন, এফডিএমএন ক্যাম্পভিত্তিক শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্তি, পুল শিক্ষক নিয়োগ, সরঞ্জাম সংগ্রহ এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার কার্যক্রমে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কিছু ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে প্রকল্পটি শিক্ষাগত অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে দৃশ্যমান সাফল্য অর্জন করলেও সহায়ক অবকাঠামো, লজিস্টিকস ও কিছু বাস্তবায়ন উপাদানে সীমাবদ্ধতা ছিল।

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও এর বিপরীতে প্রকৃত অর্জন (সারণি: ৩.৩) উপস্থাপন করা হলো:

সারণি: ৩.৩ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি **(লক্ষ টাকায়)**

সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের অঙ্গসমূহ	একক	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব (পরিমাণ)	আর্থিক	বাস্তব (পরিমাণ)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
(ক) রাজস্ব					
জনবল	-	৯৮০.১৬	২৩.০০	৭৯২.০৫	২৩.০০
শিক্ষা অনুদান	-	৮৩,৯৪৪.৫১	২১,৩৬১.০০	৭৯,১৭১.৬৫	৩১,২৬১.০০
শিক্ষা ভাতা	-	২৫,১৪৫.৪৭	৭৯৫,০০০.০০	২৫,০৫৩.৪৮	৭৬,০৫১৩.০০
স্থানীয় প্রশিক্ষণ	-	৩,২৫০.৫৫	২১,৩৬১.০০	৩,২৪৬.৮৬	২১,৩৬১.০০
তত্ত্বাবধান প্রশিক্ষণ/অধ্যয়ন সফর	-	৮৬৫.৪১	১১৬.০০	৮৬৫.৪১	১১৬.০০
কর্মশালা/সেমিনার	-	৯৫৭.৮৪	৯৮৪.০০	৯৫৭.৮৩	৯৮৪.০০
পরামর্শক (স্থানীয়)	-	৫,১২৪.৬৬	৬৯৭.০০	৪,৭৯৫.৬২	৬৭৫.০০
স্টেশনারি	-	৩৪.১৭	এলএস	৩২.৮৮	এলএস
জ্বালানি	-	১৭০.৬৪	এলএস	১৭০.৪৫	এলএস
রক্ষণাবেক্ষণ	-	৬৩.৫৭	এলএস	৬০.৭৯	এলএস
মনিটরিং (এলজিইডি)	-	৫,৫৯৪.৬৫	১.০০	৫,৫৬৯.৭৩	এলএস
সোনালী ব্যাংকের পরিষেবা চার্জ	-	২,২৫৪.৫৬	১.০০	২,২৩৬.১৮	এলএস
ভ্রমণ ভাতা	-	৭১.৫৮	এলএস	৭০.৯৩	এলএস
কন্টিনজেন্সি ও অন্যান্য	-	৩৪৪.৫৮	এলএস	৪০২.৭২	এলএস

সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের অঙ্গসমূহ	একক	সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব (পরিমাণ)	আর্থিক	বাস্তব (পরিমাণ)
(১)	*(২)*	*(৩)*	*(৪)*	*(৫)*	*(৬)*
স্কুল সংস্কার	-	২,২৫০.০০	২০০.০০	১,৩৩১.১৩	২০০.০০
উপ-মোট: রাজস্ব		**১৩১,০৫২.৩৫**		**১২৪,৭৫৭.৭১**	
(খ) মূলধন:					
যানবাহন	-	১০৮.৭১	৪.০০	১০৮.৭১	৪.০০
সরঞ্জাম	-	৩৫.০২	এলএস	৩৫.০২	এলএস
আসবাবপত্র	-	১৩.৭৪	এলএস	১৩.৭৪	এলএস
পণ্য (মুদ্রণ)	-	১১৯.০৯	এলএস	১১৯.০৯	এলএস
উপ-মোট: মূলধন	-	২৭৬.৫৬		২৭৬.৫৬	
মোট (ক+খ)		**১৩১,৩২৮.৯১**		**১২৫,০৩৪.২৭**	

তথ্যসূত্র: আরডিপিপি (সেপ্টেম্বর ২০১৬), পিসিআর (সেপ্টেম্বর ২০২২)

পর্যালোচনা: প্রকল্পের মোট আর্থিক বাস্তবায়ন ৯৫.২১% হওয়ায় সামগ্রিকভাবে ব্যয় বাস্তবায়ন সন্তোষজনক বলা যায়। তবে সংশোধিত অনুমোদিত বরাদ্দের তুলনায় ৬,২৯৪.৬৪ লক্ষ টাকা অব্যয়িত থাকা নির্দেশ করে কিছু অঙ্গে পরিকল্পিত ব্যয় সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়নি। বিশেষত রাজস্ব খাতে এ অব্যয়িত অর্থের বড় অংশ কেন্দ্রীভূত।

শিক্ষা ভাতা খাতে অনুমোদিত ২৫,১৪৫.৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ের বিপরীতে ২৫,০৫৩.৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যা ৯৯.৬৩%। স্থানীয় প্রশিক্ষণ খাতে ব্যয় হয়েছে ৯৯.৮৯%। এতে প্রতীয়মান হয় যে শিক্ষার্থী সহায়তা ও শিক্ষক/স্থানীয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রকল্পের তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী বাস্তবায়িত অঙ্গ ছিল।

শিক্ষা অনুদান খাতে বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২১,৩৬১, কিন্তু প্রকৃত বাস্তবায়ন দেখানো হয়েছে ৩১,২৬১। অর্থাৎ বাস্তব অর্জন পরিকল্পনার তুলনায় বেশি। তবে আর্থিক ব্যয় হয়েছে ৯৪.৩১%। অর্থাৎ শিক্ষা অনুদান খাতে প্রকল্পটি অধিক সংখ্যক কেন্দ্র/উপকারভোগী কাভার করতে সক্ষম হলেও ব্যয় তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে।

শিক্ষা ভাতা খাতে বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭৯৫,০০০ জন, এর বিপরীতে প্রকৃত বাস্তবায়ন ৭৬০,৫১৩ জন। অর্জন প্রায় ৯৫.৬৬%। আর্থিক ব্যয় প্রায় পূর্ণ হলেও বাস্তব শিক্ষার্থী কভারেজে সামান্য ঘাটতি রয়েছে। এটি শিক্ষার্থী উপস্থিতি, যোগ্যতা যাচাই, প্রকল্প এলাকার স্থানান্তর, ঝরে পড়া অথবা বাস্তবায়নজনিত সীমাবদ্ধতার সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে।

স্কুল সংস্কার খাতে অনুমোদিত ব্যয় ছিল ২,২৫০.০০ লক্ষ টাকা, কিন্তু প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ১,৩৩১.১৩ লক্ষ টাকা, যা মাত্র ৫৯.১৬%। যদিও বাস্তব পরিমাণে ২০০টি স্কুল দেখানো হয়েছে, অর্থাৎ সংখ্যাগত লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণ দেখানো হয়েছে; কিন্তু ব্যয় কম হওয়ায় প্রশ্ন তৈরি হয় যে সংস্কারের পরিধি, কাজের মান, ব্যয় সাশ্রয় অথবা পরিকল্পিত কাজের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়েছিল কি না তা অনুল্লেখ।

স্থানীয় পরামর্শক খাতে অনুমোদিত ৬৯৭ জন-মাস-এর বিপরীতে প্রকৃত ব্যবহার ৬৭৫ জন-মাস। আর্থিক ব্যয় হয়েছে ৯৩.৫৮%। এটি থেকে জানা যায়, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, মনিটরিং, আর্থিক ব্যবস্থাপনা বা কারিগরি সহায়তার ক্ষেত্রে কিছু জন-মাস ব্যবহার হয়নি। তবে এ ব্যবধান খুব বেশি নয়।

কন্টিনজেন্সি ও অন্যান্য খাতে অনুমোদিত ব্যয় ছিল ৩৪৪.৫৮ লক্ষ টাকা, কিন্তু প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৪০২.৭২ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ ১১৬.৮৭%। এটি অনুমোদিত বরাদ্দের তুলনায় ৫৮.১৪ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় নির্দেশ করে। এ ধরনের অতিরিক্ত ব্যয় প্রকল্পের অপ্রত্যাশিত প্রয়োজন, কোভিড-১৯-পরবর্তী ব্যবস্থা, পুনঃসমন্বয় অথবা ব্যয় পুনর্বিন্যাসের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে।

যানবাহন, সরঞ্জাম, আসবাবপত্র ও পণ্য/মুদ্রণ এই চারটি মূলধন অঙ্গে মোট অনুমোদিত ২৭৬.৫৬ লক্ষ টাকা পুরোপুরি ব্যয় হয়েছে। এতে বোঝা যায়, মূলধন খাতে প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। তবে এসব সম্পদের ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রকল্প-পরবর্তী হস্তান্তর বিষয়ে আলাদা সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিশ্লেষণ করা প্রাসঙ্গিক।

সারণি: ৩.৪ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন ও পর্যালোচনা

ক্রমিক	প্রকল্প অঙ্গ/কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	অর্জনের হার	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১)	গ্রামীণ শিখন কেন্দ্র	সংখ্যা	২১,৬৩২.০০	২০,২৩৯.০০	৯৩.৫৬%	লক্ষ্যমাত্রার অধিকাংশ অর্জিত; তবে কিছু কেন্দ্র বাস্তবায়িত হয়নি।
২)	শহুরে শিখন কেন্দ্র	সংখ্যা	২,০০০.০০	১,৬৪৭.০০	৮২.৩৫%	শহুরে এলাকায় কেন্দ্র স্থাপনে কিছু ঘাটতি ছিল।

ক্রমিক	প্রকল্প অঙ্গ/কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	অর্জনের হার	মন্তব্য
(১)	*(২)*	*(৩)*	*(৪)*	*(৫)*	*(৬)*	*(৭)*
৩)	এফডিএমএন ক্যাম্পভিত্তিক শিখন কেন্দ্র	সংখ্যা	১,৫০০.০০	১,৩৩১.০০	৮৮.৭৩%	সংকটপূর্ণ এলাকায় বাস্তবায়ন সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি।
৪)	এফডিএমএন ক্যাম্পের শিক্ষার্থী	শিক্ষার্থী	১৫০,০০০.০০	১১১,৪০০.০০	৭৪.২৭%	লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন কম; বাস্তবায়ন পরিবেশ জটিল ছিল।
৫)	গ্রামীণ শিখন কেন্দ্রের শিক্ষার্থী	শিক্ষার্থী	৭২০,০০০.০০	৬৮৭,৫৫৬.০০	৯৫.৪৯%	বিদ্যালয়বহির্ভূত শিশু অন্তর্ভুক্তিতে উচ্চ অর্জন।
৬)	শহরে শিখন কেন্দ্রের শিক্ষার্থী	শিক্ষার্থী	৫০,০০০.০০	৪৯,৪৭৮.০০	৯৮.৯৬%	প্রায় পূর্ণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত।
৭)	প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষণার্থী	২৫,০০০.০০	২৫,০০০.০০	১০০%	জীবিকামুখী দক্ষতা উন্নয়নে পূর্ণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত।
৮)	পুল শিক্ষক	সংখ্যা	১,২০০.০০	৯২২.০০	৭৬.৮৩%	একাডেমিক সহায়তায় কিছু ঘাটতি ছিল।
৯)	প্রকল্প জনবল	সংখ্যা	২২/২৩	২২/২৩	প্রায় ১০০%	অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালিত হয়েছে।
১০)	যানবাহন	সংখ্যা	৪	৪	১০০%	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও মাঠপর্যায়ের কার্যক্রমে ব্যবহারযোগ্য সম্পদ অর্জিত।
১১)	সরঞ্জাম	সংখ্যা	৫৯	৩৭	৬২.৭১%	লজিস্টিক সহায়তায় তুলনামূলকভাবে কম অর্জন।
১২)	স্থানীয় প্রশিক্ষণ, শিখন কেন্দ্র শিক্ষক	সংখ্যা	২১,৬৩২	২০,২৩৯/২১,৬৩২	প্রায় ৯৩.৫৬%–১০০%	শিক্ষক সক্ষমতা উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি।
১৩)	স্থানীয় পরামর্শক সেবা	জন-মাস	৬৯৭	৬৭২	৯৬.৪১%	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, মনিটরিং ও

ক্রমিক	প্রকল্প অঙ্গ/কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	অর্জনের হার	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
						কারিগরি সহায়তায় উচ্চ অর্জন।
১৪)	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার	স্কুল	২০০	১৫১	৭৫.৫০%	ওয়াশ ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে আংশিক অর্জন।

৩.১.৮.১ প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা

প্রকল্পে প্রাক্তন শিক্ষার্থী, বয়সে বড় কিশোর-কিশোরী ও বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা যুবদের জীবিকামুখী দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক তথ্য অনুযায়ী, এ কার্যক্রমে ২৫,০০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা ছিল এবং সংখ্যাগতভাবে ২৫,০০০ জনকেই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ আউটপুট পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ১০০% অর্জিত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তবে প্রভাব মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শুধু কতজন প্রশিক্ষণ পেয়েছে তা যথেষ্ট নয়; বরং প্রশিক্ষণের ট্রেড নির্বাচন, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা, প্রশিক্ষণের পরিবেশ, ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন, প্রশিক্ষণ-পরবর্তী চাকরি/স্ব-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির সঙ্গে এর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা জরুরি।

মাঠপর্যায়ের মতামত ও গুণগত আলোচনায় প্রশিক্ষণের ট্রেড নির্বাচন নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা উঠে আসে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সাধারণত সেলাই/টেইলারিং, ব্লক-বাটিক, বিউটিফিকেশন, মোবাইল সার্ভিসিং, ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়ারিং, কম্পিউটার বেসিক/আইসিটি, ক্ষুদ্র ব্যবসা ব্যবস্থাপনা, ফুড প্রসেসিং, হস্তশিল্প, মোটরসাইকেল/মেকানিক্স ও ড্রাইভিং-সংশ্লিষ্ট দক্ষতা ধরনের ট্রেড অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে মাঠপর্যায়ের আলোচনায় প্রতীয়মান হয়। তবে এসব ট্রেড সব এলাকায় স্থানীয় শ্রমবাজারের বাস্তব চাহিদা, শিক্ষার্থীর বয়স, লিঙ্গ, শিক্ষাগত সক্ষমতা, পারিবারিক পরিবেশ ও কর্মসংস্থানের সুযোগের সঙ্গে যথাযথভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, রংপুর এলাকায় সেলাই বা বিউটিফিকেশন প্রশিক্ষণ দেওয়া হলেও স্থানীয় বাজারে পর্যাপ্ত অর্ডার, মেশিন, পুঁজি বা গ্রাহকসংযোগ না থাকায় প্রশিক্ষণার্থীরা তা আয়মুখী কাজে রূপান্তর করতে পারেনি। আবার মোবাইল সার্ভিসিং বা ইলেকট্রিক্যাল ট্রেডে ব্যবহারিক সরঞ্জাম ও ল্যাব সুবিধা পর্যাপ্ত না থাকলে প্রশিক্ষণার্থীরা শুধু মৌলিক ধারণা পেয়েছে, কিন্তু বাজারে কাজ করার মতো দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি।

প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতাও একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় ছিল। গুণগত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, অনেক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে দক্ষ প্রশিক্ষক, ট্রেডভিত্তিক আধুনিক যন্ত্রপাতি, পর্যাপ্ত ব্যবহারিক ক্লাস, নিরাপদ প্রশিক্ষণ পরিবেশ ও নারী প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য উপযোগী ব্যবস্থা পর্যাপ্ত ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণটি চাকরি বা উদ্যোক্তা তৈরির চেয়ে কোর্স সম্পন্ন ও সনদ প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে প্রশিক্ষণার্থীরা বাস্তব কর্মক্ষেত্রের সমস্যা, গ্রাহক ব্যবস্থাপনা, বাজার বিশ্লেষণ, পণ্য মূল্য নির্ধারণ, ছোট ব্যবসা চালানো বা চাকরির সাক্ষাৎকার প্রস্তুতির মতো গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা পায়নি। প্রশিক্ষণ-পরবর্তী সহায়তার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ঘাটতি ছিল। প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীদের জন্য নিয়োগদাতা সংযোগ, শিক্ষানবিশ, ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং, জব প্লেসমেন্ট, ক্ষুদ্র পুঁজি সহায়তা, টুলকিট বিতরণ, বাজার সংযোগ বা ৬-১২ মাসের ফলোআপ ব্যবস্থা যথেষ্টভাবে কার্যকর ছিল না। ফলে যারা প্রশিক্ষণ পেয়েছে তাদের একটি অংশ প্রশিক্ষণকে বাস্তব আয়ে রূপান্তর করতে পারলেও অনেকেই কর্মসংস্থান বা স্ব-কর্মসংস্থানে যুক্ত হতে পারেনি। প্রকল্পের প্রাইমারি ডেটায় প্রোগ্রাম গ্রুপের গড় বর্তমান ব্যক্তিগত মাসিক আয় ৩,৭১৭.০৬ টাকা, যেখানে কন্ট্রোল গ্রুপের গড় আয় ৩,১৬৪.১৬ টাকা-

পার্থক্য মাত্র ৫৫২.৯০ টাকা। এ পার্থক্য ইতিবাচক হলেও খুব বড় নয়, অর্থাৎ প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাগত সহায়তা অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে কিছু ভূমিকা রাখলেও তা শক্তিশালী কর্মসংস্থান প্রভাবে রূপ নেয়নি।

সার্বিকভাবে বলা যায়, রস্ক-২ প্রকল্পের প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ অঙ্গটি সংখ্যাগত অর্জনের দিক থেকে সফল, কারণ নির্ধারিত ২৫,০০০ জন প্রশিক্ষণার্থীর লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। তবে গুণগত কার্যকারিতা, ট্রেডের বাজার-সামঞ্জস্য, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা, ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন ও প্রশিক্ষণ-পরবর্তী চাকরি/স্ব-কর্মসংস্থান সংযোগের দিক থেকে এটি সীমিত প্রভাব সৃষ্টি করেছে। ভবিষ্যৎ প্রকল্পে ট্রেড নির্বাচন করার আগে স্থানীয় শ্রমবাজার জরিপ, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা যাচাই, ট্রেডভিত্তিক ল্যাব ও সরঞ্জাম নিশ্চিতকরণ, নারী-বান্ধব প্রশিক্ষণ পরিবেশ, নিয়োগদাতা সম্পৃক্ততা, শিক্ষানবিশ, স্টার্টআপ সহায়তা ও প্রশিক্ষণ-পরবর্তী কমপক্ষে ১২ মাস ফলোআপ বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন।

৩.২ প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা ও ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা

সারণি: ৩.৫ প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা ও ক্রয় কার্যক্রম

সংগ্রহের বিবরণ (পণ্য/কাজ/পরামর্শ) বিল নথি অনুসারে	টেন্ডার/বিড/প্রস্তাব খরচ (কোটি টাকায়)		টেন্ডার/বিড/প্রস্তাব		কাজ/পরিষেবা সম্পন্ন এবং পণ্য সরবরাহের তারিখ	
	পিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি সম্পন্ন/এলসি খোলার তারিখ	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত
(১)	*(২)*	*(৩)*	*(৪)*	*(৫)*	*(৬)*	*(৭)*
নগর বস্তি শিশুদের শিক্ষা এবং প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির জন্য পরামর্শ পরিষেবা	১৫.০০	১২.৭৭	১৫/৫/২০১৯	২৭/৬/২০১৯	৩০/৬/২০২১	৩০/৬/২০২১
কক্সবাজারের সংকট মোকাবেলায় সরকারি কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি	৫.৫০	৪.৯০	১৩/১১/২০১৯	১৪/০১/২০২১	৩০/৬/২০২১	৩০/৬/২০২১
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পরামর্শক	২.৬০	১.৮২	০৪/০১/২০১৪	১৬/১০/২০১৬	৩১/১২/২০২০	৩১/১২/২০২০
আর্থিক ব্যবস্থাপনা পরামর্শক	২.০০	১.৩২	০৩/২/২০১৯	০২/৪/২০১৯	৩০/৬/২০২১	৩০/৬/২০২১
বিতরণ পর্যবেক্ষণ পরামর্শক	৩.০০	১.৮৯	৩০/৭/২০১৩	০১/৯/২০১৩	৩১/১২/২০২০	৩১/১২/২০২০
নগর বস্তি শিশুদের শিক্ষা এবং পরামর্শক	২.৮০	১.৮৭	০৩/৮/২০১৬	০১/৯/২০১৬	৩১/১২/২০২০	৩১/১২/২০২০
ক্রয় পরামর্শক	২.০০	০.৭৫	২৩/২/২০১৯	১৫/৯/২০১৯	৩১/১২/২০২০	৩১/১২/২০২০

তথ্যসূত্র: প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (সেপ্টেম্বর, ২০২২)

পর্যালোচনা: সারণি: ৩.৫ থেকে দেখা যায়, উল্লিখিত ৭টি পরামর্শ সেবা প্যাকেজে পিপি অনুযায়ী মোট প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ৩২.৯০ কোটি টাকা। এর বিপরীতে মোট চুক্তি মূল্য দাঁড়িয়েছে ২৫.৩২ কোটি টাকা। অর্থাৎ মোট ৭.৫৮ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে, যা প্রাক্কলিত মূল্যের প্রায় ২৩.০৪%। এটি চুক্তি পর্যায়ে প্রাক্কলিত ব্যয়ের তুলনায় কম মূল্যে সেবা সংগ্রহ করা সম্ভব

হয়েছে। আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি ইতিবাচক হলেও ব্যয় সাশ্রয়ের সঙ্গে সেবার মান, কাজের পরিধি ও বাস্তবায়ন ফলাফল সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল কি না তা পৃথকভাবে যাচাই করা প্রয়োজন।

ক্রয় পরামর্শক প্যাকেজে পিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ২.০০ কোটি টাকা, কিন্তু চুক্তি মূল্য হয়েছে ০.৭৫ কোটি টাকা। এতে ১.২৫ কোটি টাকা, অর্থাৎ ৬২.৫০% সাশ্রয় হয়েছে। এটি একটি বড় পার্থক্য। এ ধরনের উচ্চ সাশ্রয় কখনো প্রতিযোগিতামূলক দর, কাজের পরিধি সংকোচন, জন-মাস কম ব্যবহার বা প্রাক্কলিত ব্যয়ের অতিরিক্ত হিসাবের কারণে হতে পারে।

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পরামর্শক প্যাকেজে দরপত্র/প্রস্তাব আহ্বান করা হয় ০৪/০১/২০১৪ তারিখে, কিন্তু চুক্তি সম্পন্ন হয় ১৬/১০/২০১৬ তারিখে। অর্থাৎ প্রস্তাব আহ্বান থেকে চুক্তি সম্পন্ন পর্যন্ত দীর্ঘ সময় লেগেছে। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পরামর্শক প্রকল্পের পরিকল্পনা, সমন্বয়, বাস্তবায়ন ও তদারকির জন্য গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় এ ধরনের বিলম্ব প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা ও বাস্তবায়ন গতিতে প্রভাব ফেলেছে যা অনুমেয়।

কক্সবাজারের সংকট মোকাবেলায় সরকারি কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্যাকেজে প্রস্তাব আহ্বান করা হয় ১৩/১১/২০১৯, কিন্তু চুক্তি সম্পন্ন হয় ১৪/০১/২০২১। অর্থাৎ চুক্তি সম্পাদনে এক বছরের বেশি সময় লাগে। যেহেতু এ প্যাকেজটি কক্সবাজারের সংকটপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকারি কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই বিলম্বের ফলে সময়োপযোগী সক্ষমতা উন্নয়ন কার্যক্রম কিছুটা সীমিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। তবে চুক্তি অনুযায়ী ও প্রকৃত সমাপ্তি উভয়ই ৩০/০৬/২০২১, যা নির্দেশ করে কাজ শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

বিতরণ পর্যবেক্ষণ পরামর্শক, নগর বস্তি শিশু শিক্ষা সংক্রান্ত পরামর্শক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা পরামর্শক প্যাকেজে দরপত্র আহ্বান থেকে চুক্তি সম্পন্নের সময় তুলনামূলকভাবে কম। উদাহরণস্বরূপ, বিতরণ পর্যবেক্ষণ পরামর্শক প্যাকেজে দরপত্র আহ্বান ৩০/০৭/২০১৩ এবং চুক্তি সম্পন্ন ০১/০৯/২০১৩; অর্থাৎ প্রায় এক মাসের মধ্যে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে।

উল্লিখিত সব প্যাকেজে চুক্তি অনুযায়ী সমাপ্তির তারিখ ও প্রকৃত সমাপ্তির তারিখ একই। সব প্যাকেজেই চুক্তি মূল্য প্রাক্কলিত মূল্যের তুলনায় কম হওয়া অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিবাচক। সেবার ক্ষেত্রে সেবার মান, রিপোর্টের ব্যবহারযোগ্যতা, মাঠপর্যায়ের সহায়তা, সক্ষমতা বৃদ্ধি, বাস্তব মনিটরিং ফলাফল ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় অবদান এসব বিষয়ও মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। কিছু প্যাকেজে চুক্তি সম্পাদনে দীর্ঘ সময় লেগেছে যা প্রকিউমেন্ট পরিকল্পনা, অনুমোদন প্রক্রিয়া, প্রস্তাব মূল্যায়ন, দরপত্র কমিটি কার্যক্রম বা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব ছিল। ভবিষ্যৎ প্রকল্পে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ট্র্যাকিং, ই-জিপি/ডিজিটাল প্রোকিউরমেন্ট, নির্দিষ্ট সময়সীমাভিত্তিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ও ক্রয় পর্যায়ের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

৩.৩ সমাপ্ত প্রকল্পের আউটপুট, আউটকাম, উদ্দেশ্য অর্জন ও প্রভাব

৩.৩.১ প্রকল্পের লগফ্রেম পর্যালোচনা

প্রকল্পের সুবিধা বিশ্লেষণে বার্ষিক আউটপুট বা প্রকল্পের প্রত্যাশিত ও প্রকৃত অর্জন তুলনা করা হয়েছে। এতে দেখা যায়, রস্ক-২ প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ শিখন কেন্দ্র, শহুরে শিখন কেন্দ্র, বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের ক্যাম্পভিত্তিক শিখন কেন্দ্র, শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্তি, প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, প্রকল্প জনবল, সরঞ্জাম, পরামর্শক সেবা ও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কারের মতো বিভিন্ন উপাদানে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। তবে কিছু ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রা পুরোপুরি অর্জিত হয়নি, যা প্রকল্প বাস্তবায়নের পর্যালোচনায় গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়।

সারণি: ৩.৬ প্রকল্পের প্রত্যাশিত ও প্রকৃত আউটপুট

ক্রমিক	আউটপুটের ধরন	একক	পূর্ণ সক্ষমতায় প্রত্যাশিত পরিমাণ	প্রকৃত অর্জন
(১)	*(২)*	*(৩)*	*(৪)*	*(৫)*
ক)	গ্রামীণ শিখন কেন্দ্র	স্কুল	২১,৬৩২	১৪৮টি উপজেলায় ২০,২৩৯টি স্কুল/শিখন কেন্দ্র
খ)	শহুরে শিখন কেন্দ্র	স্কুল	২,০০০	১০টি সিটি কর্পোরেশনে ১,৬৪৭টি স্কুল/শিখন কেন্দ্র
গ)	বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক ক্যাম্পভিত্তিক শিখন কেন্দ্র	স্কুল	১,৫০০	এফডিএমএন ক্যাম্পে ১,৩৩১টি শিখন কেন্দ্র
ঘ)	এফডিএমএন ক্যাম্পের শিক্ষার্থী	শিক্ষার্থী	১,৫০,০০০	এফডিএমএন ক্যাম্পে ১,১১,৪০০ জন শিক্ষার্থী
ঙ)	গ্রামীণ শিখন কেন্দ্রের শিক্ষার্থী	শিক্ষার্থী	৭,২০,০০০	১৪৮টি উপজেলা থেকে ৬,৮৭,৫৫৬ জন শিক্ষার্থী
চ)	শহুরে শিখন কেন্দ্রের শিক্ষার্থী	শিক্ষার্থী	৫০,০০০	১০টি সিটি কর্পোরেশন থেকে ৪৯,৪৭৮ জন শিক্ষার্থী
ছ)	প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষণার্থী	২৫,০০০	হোস্ট কমিউনিটি ও অন্যান্য উপজেলা থেকে ২৫,০০০ জন
জ)	পুল শিক্ষক, অর্থাৎ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক	সংখ্যা	১,২০০	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ৯২২ জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক
ঝ)	প্রকল্প জনবল	সংখ্যা	২২	কর্মকর্তা ১০ জন এবং কর্মচারী ১২ জন
ঞ)	যানবাহন	সংখ্যা	৪	জিপ ১টি, মাইক্রোবাস ১টি, মোটরসাইকেল ২টি
ট)	সরঞ্জাম	সংখ্যা	৫৯	৫৯টির মধ্যে ৩৭টি
ঠ)	আসবাবপত্র	এলএস	এলএস	উল্লেখ নেই
ড)	স্থানীয় প্রশিক্ষণ, শিখন কেন্দ্রের শিক্ষক	সংখ্যা	২১,৬৩২	২০,২৩৯ জন/কেন্দ্রভিত্তিক প্রশিক্ষণ
ঢ)	স্থানীয় পরামর্শক	জন-মাস	৬৯৭	৬৭২ জন-মাস
ণ)	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার	স্কুল	২০০	১৫১টি স্কুল

আউটপুট অর্জনের পর্যালোচনা: উপরোক্ত সারণি পর্যালোচনায় দেখা যায় (সারণি: ৩.৬), রস্ক-২ প্রকল্পের অধিকাংশ আউটপুটে উল্লেখযোগ্য অর্জন হয়েছে। বিশেষ করে গ্রামীণ শিখন কেন্দ্র স্থাপন, শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্তি ও প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রকল্পটি দৃশ্যমান ফল প্রদান করেছে। গ্রামীণ এলাকায় ২১,৬৩২টি শিখন কেন্দ্রের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২০,২৩৯টি শিখন কেন্দ্র বাস্তবায়িত হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার একটি বড় অংশ অর্জনের ইঙ্গিত বহন করে। একইভাবে ৭,২০,০০০ জন গ্রামীণ শিক্ষার্থীর প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৬,৮৭,৫৫৬ জন শিক্ষার্থীকে প্রকল্পের আওতায় আনা

হয়েছে। এটি থেকে অনুমান করা যায় যে, প্রকল্পটি বিদ্যালয়বহির্ভূত ও ঝরে পড়া শিশুদের শিক্ষার আওতায় আনার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করেছে।

শহরে শিখন কেন্দ্রের ক্ষেত্রেও অর্জন তুলনামূলকভাবে সন্তোষজনক। ২,০০০টি শহরে শিখন কেন্দ্রের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১,৬৪৭টি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং ৫০,০০০ জন শিক্ষার্থীর লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪৯,৪৭৮ জন শিক্ষার্থীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে শহুরে অংশ প্রায় লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি পৌঁছেছে, যদিও কেন্দ্র সংখ্যার ক্ষেত্রে কিছু ঘাটতি রয়েছে। কম সংখ্যক কেন্দ্রের মাধ্যমেও তুলনামূলকভাবে বেশি শিক্ষার্থী কাভার করা সম্ভব হয়েছে; তবে এর ফলে কেন্দ্রভিত্তিক শিক্ষার্থী চাপ, শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষার মানের ওপর কোনো প্রভাব পড়েছে কি না তা আরও বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

এফডিএমএন ক্যাম্পভিত্তিক কার্যক্রমে ১,৫০০টি শিখন কেন্দ্রের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১,৩৩১টি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং ১,৫০,০০০ শিক্ষার্থীর বিপরীতে ১,১১,৪০০ শিক্ষার্থীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণাঙ্গভাবে অর্জিত হয়নি। এর সম্ভাব্য কারণ হিসেবে জানা যায়, ক্যাম্পভিত্তিক পরিচালনাগত জটিলতা, নিরাপত্তা, স্থান সংকট, জনবল ঘাটতি, স্বাস্থ্যবিধি ও বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর পরিবর্তনশীল অবস্থান। তবে সংকটাপন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জটিলতা বিবেচনায় এ অর্জনকে তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জিত হয়েছে। ২৫,০০০ প্রশিক্ষণার্থীর লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৫,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এটি প্রকল্পের শিক্ষা থেকে জীবিকামুখী দক্ষতা উন্নয়নের প্রচেষ্টাকে নির্দেশ করে। তবে শুধু প্রশিক্ষণ প্রদানই যথেষ্ট নয়; প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের কতজন কর্মসংস্থান, স্ব-কর্মসংস্থান বা আয়বর্ধক কার্যক্রমে যুক্ত হয়েছে, তা পরবর্তী প্রভাব মূল্যায়নে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতায় এর প্রতিফলন দেখা যায় নি। অন্যদিকে, পুল শিক্ষক নিয়োগ, সরঞ্জাম সংগ্রহ, স্থানীয় পরামর্শক সেবা ও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কারে লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণ অর্জিত হয়নি। ১,২০০ জন অবসরপ্রাপ্ত পুল শিক্ষকের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৯২২ জন যুক্ত হয়েছেন। ৫৯টি সরঞ্জামের বিপরীতে ৩৭টি সংগ্রহ/ব্যবহার করা হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কারের ক্ষেত্রে ২০০টির লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৫১টি স্কুল সংস্কার করা হয়েছে। এসব ঘাটতি প্রকল্প বাস্তবায়নের অবকাঠামোগত, প্রশাসনিক ও ক্রয়-সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতার ইঙ্গিত দিতে পারে।

আরডিপিপির আলোকে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগফ্রেম অনুযায়ী আউটপুট পর্যায়ের অর্জন অবস্থা নিম্নে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ উল্লেখ করা হলো:

সারণি: ৩.৭ প্রকল্পের লগ-ফ্রেম অনুযায়ী আউটকাম, উদ্দেশ্য অর্জন ও প্রভাব

আউটপুট	আউটকাম	উদ্দেশ্য অর্জন	প্রভাব
(১)	*(২)*	*(৩)*	*(৪)*
গ্রামীণ শিখন কেন্দ্র স্থাপন: লক্ষ্যমাত্রা ২১,৬৩২ বিপরীতে বাস্তবায়িত ২০,২৩৯টি শিখন কেন্দ্র। অর্জন প্রায় ৯৩%।	দুর্গম ও দরিদ্র এলাকায় শিশুদের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে বিকল্প শিক্ষা সুবিধা তৈরি হয়।	বিদ্যালয়বহির্ভূত শিশুদের জন্য শিখন কেন্দ্রভিত্তিক শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্য বহুলাংশে অর্জিত হয়েছে।	বিদ্যালয়ের দূরত্ব ও প্রবেশাধিকারজনিত বাধা কমেছে; দরিদ্র শিশুদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ বেড়েছে।
গ্রামীণ শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্তি: লক্ষ্যমাত্রা ৭,২০,০০০ জনের বিপরীতে ৬,৮৭,৫৫৬ জন	বিপুল সংখ্যক স্কুলবহির্ভূত ও ঝরে পড়া শিশু পুনরায়	প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত	প্রান্তিক শিশুদের শিক্ষা থেকে বাদ পড়ার ঝুঁকি কমেছে ও দ্বিতীয়

আউটপুট	আউটকাম	উদ্দেশ্য অর্জন	প্রভাব
(১)	*(২)*	*(৩)*	*(৪)*
বিদ্যালয়বহির্ভূত শিশু ভর্তি। অর্জন প্রায় ৯৫.৫%।	শিক্ষার আওতায় এসেছে।	করার উদ্দেশ্য অনেকটা অর্জিত হয়েছে।	সুযোগভিত্তিক শিক্ষার কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে।
প্রাইমারি ডেটা অনুযায়ী উপকারভোগী শনাক্তকরণ: রস্কে ভর্তির আগে ৪৩.৪১% কখনো স্কুলে যায়নি, ৪৭.৫৯% ঝরে পড়েছিল এবং ৯% স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনিয়মিত ছিল।	প্রকল্প প্রকৃত স্কুলবহির্ভূত ও ঝরে পড়া শিশুদের বড় অংশে পৌঁছাতে পেরেছে।	Targeting বা প্রকৃত উপকারভোগী নির্বাচন অধিকাংশ ক্ষেত্রে সফল ছিল। তবে কিছু এলাকায় অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়।	প্রায় ৯১% শিক্ষার্থী প্রকৃত অর্থে স্কুলবহির্ভূত/ঝরে পড়া হওয়ায় প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতা অত্যন্ত শক্তিশালী।
শহুরে বস্তি শিশু শিক্ষা কর্মসূচি: লক্ষ্যমাত্রা ৫০,০০০ জনের বিপরীতে ৪৯,৪৭৮ জন শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্ত। অর্জন প্রায় ৯৯%।	শহুরে দরিদ্র, বস্তিবাসী ও স্থানান্তরপ্রবণ পরিবারের শিশুদের শিক্ষার সুযোগ তৈরি হয়েছে।	শহুরে দরিদ্র শিশুদের শিক্ষার আওতায় আনার উদ্দেশ্য বহুলাংশে অর্জিত হয়েছে।	নগর দরিদ্র শিশুদের শিক্ষাগত অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে; তবে অভিবাসন/বাসস্থান পরিবর্তনের কারণে ধারাবাহিকতা ঝুঁকিপূর্ণ ছিল।
শহুরে শিখন কেন্দ্র স্থাপন: লক্ষ্যমাত্রা ২,০০০টির বিপরীতে ১,৬৪৭টি কেন্দ্র স্থাপন। অর্জন প্রায় ৮২.৩৫%।	কম সংখ্যক কেন্দ্রের মাধ্যমেও প্রায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শিক্ষার্থী কাভার করা হয়েছে।	শহুরে শিখন কেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্য আংশিকভাবে অর্জিত হয়েছে। অনেক শিখন কেন্দ্র পরিপূর্ণ কার্যকর ছিল না।	শিক্ষার্থী কাভারেজ উচ্চ হলেও কেন্দ্রসংখ্যা কম হওয়ায় শ্রেণিকক্ষের চাপ ও শিক্ষার মান নিয়ে ঝুঁকি থাকতে পারে।
শিক্ষা ভাতা/সহায়তা প্রদান: প্রাইমারি ডেটায় ৮৮.৪২% রস্ক শিক্ষার্থী নিয়মিত উপবৃত্তি পেয়েছে; গড় সহায়তা ৫,৪২৬.৩৬ টাকা।	দরিদ্র পরিবারের শিক্ষা ব্যয় কমেছে এবং শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর প্রণোদনা বেড়েছে।	দরিদ্র শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ও ধরে রাখার উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।	শিক্ষা ব্যয়ের বাধা কমেছে; কন্ট্রোল গ্রুপে ৮৪.৫১% শিক্ষার্থী আর্থিক অনটনকে শিক্ষার প্রধান বাধা বলেছে এ প্রেক্ষিতে রস্কের ভাতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
বই-খাতা ও শিক্ষা উপকরণ প্রদান: প্রাইমারি ডেটায় ৯৮.৩৯% শিক্ষার্থী সময়মতো বই-খাতা পেয়েছে।	শিক্ষার্থীদের শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ সহজ হয়েছে।	শিক্ষা উপকরণের অভাব দূরীকরণের উদ্দেশ্য প্রায় পূর্ণভাবে অর্জিত হয়েছে।	দরিদ্র পরিবারের শিশুদের স্কুলমুখীতা বৃদ্ধি পেয়েছে; কন্ট্রোল গ্রুপে ৪১.৫৯% শিক্ষা উপকরণের অভাবকে বাধা হিসেবে উল্লেখ করেছে।
প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ও উত্তীর্ণতা: প্রাইমারি ডেটায় রস্ক গ্রুপে PECE পাশের হার ৮৯.০৭%, কন্ট্রোল গ্রুপে ৮০.১০%; পার্থক্য +৮.৯৭ শতাংশ পয়েন্ট।	রস্ক শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে কন্ট্রোল গ্রুপের তুলনায় ভালো করেছে।	প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।	রস্ক শিক্ষার্থীদের পরবর্তী শিক্ষায় যাওয়ার ভিত্তি তৈরি হয়েছে; প্রকল্পের শিক্ষাগত ফলাফল দৃশ্যমান।

আউটপুট	আউটকাম	উদ্দেশ্য অর্জন	প্রভাব
(১)	*(২)*	*(৩)*	*(৪)*
মাধ্যমিক/মাদ্রাসা/ভোকেশনাল পর্যায়ে অগ্রগমন: রস্ক থেকে পাস করার পর ৭৬.৮৫% শিক্ষার্থী পরবর্তী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছে।	প্রাথমিক শিক্ষা শেষে শিক্ষার ধারাবাহিকতা তৈরি হয়েছে।	প্রাথমিক শিক্ষা থেকে পরবর্তী স্তরে উত্তরণের উদ্দেশ্য উল্লেখযোগ্যভাবে অর্জিত হয়েছে।	প্রকল্পটি শুধু প্রাথমিক শিক্ষা দেয়নি; বরং মাধ্যমিক পর্যায়ে যাওয়ার সুযোগও তৈরি করেছে।
রস্ক-পরবর্তী শিক্ষার স্থায়িত্ব: প্রাইমারি ডেটায় রস্ক-পরবর্তী গড় পড়াশোনার মেয়াদ ৫.৬০ বছর।	শিক্ষার্থীরা রস্ক শেষ করার পরও উল্লেখযোগ্য সময় পড়াশোনা চালিয়ে গেছে।	শিক্ষায় টিকে থাকার উদ্দেশ্য ইতিবাচকভাবে অর্জিত হয়েছে।	দীর্ঘমেয়াদি মানবসম্পদ উন্নয়নের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে; তবে সব শিক্ষার্থীর জন্য ধারাবাহিক ফলোআপ ছিল না।
বর্তমানে পড়াশোনায় যুক্ত থাকার হার: প্রোগ্রাম গ্রুপে ৪১.৫৩%, কন্ট্রোল গ্রুপে ২০.৩৫%; পার্থক্য +২১.১৮ শতাংশ পয়েন্ট।	রস্ক শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষায় টিকে থাকার প্রবণতা বেশি।	প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষাগত উদ্দেশ্য শক্তিশালীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।	রস্কের সবচেয়ে বড় প্রভাব শিক্ষায় স্থায়িত্ব; প্রোগ্রাম গ্রুপে বর্তমানে পড়াশোনা করার হার কন্ট্রোলের প্রায় দ্বিগুণ।
বর্তমান কর্মসংস্থান/আয়: প্রোগ্রাম গ্রুপের গড় ব্যক্তিগত আয় ৩,৭১৭.০৬ টাকা; কন্ট্রোল গ্রুপের ৩,১৬৪.১৬ টাকা; পার্থক্য +৫৫২.৯০ টাকা।	রস্ক গ্রুপে গড় আয় কিছুটা বেশি, যদিও অনেকে এখনও পড়াশোনায় যুক্ত।	অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্য আংশিকভাবে অর্জিত হয়েছে।	শিক্ষা ভবিষ্যৎ আয়ক্ষমতার ভিত্তি তৈরি করেছে; তবে সরাসরি কর্মসংস্থান প্রভাব সীমিত।
প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ: প্রকল্প আউটপুটে ২৫,০০০ প্রশিক্ষণার্থী; প্রাইমারি ডেটায় প্রোগ্রাম গ্রুপে ৭.০৭% প্রশিক্ষণ নিয়েছে।	যারা প্রশিক্ষণ পেয়েছে, তাদের মধ্যে অনেকেই আয়/কাজে সহায়তা পেয়েছে।	জীবিকাভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নের উদ্দেশ্য আংশিকভাবে অর্জিত হয়েছে।	প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে ৭৭.২৭% বলেছে প্রশিক্ষণ আয়/চাকরিতে সহায়ক; তবে কাভারেজ কম হওয়ায় সামগ্রিক প্রভাব সীমিত।
নারী অংশগ্রহণ: প্রকল্প তথ্য অনুযায়ী শিখন কেন্দ্রের প্রায় ৮০% শিক্ষক নারী; প্রায় ৯০% এসএমসি/কমিটি প্রধান নারী।	মেয়েশিক্ষা ও স্থানীয় পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে।	নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও শিখন কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।	কন্যাশিশুর শিক্ষায় পরিবারিক আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে; নারী শিক্ষক ও মায়েদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।
বাল্যবিবাহ সম্পর্কিত ফল: প্রাইমারি ডেটায় বিবাহিতদের মধ্যে ১৮ বছরের নিচে বিয়ে প্রোগ্রাম গ্রুপ ২৯.৬৮%, কন্ট্রোল গ্রুপ ২৯.৭৩%; পার্থক্য প্রায় শূন্য।	রস্ক শিক্ষাগত ক্ষেত্রে প্রভাব ফেললেও বাল্যবিবাহ কমানোর আলাদা প্রভাব দেখা যায়নি।	সামাজিক আচরণ পরিবর্তনমূলক উদ্দেশ্য সীমিতভাবে অর্জিত হয়েছে।	শিক্ষা প্রকল্প একা বাল্যবিবাহ কমাতে যথেষ্ট নয়; পরিবার, সমাজ ও প্রশাসনিক পর্যায়ে আলাদা হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।
কর্মহীনতা: প্রোগ্রাম গ্রুপে কর্মহীন ১৫.০২%, কন্ট্রোল গ্রুপে ১৮.১৪%; পার্থক্য -৩.১২ শতাংশ পয়েন্ট।	রস্ক শিক্ষার্থীদের মধ্যে কর্মহীনতা সামান্য কম।	অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্য আংশিকভাবে অর্জিত হয়েছে।	শিক্ষা ও দক্ষতার সীমিত প্রভাব কর্মহীনতা কিছুটা কমিয়েছে; তবে কর্মসংস্থান সংযোগ আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন।
এফডিএমএন ক্যাম্পভিত্তিক শিক্ষা: লক্ষ্যমাত্রা ১,৫০,০০০	সংকটপ্রভাবিত শিশু-কিশোরদের	মানবিক সংকটপ্রবণ এলাকায় শিক্ষা	বাস্তুচ্যুত শিশুদের শিক্ষা অধিকার ও সুরক্ষায়

আউটপুট	আউটকাম	উদ্দেশ্য অর্জন	প্রভাব
(১)	*(২)*	*(৩)*	*(৪)*
শিক্ষার্থীর বিপরীতে ১,১১,৪০০ শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্ত। অর্জন প্রায় ৭৪.২৭%।	অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও মনোসামাজিক সহায়তার সুযোগ তৈরি হয়েছে।	সহায়তার উদ্দেশ্য আংশিকভাবে অর্জিত হয়েছে।	ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে; তবে বাস্তবায়ন পরিবেশ জটিল ছিল।
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার: লক্ষ্যমাত্রা ২০০টির বিপরীতে ১৫১টি স্কুল সংস্কার। অর্জন ৭৫.৫০%।	সংকটপ্রভাবিত এলাকায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধি অবকাঠামো উন্নয়নের সুযোগ তৈরি হয়েছে।	অবকাঠামো ও ওয়াশ সুবিধা উন্নয়নের উদ্দেশ্য আংশিকভাবে অর্জিত হয়েছে।	নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত শিক্ষা পরিবেশ তৈরিতে সহায়ক হয়েছে; তবে লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণ অর্জিত হয়নি।
পুল শিক্ষক যুক্তকরণ: লক্ষ্যমাত্রা ১,২০০ জনের বিপরীতে ৯২২ জন পুল শিক্ষক। অর্জন ৭৬.৮৩%।	একাডেমিক সহায়তা ও তদারকিতে অতিরিক্ত শিক্ষক সম্পদ যুক্ত হয়েছে।	একাডেমিক তদারকি শক্তিশালী করার উদ্দেশ্য আংশিকভাবে অর্জিত হয়েছে।	শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়ক হওয়ার কথা থাকলেও লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণ না হওয়ায় প্রভাব সীমিত হয়েছে।
সরঞ্জাম সংগ্রহ: ৫৯টির বিপরীতে ৩৭টি সরঞ্জাম সংগ্রহ/ব্যবহার। অর্জন ৬২.৭১%।	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমে লজিস্টিক সহায়তা আংশিকভাবে নিশ্চিত হয়েছে।	লজিস্টিক সক্ষমতা উন্নয়নের উদ্দেশ্য সীমিতভাবে অর্জিত হয়েছে।	সরঞ্জাম ঘাটতি মনিটরিং, ব্যবস্থাপনা ও মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমে সীমাবদ্ধতা তৈরি করতে পারে।
গ্রামীণ শিখন কেন্দ্র স্থাপন: লক্ষ্যমাত্রা ২১,৬৩২/২১,৭০০টির বিপরীতে বাস্তবায়িত ২০,২৩৯টি শিখন কেন্দ্র। অর্জন প্রায় ৯৩%।	দুর্গম ও দরিদ্র এলাকায় শিশুদের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে বিকল্প শিক্ষা সুবিধা তৈরি হয়।	বিদ্যালয়বহির্ভূত শিশুদের জন্য শিখন কেন্দ্রভিত্তিক শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্য উল্লেখযোগ্যভাবে অর্জিত হয়েছে।	বিদ্যালয়ের দূরত্ব ও প্রবেশাধিকারজনিত বাধা কমেছে; দরিদ্র শিশুদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ বেড়েছে।

পর্যালোচনা: 'রিচিং আউট-অব-স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) ফেইজ-২' প্রকল্পটির অন্যতম প্রধান আউটপুট ছিল গ্রামীণ ও শহুরে অঞ্চলে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তি। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে গ্রামীণ শিখন কেন্দ্র স্থাপন প্রায় ৯৩% (২০,২৩৯টি কেন্দ্র) এবং শিক্ষার্থী ভর্তির হার ৯৫.৫% (৬,৮৭,৫৫৬ জন) অর্জিত হয়েছে, যা সন্তোষজনক। সমীক্ষায় দেখা যায় যে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের প্রায় ৯১% পূর্বে প্রকৃত অর্থেই বিদ্যালয়বহির্ভূত বা ঝরে পড়া শিশু ছিল। এর মাধ্যমে দুর্গম ও দরিদ্র এলাকার শিশুদের জন্য নমনীয় বিকল্প শিক্ষার সুযোগ তৈরি হয়েছে। একইসাথে, শহুরে দরিদ্র ও বস্তিবাসী শিশুদের জন্য প্রায় ৮২.৩৫% শিখন কেন্দ্র স্থাপন করে ৪৯,৪৭৮ জন শিক্ষার্থীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নিয়মিত শিক্ষা ভাতা প্রাপ্তি (৮৮.৪২%) এবং সময়মতো উপকরণ প্রাপ্তি (৯৮.৩৯%) দরিদ্র পরিবারের শিক্ষাব্যয় কমিয়ে শিশুদের শিক্ষায় ধরে রাখতে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার যে উদ্দেশ্য ছিল তা বহুমুখীভাবে অর্জিত হয়েছে।

প্রকল্পের গুণগত ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব সবচেয়ে বেশি প্রতিফলিত হয়েছে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত অর্জনে। রস্ক (প্রোগ্রাম) গ্রুপের প্রাথমিক সমাপনী (PECE) পাসের হার ৮৯.০৭%, যা কন্ট্রোল গ্রুপের (৮০.১০%) চেয়ে প্রায় ৯% বেশি। শুধু তাই নয়, পাস করার পর প্রায় ৭৭% রস্ক শিক্ষার্থী মাধ্যমিক বা সমমানের শিক্ষা কার্যক্রমে যুক্ত হয়েছে এবং বর্তমানে তাদের পড়াশোনায় যুক্ত থাকার হার কন্ট্রোল গ্রুপের দ্বিগুণ (৪১.৫৩% বনাম ২০.৩৫%)। সামাজিক প্রভাবের দিক থেকেও প্রকল্পটির অবদান স্পষ্ট, বিশেষ করে ৮০% নারী শিক্ষক এবং ৯০% নারী এসএমসি প্রধানের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে

নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, বাল্যবিবাহ কমানো বা কর্মহীনতা হ্রাসের মতো বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক নির্দেশকে প্রকল্পের একক প্রভাব সীমিত ছিল। এছাড়া, এফডিএমএন শিশুদের শিক্ষায় (৭৪.২৭% অর্জন) এবং স্কুল অবকাঠামো সংস্কারে (৭৫.৫০% অর্জন) আংশিক সাফল্য অর্জিত হলেও পুল শিক্ষক ও লজিস্টিক সরঞ্জাম সংগ্রহের ঘাটতি থাকায় একাডেমিক তদারকি পুরোপুরি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। সার্বিকভাবে, শিক্ষাগত অন্তর্ভুক্তিতে প্রকল্পটি অত্যন্ত সফল হলেও দীর্ঘমেয়াদি কর্মসংস্থান এবং অবকাঠামোগত লক্ষ্যমাত্রা আংশিকভাবে অর্জিত হয়েছে।

৩.৩.২ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জন না হওয়ার কারণসমূহ

রস্ক-২ (ROSC II) প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ৭,২০,০০০ জন হলেও প্রকৃত অর্জন ৬,৮৭,৫৫৬ জন হওয়ার পেছনে সমীক্ষা ও প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন ও ডিপিই কর্মকর্তা কেকেআই সূত্রে বেশ কিছু যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত কারণ উঠে এসেছে। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৩২,৪৪৪ জন শিশু কম থাকার প্রধান কারণগুলো নিচে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হলো:

ক) প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও নিরাপত্তা সংকট (২০১৫-২০১৭)

- বন্যা ও ভূমিধস: ২০১৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে দীর্ঘস্থায়ী বন্যা ও ভূমিধসের ফলে ৪৩টি উপজেলার ৪,৭২৩টি লার্নিং সেন্টার (LC) ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়। এর ফলে প্রায় ৮৯,০০০ শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও হাজার হাজার পরিবার বাস্তুচ্যুত হওয়ায় শিক্ষার্থীদের ট্র্যাক করা বা পুনরায় শিখন কার্যক্রমে ফিরিয়ে আনা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।
- নিরাপত্তা উদ্বেগ: ২০১৫ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত কিছু অঞ্চলে স্থানীয় উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর অস্থিতিশীল কর্মকাণ্ডের কারণে প্রকল্পের কর্মীরা মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে বাধার সম্মুখীন হন। এই সাময়িক অচলাবস্থার কারণে নতুন শিক্ষার্থী তালিকাভুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা ব্যাহত হয়।

খ) কোভিড-১৯ মহামারীর প্রভাব

- দীর্ঘমেয়াদী লকডাউন: মহামারীর কারণে ২০২০ সালের মার্চ থেকে প্রকল্পের সমাপ্তি পর্যন্ত লার্নিং সেন্টারগুলো প্রায় ১.৫ বছর (মার্চ ২০২০ থেকে জুন ২০২১)[৩] স্বশরীরে শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ ছিল। দীর্ঘ সময় কেন্দ্র বন্ধ থাকায় ঝরে পড়ার হার বৃদ্ধি পায় এবং নতুন করে শিক্ষার্থী ভর্তি কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে।
- লার্নিং সেন্টার স্থাপনে বাধা: কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বিধিনিষেধের কারণে বিশেষ করে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ভেতরে ১৬৯টি লার্নিং সেন্টার স্থাপন করা সম্ভব হয়নি, যার ফলে প্রকল্পের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সম্ভাব্য সুবিধাভোগী লক্ষ্যমাত্রা থেকে বাদ পড়ে যায়।

গ) পরিযায়ী জনগোষ্ঠী ও স্থানান্তর (Urban Migration)

- শহুরে বস্তির অস্থিরতা: প্রকল্পের সমীক্ষায় দেখা গেছে, শহুরে বস্তি এলাকায় বসবাসরত দরিদ্র পরিবারগুলো কাজের সন্ধানে ঘন ঘন স্থান পরিবর্তন করে। এই পরিযায়ী স্বভাবের কারণে অনেক শিক্ষার্থী মাঝপথে ঝরে পড়েছে ও তাদের স্থলে নতুন শিক্ষার্থী প্রতিস্থাপন করা সবসময় সম্ভব হয়নি।

ঘ) পাইলট প্রকল্পের ব্যর্থতা ও শিক্ষক সংকট

- গৃহকর্মী পাইলট ব্যর্থতা: শিশু গৃহকর্মীদের শিক্ষার আওতায় আনার জন্য যে পাইলট উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, তা নিয়োগকর্তাদের অসহযোগিতার কারণে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। এর ফলে এই খাতের উপকারভোগী শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি।

[৩] *সূত্র: প্রকল্প অফিস কর্তৃপক্ষ*

- শিক্ষক ঘাটতি ও কেন্দ্র বন্ধ হওয়া: অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষক চাকরি ছেড়ে দিলে যোগ্য বিকল্প শিক্ষক খুঁজে পাওয়া যায়নি। এছাড়া প্রকল্পের নীতি অনুযায়ী কোনো কেন্দ্রে শিক্ষার্থীর সংখ্যা নির্দিষ্ট সীমার নিচে নেমে গেলে সেই কেন্দ্রটি বন্ধ করে দিতে হয়েছে, যা মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাসের অন্যতম কারণ।

ঙ) মুদ্রার বিনিময় হার ও বাজেট ঘাটতি

- SDR ও মার্কিন ডলারের বিনিময় হার পরিবর্তনের ফলে প্রকল্পে প্রায় ১২ মিলিয়ন ডলারের একটি বড় আর্থিক ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। যদিও পরবর্তীতে অতিরিক্ত অর্থায়ন করা হয়েছিল, তবে বাজেট ঘাটতি ও কার্যক্রমের বিলম্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল।

৩.৪ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা

রস্ক-২ প্রকল্পের চূড়ান্ত কার্যকারিতা ও অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার বিষয়টি এর সঠিক ব্যবস্থাপনার ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল ছিল। বিধায়, প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে একটি সুনির্দিষ্ট কর্ম-পরিকল্পনার প্রণয়ন ও অনুসরণ অত্যন্ত জরুরি ছিল। প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার সার্বিক পর্যালোচনায় এ সংক্রান্ত ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

৩.৪.১ প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে (জানুয়ারি ২০১৩ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত) মোট ৫ (পাঁচ) জন পরিচালকের এ প্রকল্পের দায়িত্ব পালন করেন। নিচের সারণি: ৩.৮ এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকদের নাম ও মেয়াদকাল তুলে ধরা হলো-

সারণি: ৩.৮ প্রকল্প পরিচালকগণ ও মেয়াদকাল

ক্রমিক	নাম ও পদবি	দায়িত্বের ধরন	একাধিক প্রকল্পের দায়িত্ব ছিল কি না	যোগদানের তারিখ	বদলির তারিখ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১)	মো. সওকত আকবর, যুগ্ম সচিব	পূর্ণকালীন	না	০১/০১/২০১৩	২৬/১১/২০১৫	—
২)	ডি. এম. মিজানুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব	পূর্ণকালীন	না	২৭/১১/২০১৫	৩১/১২/২০১৭	—
৩)	মো. শাহাদাত হোসেন, উপসচিব	পূর্ণকালীন	না	০১/০১/২০১৮	১৭/০৪/২০১৮	অতিরিক্ত দায়িত্ব
৪)	মো. দেলোয়ার হোসেন, অতিরিক্ত সচিব	পূর্ণকালীন	না	১৮/০৪/২০১৮	১৭/০৬/২০২০	—
৫)	মো. মাহবুব হাসান শাহীন, উপসচিব	পূর্ণকালীন	না	০৭/০৬/২০২০	৩০/০৬/২০২১	অতিরিক্ত দায়িত্ব

তথ্যসূত্র: প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (সেপ্টেম্বর, ২০২২)

পর্যালোচনা: রস্ক-২ প্রকল্প বাস্তবায়নকালে একাধিক পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তিত হয়েছে। ২০১৩ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত মোট পাঁচজন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। প্রথম দুইজন প্রকল্প পরিচালক তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ সময় দায়িত্ব পালন করলেও ২০১৮ সালে স্বল্প সময়ের জন্য একজন প্রকল্প পরিচালক দায়িত্বে ছিলেন। পরবর্তীতে আবার দীর্ঘ সময়ের জন্য অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করেন। প্রকল্প পরিচালক পদে ঘন ঘন

পরিবর্তন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, মাঠপর্যায়ের তদারকি ও প্রাতিষ্ঠানিক স্মৃতি সংরক্ষণের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ভবিষ্যতে অনুরূপ বৃহৎ শিক্ষা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের মেয়াদ তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল রাখা, দায়িত্ব হস্তান্তর প্রক্রিয়া লিখিতভাবে সম্পন্ন করা ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৩.৪.২ প্রকল্পের জনবল পর্যালোচনা

প্রকল্পে জনবল সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

সারণি: ৩.৯ প্রকল্পে জনবল

জনবলের ধরন	পিপি অনুযায়ী অনুমোদিত জনবল	বাস্তবায়নকালে নিয়োজিত জনবল	ওঅ্যান্ডএম অনুযায়ী জনবলের প্রয়োজন	ওঅ্যান্ডএম-এর জন্য বিদ্যমান জনবল	অন্যান্য	নিয়োজিত পুরুষ	নিয়োজিত নারী	মোট নিয়োজিত
(১)	*(২)*	*(৩)*	*(৪)*	*(৫)*	*(৬)*	*(৭)*	(৮)	(৯)
কর্মকর্তা	১০	১০	১০	-	-	৮	২	১০
কর্মচারী ও স্টাফ	১৩	১৩	১৩	-	-	১২	১	১৩
মোট	**২৩**	**২৩**	**২৩**	**-**	**-**	**২০**	**৩**	**২৩**

তথ্যসূত্র: ডিপিপি, আরডিপিপি, প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (সেপ্টেম্বর, ২০২২)

পর্যালোচনা: প্রকল্প জনবল সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় (সারণি: ৩.৯), রস্ক-২ প্রকল্পে পিপি অনুযায়ী মোট ২৩ জন জনবলের সংস্থান ছিল, যার মধ্যে ১০ জন কর্মকর্তা ও ১৩ জন কর্মচারী/স্টাফ অন্তর্ভুক্ত। বাস্তবায়নকালেও অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী মোট ২৩ জন নিয়োজিত ছিল।

তবে জনবলের লিঙ্গভিত্তিক বণ্টনে দেখা যায়, মোট ২৩ জনের মধ্যে ২০ জন পুরুষ এবং মাত্র ৩ জন নারী নিয়োজিত ছিলেন। অর্থাৎ নারী জনবলের অংশগ্রহণ ছিল প্রায় ১৩.০৪%, যা একটি শিক্ষা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রকল্পের তুলনায় কম। প্রকল্পের মাঠপর্যায়ে নারী শিক্ষক ও মায়েদের অংশগ্রহণকে গুরুত্ব দেওয়া হলেও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কাঠামোতে নারীর অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে সীমিত ছিল।

এছাড়া ওঅ্যান্ডএম-এর জন্য বিদ্যমান কোনো জনবল দেখানো হয়নি। এতে প্রকল্প-পরবর্তী পরিচালন, রক্ষণাবেক্ষণ বা ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার জন্য কোনো স্থায়ী জনবল কাঠামো ছিল না বলে প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ প্রকল্পের টেকসইকরণ বিষয়ে বাস্তবায়নকারী সংস্থার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। পাশাপাশি প্রকল্পে বারবার সময় বৃদ্ধি, পিসিআর দাখিলে বিলম্ব, পিএমআইএসে তথ্য সংযোজনের ঘাটতি, মনিটরিং দুর্বলতা ও অডিট আপত্তি থাকা সত্ত্বেও পূর্ণ জনবল নিয়োজিত থাকার পরও প্রশাসনিক দক্ষতা প্রত্যাশিত মাত্রায় ছিল কি না তা প্রশ্নসাপেক্ষ।

সার্বিকভাবে বলা যায়, রস্ক-২ প্রকল্পে জনবল নিয়োগ ডিপিপি অনুযায়ী হলেও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ডাটা সংরক্ষণ, মনিটরিং, প্রকল্প-পরবর্তী ট্র্যাকিং ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে জনবলের কার্যকারিতা যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না বলে প্রতীয়মান হয়।

৩.৪.২.১ প্রকল্পে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত পর্যালোচনা

প্রকল্পে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত (সারণি: ৩.১০) তুলে ধরা হল:

সারণি: ৩.১০ প্রকল্পে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক	প্রশিক্ষণ/স্টাডি ট্যুর/ওয়ার্কশপ /সেমিনারের ক্ষেত্র	পিপি অনুযায়ী সংস্থান: (সংখ্যা)	পিপি অনুযায়ী সংস্থান: জন-মাস	প্রকৃত বাস্তবায়ন: (সংখ্যা)	প্রকৃত বাস্তবায়ন: জন-দিন	মন্তব্য
(১)	*(২)*	*(৩)*	*(৪)*	*(৫)*	*(৬)*	*(৭)*
ক. বৈদেশিক প্রশিক্ষণ						
ক-১	প্রশিক্ষণ/স্টাডি ট্যুর/ওয়ার্কশপ/সেমিনার ইত্যাদি	এলএস	—	১১৬	১০ দিন	পিপিতে নির্দিষ্ট সংখ্যাগত লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখ না থাকলেও বাস্তবে ১১৬ জন অংশগ্রহণ করেছে
খ. স্থানীয় প্রশিক্ষণ						
খ-১	শিক্ষক প্রশিক্ষণ	২১,৬৩২	—	২১,৬৩২	৯ দিন	লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শতভাগ শিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন
খ-২	পুল শিক্ষক প্রশিক্ষণ	১,২০০	—	৮৯০	৭ দিন	লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৩১০ জন কম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
খ-৩	অন্যান্য কর্মকর্তা	এলএস	—	৭৫	৭ দিন	পিপিতে নির্দিষ্ট সংখ্যা না থাকলেও বাস্তবে ৭৫ জন প্রশিক্ষণ পেয়েছে

তথ্যসূত্র: ডিপিপি, আরডিপিপি, প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (সেপ্টেম্বর, ২০২২)

পর্যালোচনা: প্রকল্পের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, রস্ক-২ প্রকল্পে স্থানীয় ও বৈদেশিক উভয় ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত ছিল। বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/স্টাডি ট্যুর/ওয়ার্কশপ/সেমিনারের ক্ষেত্রে পিপিতে লামসাম হিসেবে সংস্থান রাখা হলেও নির্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ ছিল না। বাস্তবে ১১৬ জন ১০ দিনের প্রশিক্ষণ/স্টাডি ট্যুরে অংশগ্রহণ করেছে। অর্থাৎ প্রকল্পে বৈদেশিক এক্সপোজার বা অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ রাখা হয়েছিল। তবে পিপিতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা না থাকায় এ প্রশিক্ষণ কতটা পরিকল্পিত, প্রয়োজনভিত্তিক ও প্রকল্প ফলাফলের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল তা মূল্যায়ন করা কঠিন।

স্থানীয় প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রশিক্ষণ অঙ্গটি তুলনামূলকভাবে শক্তিশালীভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। পিপি অনুযায়ী ২১,৬৩২ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল এবং প্রকৃত বাস্তবায়নেও ২১,৬৩২ জন শিক্ষক ৯ দিনের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। অর্থাৎ এ অঙ্গে সংখ্যাগতভাবে শতভাগ অর্জন হয়েছে। এটি শিখন কেন্দ্রভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় একটি ইতিবাচক দিক। তবে পুল শিক্ষক প্রশিক্ষণে লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণ হয়নি। পিপিতে ১,২০০ জন পুল শিক্ষক প্রশিক্ষণের কথা থাকলেও বাস্তবে ৮৯০ জন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন; অর্থাৎ ৩১০ জন কম, অর্জনের হার প্রায় ৭৪.১৭%। এ সম্পর্কে বাস্তবায়নকারী সংস্থা সূত্রে জানা যায়, প্রকল্পের শেষের দিকে কোভিড-১৯ জনিত কারণে প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম ব্যাহত হয়। পাশাপাশি বৈদেশিক প্রশিক্ষণে ১১৬ জন অংশগ্রহণ করলেও পিপিতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা না থাকায় এর প্রয়োজনীয়তা, নির্বাচন পদ্ধতি, ব্যয়-কার্যকারিতা ও প্রকল্পে প্রত্যাবর্তনমূলক অবদান স্পষ্ট নয়। তাছাড়া প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক বা কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ-পরবর্তী দক্ষতা মূল্যায়ন, শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ, শেখার ফলাফলে প্রভাব ও ফলোআপ মনিটরিং সম্পর্কে

কোনো প্রকার তথ্য-উপাত্ত বাস্তবায়নকারী সংস্থা হতে পাওয়া যায় নি। ফলে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সংখ্যাগত অর্জন দেখা গেলেও এর গুণগত ফলাফল নিশ্চিত করা যায় না।

৩.৪.২.২ প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগ পর্যালোচনা

তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, রস্ক-২ প্রকল্পে বৈদেশিক পরামর্শক নিয়োগ করা হয়নি; স্থানীয় পরামর্শক ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, বিতরণ মনিটরিং, প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, আইটি, নগর বস্তি শিক্ষা, ক্রয়, মানসম্মত শিক্ষা ও মাঠপর্যায়ের সুপারভিশন কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। পিপি অনুযায়ী মোট অনুমোদিত স্থানীয় পরামর্শক জন-মাস ছিল ৬৯৭, কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী তা কমে ৬৭৫ মানব-মাসে নির্ধারিত হয় এবং প্রকৃত ব্যবহৃত জন-মাসও ৬৭৫। অর্থাৎ চুক্তি অনুযায়ী পরামর্শক ব্যবহার শতভাগ হলেও পিপির তুলনায় ২২ জন-মাস কম ব্যবহার করা হয়েছে, যা প্রায় ৩.১৬% কম।

সবচেয়ে বেশি জন-মাস ব্যবহৃত হয়েছে পুল পরামর্শক/সুপারভাইজর খাতে, যেখানে ২৭৪ জন-মাস ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ মাঠপর্যায়ের কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ, শিক্ষক সহায়তা ও বাস্তবায়ন তদারকিতে সুপারভিশন কাঠামোকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, যদিও এর কার্যকারিতা নিয়ে গুণগত বিশ্লেষণে দ্বিমত উঠে এসেছে। তবে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, বিতরণ মনিটরিং, নগর বস্তি শিক্ষা ও পিভিটি ও ক্রয় পরামর্শক খাতে পিপির তুলনায় জন-মাস কমানো হয়েছে। বিশেষত ক্রয় পরামর্শক খাতে পিপি অনুযায়ী ৪৪ জন-মাস থাকলেও বাস্তবে ৩৮ জন-মাস ব্যবহার করা হয়েছে।

সারণি: ৩.১১ স্থানীয় প্রকল্প পরামর্শক ও জন-মাস

ক্রমিক	ক্ষেত্র/পরামর্শকের ধরন	অনুমোদিত জন-মাস, পিপি অনুযায়ী	অনুমোদিত জন-মাস, চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত ব্যবহৃত জন-মাস	মন্তব্য
(১)	*(২)*	*(৩)*	*(৪)*	*(৫)*	*(৬)*
১)	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পরামর্শক	৭৭	৭১	৭১	পিপির তুলনায় ৬ জন-মাস কম
২)	আর্থিক ব্যবস্থাপনা পরামর্শক	৭৩	৭৩	৭৩	চুক্তি ও বাস্তব ব্যবহার সমান
৩)	বিতরণ/ডিসবার্সমেন্ট মনিটরিং পরামর্শক	৯৪	৯০	৯০	পিপির তুলনায় ৪ জন-মাস কম
৪)	প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ পরামর্শক	২৩	২৩	২৩	চুক্তি ও বাস্তব ব্যবহার সমান
৫)	আইটি পরামর্শক	১২	১২	১২	চুক্তি ও বাস্তব ব্যবহার সমান
৬)	নগর বস্তি শিশু শিক্ষা ও পিভিটি পরামর্শক	৫৮	৫২	৫২	পিপির তুলনায় ৬ জন-মাস কম
৭)	ক্রয় পরামর্শক	৪৪	৩৮	৩৮	পিপির তুলনায় ৬ জন-মাস কম
৮)	মানসম্মত শিক্ষা পরামর্শক	১৫	১৫	১৫	চুক্তি ও বাস্তব ব্যবহার সমান

ক্রমিক	ক্ষেত্র/পরামর্শকের ধরন	অনুমোদিত জন-মাস, পিপি অনুযায়ী	অনুমোদিত জন-মাস, চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত ব্যবহৃত জন-মাস	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৯)	মনিটরিং পরামর্শক	১২	১২	১২	চুক্তি ও বাস্তব ব্যবহার সমান
১০)	পাইলট পরামর্শক	১৫	১৫	১৫	চুক্তি ও বাস্তব ব্যবহার সমান
১১)	পুল পরামর্শক/সুপারভাইজর	২৭৪	২৭৪	২৭৪	চুক্তি ও বাস্তব ব্যবহার সমান
	মোট	**৬৯৭**	**৬৭৫**	**৬৭৫**	**পিপির তুলনায় ২২ জন-মাস কম ব্যবহৃত**

পর্যালোচনা: সারণি: ৩.১১ থেকে দেখা যায়, চুক্তি অনুযায়ী ও প্রকৃত ব্যবহৃত জন-মাস সব ক্ষেত্রে একই দেখানো হয়েছে। এটি প্রশাসনিকভাবে সুশৃঙ্খল মনে হলেও বাস্তব কাজের পরিমাণ, ডেলিভারেবল, রিপোর্টের মান ও মাঠপর্যায়ের ফলাফলের সঙ্গে জন-মাস ব্যবহারের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়নি।

এছাড়া প্রকল্পে মনিটরিং, পিএমআইএস, মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থী ট্র্যাকিং, প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের গুণগত মান ও ক্রয় ব্যবস্থাপনায় নানা সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হলেও সংশ্লিষ্ট পরামর্শক খাতে জন-মাস ব্যবহারের কার্যকারিতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি। বিশেষ করে আইটি পরামর্শক ১২ জন-মাস, মনিটরিং পরামর্শক ১২ জন-মাস ও ক্রয় পরামর্শক ৩৮ জন-মাস ব্যবহৃত হলেও পিএমআইএসে পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংযোজন, শিক্ষার্থী ট্র্যাকিং ও ক্রয় ব্যবস্থাপনায় কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায়নি বলে প্রতীয়মান হয়। পাশাপাশি ক্রয় পরামর্শক খাতে পিপির তুলনায় জন-মাস কম ব্যবহার করা হয়েছে, অথচ প্রকল্পে ক্রয় ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত অডিট আপত্তি বিদ্যমান ছিল। এটি থেকে বুঝা যায়, ক্রয়-সংক্রান্ত কারিগরি সহায়তা হয় সময়মতো বা যথেষ্টভাবে ব্যবহৃত হয়নি, অথবা ব্যবহৃত হলেও তার কার্যকারিতা প্রত্যাশিত ছিল না।

৩.৪.৩ পিআইসি, পিএসসি ও আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও তদারকি পর্যালোচনা

যেকোনো উন্নয়ন প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে নিয়মিত পরিবীক্ষণ বা মনিটরিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রস্ক-২ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি তদারকি ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পিআইসি (PIC), পিএসসি (PSC) এবং আইএমইডি (IMED)-এর সমন্বিত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা এই প্রকল্পের একটি অপরিহার্য কাঠামোগত অংশ ছিল।

৩.৪.৩.১ প্রকল্পে পিআইসি, পিএসসি সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনা

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা ও উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কার্যালয় থেকে পিআইসি এবং পিএসসি-এর মোট কতগুলো সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার সুনির্দিষ্ট কোনো পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি। যদিও প্রকল্প দলিলে প্রতি ৩ মাস অন্তর অন্তর অনুষ্ঠিত হওয়ার বিধান রয়েছে। এছাড়া, এসব উচ্চপর্যায়ের তদারকি সভায় গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ মাঠপর্যায়ে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল কি না, সে সম্পর্কিত হালনাগাদ দাপ্তরিক তথ্য বা নথিপত্রও প্রকল্প অফিস সরবরাহ করতে পারেনি। ফলশ্রুতিতে, তথ্য-উপাত্তের এই ঘাটতির কারণে প্রকল্প স্টিয়ারিং ও বাস্তবায়ন কমিটির তদারকির প্রকৃত প্রভাব এবং তাদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার সম্পর্কে প্রতিবেদনে পূর্ণাঙ্গ ও বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন তুলে ধরা সম্ভব হয়নি।

৩.৪.৩.২ আইএমইডি কর্তৃক তদারকি পর্যালোচনা

সারণি: ৩.১২ আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্প তদারকি

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিদর্শনের তারিখ	চিহ্নিত সমস্যা	সুপারিশ	বাস্তবায়ন পর্যালোচনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
মো. তাজুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক, আইএমইডি	১১-৪-২০১৯	শিক্ষার্থীদের প্লেসমেন্ট টেস্ট ও পরবর্তী শ্রেণিতে ভর্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে প্রকল্পের কার্যক্রম পিএমআইএস-এ অন্তর্ভুক্ত ছিল না।	প্রকল্প ও মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময়মতো প্রকল্পের অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হবে। পিইসি পরীক্ষার পর রস্ক গ্র্যাজুয়েটদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং প্রকল্পটি নিয়মিতভাবে মনিটর করতে হবে। প্রকল্পের সকল কার্যক্রম পিএমআইএস-এ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রকল্পের সকল কার্যক্রম ডিপিপি/আরপিডি অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে। আইএমইডি-৫ ও আইএমইডি-৩ ফরম অনুযায়ী মাসিক ও ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে। প্রকল্প সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। প্রকল্পের অডিট সময়মতো সম্পন্ন করতে হবে।	রস্ক-২ প্রকল্পে এই নির্দেশনাগুলো আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে। মাধ্যমিক ভর্তির হার প্রায় ৭৭% হলেও ধারাবাহিক ট্র্যাকিং ছিল না। পিএমআইএস ডেটাবেস হালনাগাদ করা হয়নি। এছাড়া, প্রকল্প সমাপ্তির প্রায় ১৫ মাস পর পিসিআর দাখিল করা হয় এবং অডিটে বেশ কিছু অনিয়ম পাওয়া গেছে।

তথ্যসূত্র: প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (সেপ্টেম্বর, ২০২২)

পর্যালোচনা: সারণি: ৩.১২ থেকে দেখা যায়, আইএমইডি কর্তৃক ১১-০৪-২০১৯ তারিখে পরিচালিত মনিটরিংয়ে প্রকল্পের অগ্রগতি, পিএমআইএস-এ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তি, পিইসি-পরবর্তী রস্ক গ্র্যাজুয়েটদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি, নিয়মিত মনিটরিং, মাসিক ও ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, প্রকল্প সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে সমাপ্তি প্রতিবেদন দাখিল ও সময়মতো অডিট সম্পন্নের বিষয়ে সুস্পষ্ট সুপারিশ প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যালোচনায় দেখা যায়, এসব সুপারিশ বাস্তবায়নকারী সংস্থা যথাযথভাবে প্রতিপালন করেনি। প্রকল্পটি জুন ২০২১ সালে সমাপ্ত হলেও প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাখিল করা হয়নি; বরং সেপ্টেম্বর ২০২২ সালে একটি ত্রুটিপূর্ণ প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। এটি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, নথি সংরক্ষণ ও জবাবদিহিতার দুর্বলতা হিসেবে প্রতীয়মান হয়।

এছাড়া পিএমআইএস-এ প্রকল্পের সকল কার্যক্রম, বিশেষত রস্ক গ্র্যাজুয়েটদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির তথ্য সংযোজনের কোনো কার্যকর প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ফলে প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষাগত ফলাফল, মাধ্যমিকে উত্তরণ, ঝরে পড়া পুনরাবৃত্তি ও শিক্ষার্থী ট্র্যাকিং যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা কঠিন হয়েছে। মাসিক/ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, নিয়মিত মনিটরিং ও সময়মতো অডিট সংক্রান্ত সুপারিশও পর্যাপ্তভাবে বাস্তবায়িত হয়নি বলে প্রতীয়মান হয়। সার্বিকভাবে,

আইএমইডির মনিটরিং সুপারিশগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ না করায় প্রকল্পের ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছতা, ডাটাভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রকল্প-পরবর্তী মূল্যায়ন প্রক্রিয়া খর্ব হওয়ায় প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য অনেকটা বিচ্যুত হয়েছে প্রতীয়মান হয়।

৩.৪.৪ প্রকল্পের অডিট সম্পর্কিত পর্যালোচনা

পিসিআর-এ বর্ণিত অডিট তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, রস্ক-২ প্রকল্পে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষায় বড় ধরনের কোনো আপত্তি পাওয়া যায়নি। তবে বহিঃনিরীক্ষায় বিভিন্ন অর্থবছরে একাধিক আর্থিক অনিয়ম, বিধি লঙ্ঘন, রাজস্ব ক্ষতি, অতিরিক্ত অর্থ প্রদান ও দুর্বল আর্থিক ব্যবস্থাপনার বিষয় উত্থাপিত হয়েছে। নথি অনুযায়ী অধিকাংশ আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে হিসেবে উল্লেখ থাকলেও আপত্তির প্রকৃতি বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ক্রয় প্রক্রিয়া, বিল যাচাই, কর কর্তন, ব্যাংকিং লেনদেন ও চুক্তি ব্যবস্থাপনায় বিচ্যুতি ছিল।

প্রথমত, ক্রয় ও ব্যয় ব্যবস্থাপনায় বিধি প্রতিপালনের ঘাটতি দেখা যায়। ২০১৩–১৪ অর্থবছরে আইডি কার্ড মুদ্রণ ও প্রশিক্ষণ ব্যাগ ক্রয়ের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান না করা এবং ২০১৫–১৬ অর্থবছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক পিপিআর-২০০৮ লঙ্ঘন করে ১৮,১৪,৪০০ টাকা ব্যয়ের আপত্তি নির্দেশ করে যে প্রকল্পের কিছু ব্যয়ে প্রতিযোগিতামূলক ও স্বচ্ছ ক্রয় প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি। উন্নয়ন প্রকল্পে এ ধরনের বিচ্যুতি অর্থের মূল্য, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

দ্বিতীয়ত, প্রকল্পে চুক্তি ব্যবস্থাপনা ও বিল যাচাইয়ের ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে। ২০১৪–১৫ অর্থবছরে চুক্তির অতিরিক্ত মনিটরিং অফিসারদের বেতন প্রদান করায় ১৪,১৪,৮৭৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি ও ২০১৫–১৬ অর্থবছরে আউটসোর্সিং স্টাফদের চুক্তির অতিরিক্ত বেতন প্রদানের কারণে ৪,৪৫,৭৭৬ টাকা ক্ষতির আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে। একইভাবে প্রকল্পের শেষ পর্যায়ে ক্রয় পরামর্শক নিয়োগের কারণে ১৯,৬৪,৬১২ টাকা অপব্যবহারের আপত্তি নির্দেশ করে যে মানবসম্পদ, পরামর্শক ও সেবা চুক্তির ক্ষেত্রে কার্যপরিধি, সময়োপযোগিতা ও ব্যয়ের যৌক্তিকতা যথাযথভাবে যাচাই করা হয়নি।

তৃতীয়ত, সরকারি রাজস্ব আদায় ও কর কর্তনের ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্ত ত্রুটি দেখা যায়। সরবরাহকারীর বিল থেকে ভ্যাট কর্তন না করা, রিসোর্স পারসন ও কোর্স কো-অর্ডিনেটরের সম্মানী থেকে আয়কর আদায় না করা, পরামর্শকের চূড়ান্ত বিল থেকে কম ভ্যাট কর্তন ও সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের সার্ভিস চার্জ থেকে ভ্যাট ও আয়কর কম কর্তনের মতো আপত্তি প্রকল্পের আর্থিক কমপ্লায়েন্স ব্যবস্থার দুর্বলতা নির্দেশ করে। বিশেষভাবে ২০১৭–১৮ অর্থবছরে সোনালী ব্যাংকের পরিবর্তে কর্মচারীর মাধ্যমে ভ্যাট কর্তনের কারণে ১,৬৫,৩৮,২৫০ টাকা সরকারি রাজস্ব ক্ষতির আপত্তি অত্যন্ত গুরুতর। যদিও আপত্তিগুলো নিষ্পত্তি হয়েছে বলা হয়েছে, তথাপি এ ধরনের ঘটনা রাজস্ব বিধি ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় চরম গাফিলতি হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

চতুর্থত, ব্যাংকিং ও তহবিল ব্যবস্থাপনায় অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। ব্যাংক সুদ বাবদ অর্জিত ৫০,২৪,৩১৫ টাকা সরকারি হিসাবে জমা না দেওয়া ও রস্ক এমআইএস সেল, এলজিইডি কর্তৃক পিইডিপি-৩ প্রকল্পে ১,০০,০০,০০০ টাকা ঋণ হিসেবে স্থানান্তরের আপত্তি প্রকল্প তহবিল ব্যবহারে শৃঙ্খলার অভাব পরিলক্ষিত হয়। উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ নির্দিষ্ট অনুমোদিত উদ্দেশ্যের বাইরে ব্যবহার বা স্থানান্তর করা আর্থিক শৃঙ্খলা ও অনুমোদন কাঠামোর পরিপন্থী।

পঞ্চমত, কিছু আপত্তিতে প্রকল্প ব্যয়ের যথার্থতা ও বাস্তবতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। যেমন, ভ্রমণ ভাতা বাবদ ৩,১০,০০০ টাকা কাল্পনিক ব্যয় প্রদর্শন, বাজেট বরাদ্দের বাইরে গাড়ি ভাতা ও যাতায়াত ব্যয়ে অতিরিক্ত ব্যয় ও সোনালী ব্যাংককে চুক্তি লঙ্ঘন করে অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ প্রদান এসব ঘটনা প্রকল্পে বিল যাচাই, অনুমোদন, নথিভিত্তিক প্রমাণ সংরক্ষণ ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কাঠামোগত ত্রুটি হিসেবে বিবেচ্য।

সার্বিকভাবে অডিট তথ্য বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয়, রস্ক-২ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন পর্যায়ে আর্থিক ঝুঁকি পূর্বেই শনাক্ত ও প্রতিরোধ করার মতো কার্যকর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না। অতএব, ভবিষ্যতে অনুরূপ প্রকল্পে ই-জিপি ও পিপিআর অনুসরণ, চুক্তি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ, ভ্যাট ও আয়কর কর্তন যাচাই, ব্যাংক হিসাব নিয়মিত মিলকরণ, বিল পরিশোধের পূর্বে কমপ্লায়েন্স চেকলিস্ট ব্যবহার, অডিট আপত্তির রিয়েল-টাইম ফলোআপ ও প্রকল্প পরিচালনা ইউনিটে দক্ষ আর্থিক ব্যবস্থাপনা জনবল নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এতে প্রকল্পের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আর্থিক শৃঙ্খলা ও অর্থের মূল্য নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

৩.৪.৫ এক্সিট প্লান পর্যালোচনা

এক্সিট প্ল্যান পর্যালোচনায় দেখা যায়, রস্ক-২ প্রকল্পের কার্যক্রম ধাপে ধাপে সমাপ্ত করার জন্য একটি কাঠামোবদ্ধ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছিল। গ্রামীণ আনন্দ স্কুলের শিক্ষার্থীদের ডিসেম্বর ২০১৯-এর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সম্পন্ন করে ফেজ-আউট করার পরিকল্পনা করা হয়। শহুরে বস্তি শিশু শিক্ষা কর্মসূচির ক্ষেত্রে ২০২০ সালের মধ্যে সব শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সম্পন্ন করানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। একইভাবে প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ২০১৮ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত ধাপে ধাপে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করার পরিকল্পনা ছিল। কক্সবাজার ও বান্দরবান অঞ্চলের সংকটপ্রভাবিত জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এবং বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক শিশুদের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও মনোসামাজিক সহায়তা কার্যক্রমে ইউনিসেফের সম্পৃক্ততা রাখা হয়।

তবে এক্সিট প্ল্যানের ইতিবাচক কাঠামো থাকা সত্ত্বেও এর বাস্তবায়নে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, প্রকল্পের শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার পর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা বা কারিগরি প্রতিষ্ঠানে কতজন ভর্তি হয়েছে ও কতজন পরবর্তীতে শিক্ষায় টিকে রয়েছে এ বিষয়ে শক্তিশালী ট্র্যাকিং ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। আইএমইডি কর্তৃক মনিটরিংয়ে পিইসি-পরবর্তী রস্ক গ্র্যাজুয়েটদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির তথ্য সংরক্ষণ ও নিয়মিত মনিটরিংয়ের সুপারিশ করা হলেও পিএমআইএস-এ এ ধরনের তথ্য যথাযথভাবে সংযোজনের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ফলে প্রকল্প-পরবর্তী শিক্ষার্থীদের দীর্ঘমেয়াদি অগ্রগতি নিরূপণ কঠিন হয়েছে। দ্বিতীয়ত, গ্রামীণ আনন্দ স্কুল ও শহুরে বস্তি শিক্ষা কর্মসূচি ফেজ-আউট করার পরিকল্পনা থাকলেও শিক্ষার্থীদের মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় স্থানান্তর, পুনরায় ঝরে পড়া প্রতিরোধ এবং দরিদ্র পরিবারের ওপর শিক্ষা ব্যয়ের চাপ কমানোর জন্য কোনো শক্তিশালী সেতুবন্ধন ব্যবস্থা দেখা যায়নি। বিশেষত শহুরে বস্তি এলাকায় পরিবার স্থানান্তর, অনানুষ্ঠানিক শ্রমে যুক্ত হওয়া ও অস্থায়ী বসবাসের কারণে শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক শিক্ষা নিশ্চিত করা আরও কঠিন ছিল। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় শিক্ষা অফিস, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি ও নগর স্থানীয় সরকারের সমন্বিত দায়িত্ব নির্ধারণ প্রয়োজন ছিল। তৃতীয়ত, প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এক্সিট প্ল্যানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলেও প্রশিক্ষণ শেষে চাকরি, শিক্ষানবিশ, স্ব-কর্মসংস্থান, উদ্যোক্তা সহায়তা বা বাজার সংযোগের জন্য পর্যাপ্ত কার্যকর ব্যবস্থা ছিল না। ফলে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সংখ্যাগতভাবে সম্পন্ন হলেও তা অনেক ক্ষেত্রে টেকসই আয় বা কর্মসংস্থানে রূপান্তরিত হয়নি। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের জন্য ৬-১২ মাসের ফলোআপ, নিয়োগদাতা সংযোগ, টুলকিট সহায়তা বা ক্ষুদ্র পুঁজি সহায়তা থাকলে এ অঙ্গের ফলাফল আরও কার্যকর হতে পারত। চতুর্থত, এফডিএমএন শিশুদের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও মনোসামাজিক সহায়তা কার্যক্রমে ইউনিসেফের সম্পৃক্ততা থাকলেও কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা, শিক্ষার্থীদের শেখার অগ্রগতি, সুরক্ষা ও ভবিষ্যৎ শিক্ষা পথ নির্ধারণে স্পষ্ট দীর্ঘমেয়াদি রোডম্যাপের ঘাটতি ছিল। সংকটপ্রবণ অঞ্চলে শিক্ষা কার্যক্রমের টেকসইকরণ কেবল প্রকল্পভিত্তিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে নিশ্চিত করা কঠিন; এজন্য দীর্ঘমেয়াদি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা প্রয়োজন ছিল। পঞ্চমত, কোভিড-১৯ মহামারির কারণে এক্সিট প্ল্যান বাস্তবায়নে বড় ধরনের বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। শিক্ষা কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ, মনিটরিং, স্বাস্থ্যবিধি কার্যক্রম ও মাঠপর্যায়ের সমন্বয় পুনর্গঠন করতে হয়। যদিও সময় বৃদ্ধি ও কার্যক্রম পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে কিছু কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়, তথাপি প্রকল্পের শেষ পর্যায়ে তড়িঘড়ি সমাপ্তি, অসম্পূর্ণ তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং দুর্বল প্রকল্প-পরবর্তী ফলোআপ টেকসই প্রভাবকে সীমিত করেছে।

সার্বিকভাবে বলা যায়, রস্ক-২ প্রকল্পের এক্সিট প্ল্যান কাগজে-কলমে শিক্ষাগত, দক্ষতাভিত্তিক, স্বাস্থ্যবিধি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন কার্যক্রম ধাপে ধাপে সমাপ্ত করার একটি বাস্তবসম্মত কাঠামো প্রদান করেছিল। তবে বাস্তবায়ন পর্যায়ে শিক্ষার্থী ট্র্যাকিং, মাধ্যমিক শিক্ষায় স্থানান্তর, প্রশিক্ষণ-পরবর্তী কর্মসংস্থান সংযোগ, এফডিএমএন শিশুদের দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষা পথ, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানভিত্তিক দায়িত্ব হস্তান্তর ও প্রকল্প-পরবর্তী মনিটরিংয়ে বিচ্যুতি ছিল। ফলে প্রকল্পের অর্জিত ফলাফল দীর্ঘমেয়াদে কতটা টেকসই হয়েছে, তা নিশ্চিতভাবে মূল্যায়নের জন্য পর্যাপ্ত তথ্যভিত্তিক ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল না। ভবিষ্যতে অনুরূপ প্রকল্পে এক্সিট প্ল্যানকে প্রকল্পের শেষ পর্যায়ের কার্যক্রম হিসেবে নয়, বরং প্রকল্প শুরুর সময় থেকেই শিক্ষার্থীভিত্তিক ট্র্যাকিং, প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব বণ্টন, সামাজিক সুরক্ষা সংযোগ ও কর্মসংস্থানমুখী ফলোআপসহ একটি বাধ্যতামূলক টেকসইকরণ কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৩.৪.৬ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনা পর্যালোচনা

রস্ক-২ প্রকল্পটি জুন ২০২১ সালে সমাপ্ত হওয়ার দীর্ঘ প্রায় পাঁচ বছর পর এর প্রভাব মূল্যায়ন (Impact Evaluation) সমীক্ষা পরিচালিত হওয়ায় মাঠপর্যায়ে উপাত্ত সংগ্রহে বেশ কিছু বাস্তবমুখী ও পদ্ধতিগত প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

i. প্রথমত, দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ায় বিপুল সংখ্যক সুবিধাভোগী শিক্ষার্থী, বিশেষ করে শহুরে বস্তি এলাকার স্থানান্তরপ্রবণ পরিবার এবং দুর্গম এলাকার বাসিন্দাদের বর্তমান অবস্থান শনাক্ত করা অত্যন্ত কঠিন ছিল।

ii. দ্বিতীয়ত, উত্তরদাতাদের মধ্যে রিকল বায়াস (Recall Bias) বা স্মরণ-সীমাবদ্ধতা প্রবলভাবে কাজ করেছে। কয়েক বছর আগের প্রাপ্ত শিক্ষা ভাতার সঠিক পরিমাণ, উপকরণ প্রাপ্তির সময় বা প্রশিক্ষণের সুনির্দিষ্ট তথ্য তারা নির্ভুলভাবে স্মরণ করতে পারেননি।

iii. তৃতীয়ত, প্রকল্পের মূল ভিত্তি আনন্দ স্কুল বা স্থানীয় শিখন কেন্দ্রগুলো ও কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি (CMC) বর্তমানে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। ফলশ্রুতিতে কেন্দ্রগুলোর বাস্তব পরিবেশ বা ব্যবস্থাপনা কাঠামো সরাসরি পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া, প্রকল্প সমাপ্তির কারণে সেন্ট্রাল প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট কার্যকর না থাকায় ও হালনাগাদ পিএমআইএস (PMIS) ডাটাবেস সংরক্ষিত না থাকায় দাপ্তরিক তথ্য, অডিট রিপোর্ট ও প্রয়োজনীয় দলিলাদি সংগ্রহের ক্ষেত্রেও মূল্যায়নকারী দলকে ব্যাপক তথ্যঘাটতি ও প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রতার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

৩.৫ সেকেন্ডারি তথ্যের ভিত্তিতে প্রভাব মূল্যায়ন, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

৩.৫.১ প্রভাব পর্যালোচনা

"রিচিং আউট-অব-স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) ফেইজ-২ (৩য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় সুযোগভিত্তিক শিক্ষা উদ্যোগ। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল দরিদ্র, ঝরে পড়া, কখনো বিদ্যালয়ে না যাওয়া ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশুদের শিক্ষার আওতায় আনা।

সেকেন্ডারি তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, রস্ক-২ প্রকল্পকে একদিকে শিক্ষা-বঞ্চিত শিশুদের পুনরায় শিক্ষার ধারায় আনার কার্যকর মডেল হিসেবে প্রশংসা করা হয়েছে; অন্যদিকে গণমাধ্যম, সংসদীয় পর্যবেক্ষণ ও স্বচ্ছতা-ভিত্তিক সংস্থার প্রতিবেদনে প্রকল্পের অনিয়ম, দুর্বল তদারকি, ভুয়া শিক্ষার্থী, শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম, অর্থ ব্যয়ের অদক্ষতা ও শিখন কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতার বিষয়ও উঠে এসেছে। ফলে রস্ক-২ প্রকল্পকে পুরোপুরি সফল বা পুরোপুরি ব্যর্থ বলা ঠিক হয়েছে না। প্রকল্পটি দরিদ্র ও স্কুলবহির্ভূত শিশুদের শিক্ষার আওতায় আনার ক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক ছিল ও শিক্ষাক্ষেত্রে দৃশ্যমান কিছু ইতিবাচক ফল অর্জন করেছে। তবে প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় তদারকি, ব্যবস্থাপনা ও মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালনায় বাস্তবায়নজনিত দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

৩.৫.২ সেকেন্ডারি তথ্যের উৎস ও পর্যালোচনা কাঠামো

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার সেকেন্ডারি তথ্য পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিবেদন, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার দলিল, গবেষণা-ভিত্তিক উপাত্ত, জাতীয় দৈনিক ও অনলাইন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন ও স্বচ্ছতা-ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ অনুসরণ করা হয়েছে। বিশেষ করে প্রকল্পের উদ্দেশ্য, শিখন কেন্দ্র মডেল, শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্তি, উপস্থিতি, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তি, মাধ্যমিকে অগ্রগমন/ভর্তি, নারী শিক্ষক ও স্থানীয় কমিটি, আর্থিক সহায়তা, কারিগরি প্রশিক্ষণ, অনিয়ম ও টেকসইকরণ এসব সূচককে পর্যালোচনার মূল কাঠামো হিসেবে নেওয়া হয়েছে।

বিশ্বব্যাংক-সমর্থিত নথিতে *[বিশ্বব্যাংকের Implementation Completion and Results Report (ICR), ২০২২]*[৮] রস্ক-২ প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৮৭,৫৫৬ জন স্কুলবহির্ভূত শিশুকে ২০,২৩৯টি শিখন কেন্দ্রে আনার তথ্য পাওয়া যায়; পাশাপাশি শহরে বস্তির ৪৮,০০০ শিশু এবং প্রায় ২৫,০০০ যুবক-যুবতীর জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও উদ্যোক্তা সহায়তার উল্লেখ রয়েছে। একই সঙ্গে বাংলাদেশ সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রামস *(BCCP)* রস্ক প্রকল্পকে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশাধিকার, মান ও দক্ষতা বৃদ্ধির একটি উদ্যোগ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছে; তাদের তথ্যে রস্কের প্রথম ধাপের ১৫,০০০ আনন্দ স্কুলের সঙ্গে আরও ৭,৫০০ আনন্দ স্কুল গঠনের কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে *(বাংলা ট্রিবিউন, ২০১৬)* প্রকল্প বাস্তবায়নে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ, অনেক শিখন কেন্দ্র বন্ধ হওয়া এবং উপবৃত্তি ও শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।

এখানে পর্যালোচনা বা বিশ্লেষণটি চারটি প্রশ্নের ভিত্তিতে সাজানো হয়েছে: -

i. প্রকল্পটি কি সঠিক উপকারভোগী ধরতে পেরেছিল?
ii. শিক্ষাগত ফলাফল কতটা দৃশ্যমান?
iii. সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব কতটা টেকসই? এবং
iv. বাস্তবায়ন ও শাসনব্যবস্থার দুর্বলতা প্রকল্পের প্রভাবকে কতটা সীমিত করেছে?

[8] *World Bank. (2022). Implementation Completion and Results Report (ICR) on a Credit to the People's Republic of Bangladesh for the Reaching Out-of-School Children (ROSC) Phase II Project.*

৩.৫.৩ প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতা ও উপকারভোগী অন্তর্ভুক্তি

রস্ক-২ প্রকল্পের সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল এর উপকারভোগী নির্ধারণ। প্রকল্পটি এমন শিশুদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল যারা কখনো বিদ্যালয়ে যায়নি, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়েছিল অথবা প্রচলিত বিদ্যালয় ব্যবস্থায় টিকে থাকতে পারেনি। প্রান্তিক, দরিদ্র, দুর্গম, চর, হাওর, চা-বাগান, শহরে বস্তি ও অনগ্রসর এলাকায় বিদ্যালয়বহির্ভূত শিশুদের জন্য বিকল্প শিখন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের প্রধান কৌশল ছিল।

সেকেন্ডারি তথ্য অনুযায়ী, রস্ক-২ প্রকল্প ১৪৮টি অনগ্রসর ও দুর্গম উপজেলায় শিখন কেন্দ্র স্থাপন করে প্রায় দেশের এক-তৃতীয়াংশ এলাকাকে কাভার করেছিল । এ ধরনের ভৌগোলিক বিস্তার প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতাকে শক্তিশালী করে। কারণ বাংলাদেশের অনেক দরিদ্র এলাকায় বিদ্যালয়ের দূরত্ব, পারিবারিক শ্রমের প্রয়োজন, বিদ্যালয়ে অনিয়মিত উপস্থিতি ও শিক্ষা ব্যয়ের কারণে শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করতে পারে না। রস্কের শিখন কেন্দ্রভিত্তিক মডেল এই সমস্যার একটি স্থানীয়, নমনীয় ও তুলনামূলকভাবে কম ব্যয়ী প্রতিক্রিয়া হিসেবে কাজ করেছে *(বিশ্বব্যাংক প্রকল্প অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২১)।*

“রস্ক-২ প্রকল্পের সার্বিক ফলাফল 'Satisfactory' হিসেবে মূল্যায়িত হয়েছে, কারণ প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতা উচ্চ, কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্য ও দক্ষতা যথেষ্ট মাত্রায় ছিল-বিশ্বব্যাংক আইসিআর প্রতিবেদন।” সার্বিক আউটকাম-কে সন্তোষজনক বলা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রকল্পটি প্রতিষ্ঠিত সংস্থা ও কমিউনিটির সমন্বয়ে অনানুষ্ঠানিক ও ব্যয়-সাশ্রয়ী পদ্ধতিতে স্কুলবহির্ভূত শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে কার্যকর ছিল *(আইসিআর, ২০২২)*।

তবে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা রয়েছে। প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল প্রকৃত বিদ্যালয়বহির্ভূত ও ঝরে পড়া শিশুদের প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা। কিন্তু বেশ কিছু সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে যে , কোনো কোনো আনন্দ স্কুলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়া শিক্ষার্থীর নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এবং বয়সসীমা বা ভর্তি নীতিমালা অনুসরণ করা হয়নি *(জাগো নিউজ, ২০১৬)* । এই অভিযোগ সত্য হলে প্রকল্পের লক্ষ্যভিত্তিক অন্তর্ভুক্তি দুর্বল হয়েছে। অর্থাৎ নকশাগতভাবে প্রকল্পটি দরিদ্র ও শিক্ষা-বঞ্চিত শিশুদের জন্য প্রাসঙ্গিক হলেও বাস্তবায়ন পর্যায়ে সুবিধাভোগী/উপকারভোগী যাচাই পদ্ধতি সব জায়গায় যথেষ্ট শক্তিশালী/কার্যকরী ছিল না।

৩.৫.৪ শিক্ষাগত প্রবেশাধিকার ও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির প্রভাব

রস্ক-২ প্রকল্পের ইতিবাচক প্রভাবের সবচেয়ে দৃশ্যমান ক্ষেত্র হলো শিক্ষাগত প্রবেশাধিকার। প্রকল্পের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক বিদ্যালয়বহির্ভূত শিশু শিখন কেন্দ্রে ভর্তি হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক নথিতে ৬৮৭,৫৫৬ জন শিশুকে শিখন কেন্দ্রে আনার তথ্য প্রকল্পের পরিসর বোঝায় *(বিশ্বব্যাংক প্রকল্প অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২১)*। একই ধরনের উৎসে প্রকল্পের উপাদান হিসেবে মানসম্মত শিক্ষায় প্রবেশাধিকার, সামাজিক সচেতনতা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

“রস্ক-২ প্রকল্পের প্রধান শক্তি ছিল এটি প্রচলিত বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার আওতায় এনেছে-বিশ্বব্যাংক আইসিআর প্রতিবেদন।” বিশ্বব্যাংকের ICR, ২০২২ অনুযায়ী, প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল নির্বাচিত অনুন্নত এলাকায় স্কুলবহির্ভূত শিশুদের জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশাধিকার, ধরে রাখা ও সমাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি করা। প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল ৭২০,০০০ স্কুলবহির্ভূত শিশুকে ২১,৭০০টি লার্নিং সেন্টার-এর মাধ্যমে সহায়তা করা। বাস্তবায়ন শেষে ৬৮৭,৫৫৬ জন স্কুলবহির্ভূত শিশু এলসি-তে ভর্তি হয়েছে।

এই তথ্য-উপাত্ত-গুলোর পর্যালোচনা থেকে এটি বলা যেতে পারে যে, প্রকল্পটি কেবল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম ছিল না; বরং সামাজিক সচেতনতা, স্থানীয় অংশগ্রহণ ও ব্যবস্থাপনাগত সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি বিকল্প শিক্ষা পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করেছিল। রস্কের শিখন কেন্দ্রগুলো শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে মাধ্যমিকে যাওয়ার সুযোগ তৈরি করার লক্ষ্য নিয়েছিল। Partnership for Transparency Fund (PTF)-এর তথ্য অনুযায়ী, রস্ক প্রকল্প বিদ্যালয়বহির্ভূত

শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে অনানুষ্ঠানিক সরবরাহ পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত করে পঞ্চম শ্রেণি সম্পন্ন ও মাধ্যমিকে উত্তরণের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

বিশ্বব্যাংকের ফলাফল কাঠামো অনুযায়ী, প্রকল্পে সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীর অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮৫ শতাংশ; বাস্তবে তা দাঁড়ায় ৮৭ শতাংশ। একইসঙ্গে নারী শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্তিতে প্রায় gender parity অর্জিত হয়েছে—লক্ষ্যমাত্রা ৫০ শতাংশের বিপরীতে অর্জন ৪৯ শতাংশ।

তবে প্রভাবের গুণগত দিকেও দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষায় প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি মানেই শেখার মান বৃদ্ধি নয়। কিছু বিশ্লেষণে রস্ক-২ প্রকল্পে প্রবেশাধিকার, ধরে রাখা ও পুনঃঅন্তর্ভুক্তির উন্নতির কথা বলা হলেও শেখার ফলাফল ও গুণগত মান নিয়ে আলাদা প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে । সুতরাং প্রকল্পের ইতিবাচক ফলাফল হলো-শিশুরা শিক্ষার আওতায় এসেছে; কিন্তু সীমাবদ্ধতা হলো-সব ক্ষেত্রে শিক্ষার মান, শিক্ষক দক্ষতা, মূল্যায়নের নির্ভরযোগ্যতা ও দীর্ঘমেয়াদি শেখার অর্জন একইভাবে নিশ্চিত হয়েছে কি না, তা নিয়ে আরও প্রমাণভিত্তিক যাচাই প্রয়োজন প্রতীয়মান হয়।

৩.৫.৫ উপস্থিতি, শিক্ষার্থী ধরে রাখা ও শিক্ষার ধারাবাহিকতা

রস্ক-২ প্রকল্পের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব হলো শিক্ষার্থী ধরে রাখা। দরিদ্র পরিবারের শিশুদের ক্ষেত্রে ভর্তি করানো অপেক্ষা বিদ্যালয়ে টিকিয়ে রাখা অধিক কঠিন। অর্থনৈতিক অনটন, পারিবারিক শ্রম, অল্প বয়সে কাজে যুক্ত হওয়া, মেয়েদের ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহ ও গৃহস্থালি দায়িত্ব এসব কারণে ঝরে পড়ার ঝুঁকি বেশি থাকে। রস্ক-২ প্রকল্প উপবৃত্তি, শিক্ষাসামগ্রী, স্থানীয় শিখন কেন্দ্র ও কমিউনিটি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই ঝুঁকি কমানোর চেষ্টা করেছে।

দ্বিতীয় সুযোগভিত্তিক শিক্ষা মডেল হিসেবে রস্ক-২ প্রকল্পের একটি শক্তি ছিল এর নমনীয়তা। স্থানীয় চাহিদাভিত্তিক শিখন কেন্দ্র দরিদ্র পরিবারকে বিদ্যালয়ের দূরত্ব ও সময়সূচীর বাধা থেকে কিছুটা মুক্তি দেয়। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তিতে রস্ক শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য হয়েছে মর্মে বিশ্বব্যাংক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, *"রস্ক শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে; এটি প্রকল্পের অন্যতম প্রধান শিক্ষাগত সাফল্য।"* বিশ্বব্যাংকের ICR, ২০২২-এ উল্লেখ করা হয়েছে, লার্নিং সেন্টারে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সমাপ্তি হার ৭৩ শতাংশ বেসলাইন থেকে ৮৩.৭৬ শতাংশে উন্নীত হয় এবং সংশোধিত ৭৮ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে। একই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রায় ৮৪ শতাংশ রস্ক শিক্ষার্থী PEC পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছে।

বাংলাদেশ সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রামস-এর বর্ণনায় দেখা যায়, প্রকল্পটি সামাজিক সচেতনতা ও কমিউনিটি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় যুক্ত করার চেষ্টা করেছে । এর অর্থ হলো প্রকল্পটি শুধু শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে টেনে আনার চেষ্টা করেনি; বরং পরিবার ও কমিউনিটিকেও শিক্ষার পক্ষে সক্রিয় করার চেষ্টা করেছে।

তবে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত কিছু অভিযোগ এই ইতিবাচক ধারাবাহিকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। বাংলা ট্রিবিউনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দুর্নীতি, অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার কারণে তিন মাসে (২০১৮ সাল) ৫২টি স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং আরও শতাধিক স্কুল বন্ধ হওয়ার পথে ছিল । আরেক প্রতিবেদনে ১,১৬২টির মধ্যে ৫৮১টি স্কুল বন্ধ হওয়ার তথ্য প্রকাশিত হয় এবং বলা হয় যে অনিয়মের কারণে শিক্ষার্থী ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়েছিল *(বাংলা ট্রিবিউন, ২০১৬)*। এসব অভিযোগ নির্দেশ করে, প্রকল্পের কেন্দ্র-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় সব জায়গায় ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যায়নি।

৩.৫.৬ নারী শিক্ষা, নারী শিক্ষক ও সামাজিক ক্ষমতায়ন

রস্ক-২ প্রকল্পের সামাজিক প্রভাবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নারী অংশগ্রহণ। প্রকল্পে নারী শিক্ষক, মায়েদের নেতৃত্বভিত্তিক কমিটি ও মেয়েশিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তি প্রকল্পটিকে শুধু শিক্ষা প্রকল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেনি; বরং স্থানীয় পর্যায়ে নারী নেতৃত্ব বিকাশের ক্ষেত্রও তৈরি করেছে। ব্যবহারকারীর সংকলিত সেকেন্ডারি তথ্যেও নারী শিক্ষক ও নারী নেতৃত্বের বিষয়টি প্রকল্পের একটি শক্তিশালী ইতিবাচক দিক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে *(বিশ্বব্যাংক আইসিআর প্রতিবেদন, ২০২২)।*

নারী শিক্ষক থাকার কারণে অনেক দরিদ্র পরিবার কন্যাশিশুকে আনন্দ স্কুলে পাঠাতে তুলনামূলকভাবে নিরাপদ বোধ করতে পারে। বাংলাদেশে গ্রামীণ ও দরিদ্র এলাকায় মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর ক্ষেত্রে নিরাপত্তা, সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা ও পরিবারিক আস্থার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় নারী শিক্ষক ও মা-ভিত্তিক কমিটি এই আস্থা তৈরিতে সহায়ক হতে পারে। একই সঙ্গে নারী শিক্ষক হিসেবে স্থানীয় তরুণীদের কর্মসংস্থান প্রকল্পের একটি অতিরিক্ত সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রভাব তৈরি করেছে।

তবে নারী ক্ষমতায়নের ফলাফলকে অতিরঞ্জিত করা ঠিক হয়েছে না। নারী শিক্ষক বা নারী কমিটি থাকা মানেই মেয়েদের জীবনপথে স্থায়ী পরিবর্তন এসেছে এমন দাবি করার জন্য দীর্ঘমেয়াদি তথ্য দরকার। পূর্ববর্তী প্রাথমিক তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, রস্কের শিক্ষাগত প্রভাব শক্তিশালী হলেও বাল্যবিবাহ বা গৃহস্থালি কাজে আটকে পড়ার ক্ষেত্রে ফল মিশ্র। ফলে বলা যায়, রস্ক প্রকল্প মেয়েদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ বাড়াতে সহায়ক হলেও বাল্যবিবাহ, গৃহস্থালি শ্রম ও সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্তনে এককভাবে যথেষ্ট ছিল না।

৩.৫.৭ উপবৃত্তি, শিক্ষা উপকরণ ও দরিদ্র পরিবারের ব্যয়-ঝুঁকি

রস্ক-২ প্রকল্পের একটি বড় নকশাগত শক্তি ছিল চাহিদাভিত্তিক সহায়তা যেমন উপবৃত্তি, শিক্ষা উপকরণ, স্থানীয় শিখন কেন্দ্র ও সামাজিক সচেতনতা। দরিদ্র পরিবারের শিশুর ক্ষেত্রে শিক্ষার ব্যয় শুধু বই-খাতা বা পোশাকের খরচ নয়; বরং শিশুর শ্রম থেকে পরিবার যে আয় পেত, তা হারানোর ঝুঁকিও রয়েছে। তাই আর্থিক সহায়তা দরিদ্র পরিবারকে শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর প্রণোদনা দিতে পারে।

বিশ্বব্যাংকের ICR-এ উল্লেখ করা হয়েছে, যারা প্রাথমিক শিক্ষা শেষে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেনি, তাদের ক্ষেত্রে অভিভাবকদের প্রধান বক্তব্য ছিল—মেইনস্ট্রিম জিপিএস বা প্রাইভেট বিদ্যালয়ে-এ ROSC-এর মতো আর্থিক সুবিধা না থাকায় স্কুলিং-এর ব্যয় বহন করা সম্ভব হয়নি। প্রতিবেদনের অ্যানেক্স-অংশে বলা হয়েছে, ড্রপ-আউট শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের ৪০.৯৩ শতাংশ বিদ্যালয় সংক্রান্ত ব্যয় বহন করতে না পারাকে প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

সেকেন্ডারি সূত্রে প্রকল্পের লক্ষ্য ও কৌশল হিসেবে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য প্রবেশাধিকার, মান ও দক্ষতা বৃদ্ধির কথা পাওয়া যায়। তবে সংবাদসূত্রগুলোতে উপবৃত্তি বিতরণ নিয়ে গুরুতর অভিযোগও আছে। জাগো নিউজের প্রতিবেদনে নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠান, সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর নাম অন্তর্ভুক্তি, অর্থের বিনিময়ে শিক্ষক নিয়োগ, উপবৃত্তি ও উপকরণ উত্তোলনসহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ উল্লেখ করা হয়েছে । অর্থাৎ উপবৃত্তি প্রকল্পের কার্যকর উপাদান হলেও তা একই সঙ্গে অনিয়মের ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্র পরিলক্ষিত হয়। সুবিধাভোগীর পরিচয় যাচাই, উপস্থিতি যাচাই, মোবাইলভিত্তিক অর্থপ্রবাহ, সামাজিক নিরীক্ষা ও স্বাধীন তৃতীয় পক্ষের পরিবীক্ষণ না থাকলে উপবৃত্তি প্রকৃত দরিদ্র শিশুর কাছে না পৌঁছানোর ঝুঁকি তৈরি হয়।

৩.৫.৮ কমিউনিটি ব্যবস্থাপনায় প্রভাব

রস্ক প্রকল্পের একটি উদ্ভাবনী বৈশিষ্ট্য ছিল কমিউনিটি-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা। স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে শিখন কেন্দ্র স্থাপন, স্থানীয় কমিটি, মা-ভিত্তিক অংশগ্রহণ ও স্থানীয় শিক্ষক নিয়োগ প্রকল্পের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে সহায়ক হয়েছে। একটি কেন্দ্র যদি স্থানীয় মানুষ নিজের প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখে, তাহলে শিশুর উপস্থিতি, অভিভাবক সম্পৃক্ততা ও সামাজিক নজরদারি বৃদ্ধি পাওয়ার কথা।

কিন্তু এই মডেলের একটি বড় ঝুঁকিও ছিল স্থানীয় দখল বা স্থানীয় প্রভাবশালীদের নিয়ন্ত্রণ। পিটিএফ রস্ক-২ সম্পর্কিত প্রকল্প নোটে উল্লেখ করেছে যে শিখন কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষার্থী নির্বাচন কমিটির ওপর নির্ভর করায় অনিয়ম ও দুর্নীতির সুযোগ তৈরি হতে পারে। তাদের প্রতিবেদনে রস্ক প্রকল্পকে বিদ্যালয়বহির্ভূত শিশুদের দ্বিতীয় সুযোগের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ বলা হলেও কমিউনিটি ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়নজনিত ঝুঁকিও বোঝা যায় *(Partnership for Transparency Fund, ২০১৮)* ।

এই কারণে ভবিষ্যৎ রস্ক-ধরনের প্রকল্পে কমিউনিটি ব্যবস্থাপনা বাদ দেওয়া উচিত নয়; বরং এটিকে শক্তিশালী জবাবদিহিতা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা প্রয়োজন। যেমন, প্রতিটি শিখন কেন্দ্রের শিক্ষার্থীর তালিকা প্রকাশ, উপস্থিতি ডিজিটালভাবে সংরক্ষণ, উপবৃত্তি সরাসরি অভিভাবক বা শিক্ষার্থীর হিসাবে প্রদান, অভিযোগ গ্রহণ ব্যবস্থা ও স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক নিরীক্ষা চালু করা।

৩.৫.৯ অস্বচ্ছতা, দুর্নীতি ও বাস্তবায়ন দুর্বলতার প্রভাব

রস্ক-২ প্রকল্পের নেতিবাচক মূল্যায়নের প্রধান ভিত্তি হলো বাস্তবায়ন পর্যায়ের অনিয়ম। বাংলা ট্রিবিউন, জাগো নিউজ ও অন্যান্য সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে শিখন কেন্দ্র বন্ধ হওয়া, অযোগ্য শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্তি, শিক্ষক নিয়োগে অস্বচ্ছতা, উপবৃত্তি ও উপকরণ উত্তোলন, অদক্ষতা, দুর্নীতি ও অর্থ ব্যয়ের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। প্রতিদিনের সংবাদের একটি প্রতিবেদনেও ৫৮১টি স্কুল বন্ধের তথ্য ও নীতিমালা না মানার অভিযোগ উল্লেখ করা হয়েছে *(বাংলা ট্রিবিউন, ২০১৬)।*

গণমাধ্যমে প্রকাশিত অভিযোগ আদালত বা নিরীক্ষা-প্রমাণিত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়। তবে প্রভাব মূল্যায়নে এগুলোকে উপেক্ষা করাও ঠিক হবে না। কারণ এমন অভিযোগ বারবার উঠে এলে তা যে কোনো প্রকল্পের শাসন কাঠামো, আর্থিক নিয়ন্ত্রণ, মাঠপর্যায়ের পরিবীক্ষণ ও উপকারভোগী যাচাই ব্যবস্থার দুর্বলতা নির্দেশ করে। উন্নয়ন প্রকল্পে প্রভাব শুধু কতজন শিশু ভর্তি হলো তা দিয়ে মাপা যায় না; বরং নির্ধারিত সুবিধা প্রকৃত উপকারভোগীর কাছে পৌঁছেছে কি না, সেই প্রশ্নও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

বিশেষ করে যদি কোনো শিখন কেন্দ্র কাগজে থাকে কিন্তু বাস্তবে কার্যকর না হয়, তাহলে প্রকল্পের প্রবেশাধিকার ও উপস্থিতির তথ্য অতিরঞ্জিত হতে পারে। আবার যদি উপবৃত্তি প্রকৃত শিশুর কাছে না পৌঁছে, তাহলে দরিদ্র পরিবারের শিক্ষা ব্যয় কমানোর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। ফলে অনিয়ম প্রকল্পের শুধু আর্থিক ক্ষতি নয়; এটি শিক্ষাগত প্রভাবকেও দুর্বল করে।

৩.৫.১০ ব্যয়, অর্থব্যবস্থাপনা ও অর্থের মূল্য

সেকেন্ডারি তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় *(বাংলা ট্রিবিউন, ২০১৬)*, সংবাদসূত্রে প্রকল্পের অর্থ ব্যয়ের সক্ষমতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। জাগো নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রকল্পের একটি পর্যায়ে বড় অঙ্কের অর্থ ফেরত যাওয়ার আশঙ্কা ও কম অর্থ ব্যয়ের কারণে প্রকল্পের ধরন পরিবর্তন করে ব্যয় বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। উন্নয়ন প্রকল্পে কম ব্যয় কখনো কখনো সাশ্রয়ের নির্দেশক হতে পারে; কিন্তু যদি তা পরিকল্পিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন না হওয়া, ক্রয় প্রক্রিয়ার বিলম্ব, মাঠপর্যায়ের প্রস্তুতির ঘাটতি বা সিদ্ধান্তহীনতার কারণে হয়, তাহলে তা প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দক্ষতার দুর্বলতা হিসেবে প্রতীয়মান হয়।

অর্থের মূল্য বিচার করতে হলে তিনটি বিষয় দেখতে হয়-বরাদ্দ যথাযথ খাতে ব্যয় হয়েছে কি না, ব্যয়িত অর্থের বিপরীতে প্রত্যাশিত সেবা দেওয়া হয়েছে কি না ও সেবার মান গ্রহণযোগ্য ছিল কি না। রস্ক-২ প্রকল্পে শিক্ষাগত অন্তর্ভুক্তির ফল ইতিবাচক হলেও সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত অনিয়ম ব্যয়ের গুণগত মান সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। বিশেষ করে কাগুজে কেন্দ্র, অযোগ্য শিক্ষার্থী, উপবৃত্তি লুটপাট বা শিক্ষক নিয়োগে অর্থ লেনদেনের অভিযোগ থাকলে প্রকল্পের অর্থের মূল্য কমে যায়।

তাই ভবিষ্যৎ প্রকল্পে অর্থব্যবস্থাপনাকে শুধু হিসাবরক্ষণ বা বিল পরিশোধ হিসেবে না দেখে ফলাফলভিত্তিক অর্থব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে। অর্থপ্রদান শিক্ষার্থীর যাচাইকৃত উপস্থিতি, শেখার অগ্রগতি, কেন্দ্রের কার্যকারিতা ও স্বাধীন পরিবীক্ষণের সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে।

৩.৫.১১ প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা থেকে জীবিকায় উত্তরণ

রস্ক-২ প্রকল্পের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও উদ্যোক্তা সহায়তা। প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রকল্পটি প্রায় ২৫,০০০ যুবক-যুবতীর জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও উদ্যোগ উন্নয়ন সহায়তা দিয়েছে। এটি প্রকল্পকে শুধুমাত্র প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের বাইরে এনে শিক্ষা থেকে জীবিকায় উত্তরণের একটি সম্ভাব্য পথ তৈরি করেছে।

তবে এই উপাদান প্রকল্পের সামগ্রিক উপকারভোগীর তুলনায় সীমিত। তথ্য বিশ্লেষণেও দেখা গেছে প্রশিক্ষণের আওতা কম হলেও যারা প্রশিক্ষণ পেয়েছে, তাদের অনেকেই আয় বা কাজের ক্ষেত্রে উপকার পেয়েছে। সুতরাং রস্ক-২ প্রকল্পের একটি শিক্ষা হলো দ্বিতীয় সুযোগভিত্তিক শিক্ষা প্রকল্পে শুধু প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করানো যথেষ্ট নয়। যেসব শিশু বয়সে বড়, দরিদ্র ও দ্রুত আয়ের প্রয়োজন আছে, তাদের জন্য কারিগরি দক্ষতা, শিক্ষানবিশ, জীবনদক্ষতা, ক্ষুদ্র উদ্যোগ সহায়তা ও স্থানীয় শ্রমবাজারের সঙ্গে সংযোগ প্রয়োজন।

অর্থাৎ রস্ক-২ প্রকল্প শিক্ষা থেকে জীবিকার পথে প্রাথমিক ভিত্তি তৈরি করেছে, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সেতু নির্মাণ করতে পারেনি। ভবিষ্যৎ প্রকল্পে প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক উত্তরণ, কারিগরি প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সংযোগকে একই ধারাবাহিক প্যাকেজ হিসেবে নেওয়া উচিত।

৩.৫.১২ শহুরে বস্তি, সংকটকালীন শিক্ষা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অভিযোজন

রস্ক-২ প্রকল্পের পরিসরে শহুরে বস্তির শিশুদের অন্তর্ভুক্তি গুরুত্বপূর্ণ। আরডিপিপি অনুযায়ী, ১০টি সিটি কর্পোরেশনে ৪৮,০০০ শহুরে বস্তির শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শহুরে বস্তির শিশুরা গ্রামীণ দরিদ্র শিশুর মতোই শিক্ষা থেকে বাদ পড়ার ঝুঁকিতে থাকে; অনেক সময় তাদের পরিবার অস্থায়ীভাবে বসবাস করে, বাবা-মা অনানুষ্ঠানিক শ্রমে যুক্ত থাকে ও শিশুরাও অল্প বয়সে কাজে যুক্ত হয়ে পড়ে। তাই শহুরে দরিদ্র শিশুদের জন্য নমনীয় ও দ্রুতগতির শিখন মডেল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

এছাড়া রস্ক-২ প্রকল্প রোহিঙ্গা সংকট ও দুর্যোগপ্রবণ এলাকার মতো জটিল প্রেক্ষাপটে শিক্ষা সহায়তার মডেল হিসেবে আলোচিত হয়েছে। যদিও এই অংশে অধিকতর নির্ভরযোগ্য প্রকল্প-নির্দিষ্ট উপাত্ত প্রয়োজন, তথাপি রস্ক মডেলের নমনীয়তা সংকটকালীন শিক্ষায় ব্যবহারযোগ্য। শিক্ষা ব্যবস্থা যখন প্রচলিত বিদ্যালয়ভিত্তিক কাঠামো দিয়ে সব শিশুকে ধরতে পারে না, তখন স্থানীয় শিখন কেন্দ্র, সম্প্রদায়ভিত্তিক শিক্ষক এবং বিকল্প শিক্ষাসামগ্রী কার্যকর হতে পারে।

তবে সংকটকালীন অভিযোজনের ক্ষেত্রে মান নিয়ন্ত্রণ, শিশু সুরক্ষা এবং শেখার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা জরুরি। শুধু কেন্দ্র খোলা বা শিশু জড়ো করা যথেষ্ট নয়; শিক্ষার মান, নিরাপত্তা, শিশুর মনোসামাজিক সহায়তা ও পরবর্তী মূলধারায় স্থানান্তরের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

পরিশেষে বলা যায়, সেকেন্ডারি তথ্যের ভিত্তিতে রস্ক-২ প্রকল্পকে একটি উচ্চ প্রাসঙ্গিক, সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় ও শিক্ষাগতভাবে দৃশ্যমান প্রভাবসম্পন্ন প্রকল্প হিসেবে মূল্যায়ন করা যায়। এটি দরিদ্র, ঝরে পড়া ও বিদ্যালয়বহির্ভূত শিশুদের শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগ দিয়েছে; স্থানীয় শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে নমনীয় শিক্ষা পরিবেশ তৈরি করেছে; নারী শিক্ষক ও কমিউনিটি অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক মালিকানা গড়ে তুলেছে; এবং প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সীমিত হলেও জীবিকামুখী পথের সূচনা করেছে। তবে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাঠামো সব জায়গায় সমানভাবে কার্যকর ছিল না। সংবাদমাধ্যম ও স্বচ্ছতা-ভিত্তিক সূত্রে প্রকাশিত অভিযোগগুলো নির্দেশ করে যে শিক্ষার্থী বাছাই, শিক্ষক নিয়োগ, শিখন কেন্দ্রের কার্যকারিতা, উপবৃত্তি বিতরণ, ব্যয় ব্যবস্থাপনা ও মাঠপর্যায়ের তদারকিতে গুরুতর দুর্বলতা ছিল। ফলে প্রকল্পের ইতিবাচক শিক্ষাগত প্রভাবের পাশাপাশি বাস্তবায়নজনিত ঝুঁকি ও টেকসইকরণের সীমাবদ্ধতাও স্পষ্ট। ফলে এর সবচেয়ে বড় সাফল্য ছিল দরিদ্র ও শিক্ষা-বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষায় ফিরিয়ে আনা; সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা ছিল সব কেন্দ্রে মান, স্বচ্ছতা ও দীর্ঘমেয়াদি ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে না পারা। ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্পকে আরও কার্যকর করতে হলে দ্বিতীয় সুযোগভিত্তিক শিক্ষা, ডিজিটাল সুবিধাভোগী যাচাই, ফলাফলভিত্তিক অর্থব্যবস্থা, সামাজিক নিরীক্ষা, মাধ্যমিক উত্তরণ সহায়তা ও শিক্ষা থেকে জীবিকায় উত্তরণের পথ একসঙ্গে ডিজাইন করা যেতে পারে। তাহলেই রস্ক-ধরনের প্রকল্প শুধু শিশুদের বিদ্যালয়ে ফেরাবে না; বরং তাদের দীর্ঘমেয়াদি মানবসম্পদে রূপান্তরিত করতে পারবে।

৩.৬ প্রাইমারি তথ্যভিত্তিক প্রভাব বিশ্লেষণ ও টেকসইতা পর্যালোচনা

"রিচিং আউট-অব-স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) ফেইজ-২ (৩য় সংশোধিত)" প্রকল্পটি বাংলাদেশের দরিদ্র, প্রান্তিক ও শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন শিশুদের পুনরায় শিক্ষার মূলধারায় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে গৃহীত একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্য, শিশুশ্রম, বিদ্যালয়ের দূরত্ব, শিক্ষা উপকরণের অভাব এবং সামাজিক অনীহার কারণে বিপুল সংখ্যক শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ে। এই ঝরে পড়া রোধ, বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধি ও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির সুযোগ সৃষ্টিতে রস্ক-২ প্রকল্প একটি কার্যকর বিকল্প শিক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে নীতিগত হস্তক্ষেপ করেছে। অত্র অংশে মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত প্রাথমিক উপাত্তের ভিত্তিতে এই প্রকল্পের প্রকৃত প্রভাব ও কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা হয়েছে।

ক) প্রভাব মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ও মূল গবেষণা প্রশ্ন

প্রকল্পের প্রকৃত প্রভাব নিরূপণের জন্য এই সমীক্ষায় মূলত নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে:

i. রস্ক প্রকল্প কি ঝরে পড়া ও স্কুলবহির্ভূত শিশুদের সফলভাবে শিক্ষায় ফিরিয়ে আনতে পেরেছে?

ii. প্রকল্পটি কি শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে সহায়তা করেছে?

iii. প্রকল্প সমাপ্তির পর এই শিক্ষার্থীরা কি মাধ্যমিক পর্যায়ে অগ্রসর হতে পেরেছে?

iv. সুবিধাভোগী শিক্ষার্থীদের বর্তমান শিক্ষা, আয়, দক্ষতা, কর্মসংস্থান ও সামাজিক অবস্থানে কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে কি?

প্রকল্পের প্রভাব সুনির্দিষ্টভাবে পরিমাপ করার জন্য তুলনামূলক বিশ্লেষণ (Comparative Analysis) পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য মূলত দুই ধরনের উত্তরদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে:

- প্রোগ্রাম গ্রুপ: রস্ক আনন্দ বিদ্যালয়ের সাবেক/প্রাক্তন শিক্ষার্থী, যারা সরাসরি প্রকল্পের সুবিধাভোগী এবং এলসি শিক্ষক, সিএমসি ও স্থানীয় জনগণ-অভিভাবক-জনপ্রতিনিধি।
- কন্ট্রোল গ্রুপ: একই আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের সমকক্ষ শিক্ষার্থী, যারা রস্ক বা অনুরূপ কোনো প্রকল্পের সুবিধা পাননি।

উভয় গ্রুপের শিক্ষাগত ফলাফল, কর্মসংস্থান, আয় ও সামাজিক সূচকের তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমেই প্রকল্পের নিট প্রভাব নিরূপণ করা হয়েছে।

খ) মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ ও স্যাম্পলিং-এর সীমাবদ্ধতা

মূল গবেষণা নকশা (Sample Design) অনুযায়ী এই সমীক্ষার জন্য মোট ১৫০০ জন উত্তরদাতার তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতায় সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সর্বমোট ৯২৮ জনের তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। এর মধ্যে প্রোগ্রাম গ্রুপের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ৩১১ জন (লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭২০ জন) এবং কন্ট্রোল গ্রুপের ২৩৮ জন (লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩০০ জন)। অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের ক্ষেত্রেও লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রাপ্তি কিছুটা কম ছিল। এই স্যাম্পল ঘাটতির পেছনে মাঠ পর্যায়ের কিছু বাস্তব ও যৌক্তিক সীমাবদ্ধতা নিচে তুলে ধরা হলো:

- প্রাক্তন শিক্ষার্থী (প্রাপ্তি ৩১১/৭২০): বাস্তবায়নকারী সংস্থা (DPE), এনজিও ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলো থেকে শিক্ষার্থীদের পুরাতন কিংবা হালনাগাদ তথ্য পাওয়া যায়নি। প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার প্রায় অর্ধ-দশক অতিক্রান্ত হওয়ায় মাঠ পর্যায়ের বর্তমান কর্মকর্তাদের এই প্রকল্প সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা বা রেকর্ড না থাকা। এছাড়া শিক্ষার্থীদের অনেকেই জীবিকার সন্ধানে বা উচ্চশিক্ষার জন্য এলাকা পরিবর্তন করেছেন ও অনেক নারী শিক্ষার্থীর বাল্যবিবাহ হয়ে যাওয়ায় কিংবা রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থার কারণে তাদের খুঁজে পেলেও সাক্ষাৎকার গ্রহণ সম্ভব হয়নি।

- লার্নিং সেন্টার (LC) শিক্ষক (প্রাপ্তি ১২৭/১৮০): প্রকল্প সমাপ্তির পর অধিকাংশ শিক্ষক পেশা পরিবর্তন করে অন্যত্র চলে গেছেন। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে অনেকের মোবাইল নম্বর পরিবর্তন হওয়ায় ও লার্নিং সেন্টারগুলোর ভৌত অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাওয়ায় স্নোবল স্যাম্পলিং (Snowball Sampling) পদ্ধতি ব্যবহার করেও তাদের ট্র্যাক করা কঠিন ছিল।

- সেন্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি বা CMC সদস্য (প্রাপ্তি ১৩৮/১৮০): প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সিএমসি কমিটিগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়। সাবেক সদস্যরা নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাকায় ও প্রকল্পের বর্তমান কার্যক্রম না থাকায় অনেকেই দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে সময় দিতে অনীহা প্রকাশ করেন।

- স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ (প্রাপ্তি ১১৪/১২০): এক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রার প্রায় কাছাকাছি পৌঁছানো সম্ভব হলেও, ৫ বছর আগের একটি প্রকল্প সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য বা স্মৃতি রোমন্থন করতে পারেন এমন উপযুক্ত ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া কিছুটা চ্যালেঞ্জিং ছিল।

- কন্ট্রোল গ্রুপ (প্রাপ্তি ২৩৮/৩০০): প্রোগ্রাম গ্রুপের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে হুবহু মিলে যায় (Proper Matching) এমন সমকক্ষ প্রাক্তন শিক্ষার্থী কন্ট্রোল গ্রুপ নির্বাচন করা কঠিন ছিল। তাছাড়া তারা সরাসরি প্রকল্পের সুবিধাভোগী না হওয়ায় তথ্য প্রদানে তাদের মধ্যে অনুপ্রেরণার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

সার্বিক পর্যালোচনা: প্রকল্প সমাপ্তির ৫ বছর পর পরিচালিত এই সমীক্ষায় প্রধান প্রতিবন্ধকতা ছিল তথ্য-উপাত্তের অপ্রতুলতা (Information Gap)। খাতা-কলমে অনেক লার্নিং সেন্টারের নাম থাকলেও বাস্তবে এর অস্তিত্ব বা ধারাবাহিক রেকর্ড পাওয়া যায়নি। ফলে স্যাম্পল সংখ্যার এই ঘাটতি পদ্ধতিগত কোনো ত্রুটি নয়, বরং এটি দীর্ঘ সময় ব্যবধান ও মাঠ পর্যায়ের বাস্তব পরিস্থিতিরই প্রতিফলন। প্রাপ্ত ৯২৮ জন উত্তরদাতার (প্রোগ্রাম গ্রুপ ৬৯০ ও কন্ট্রোল গ্রুপ ২৩৮) তথ্য একটি সুবৃহৎ স্যাম্পল সাইজ গঠন করে, যা ৫% মার্জিন অব এরর-এ Confidence Level নিশ্চিত করতে সক্ষম। প্রকল্প সমাপ্তির পাঁচ বছর পর তথ্যের অপ্রতুলতা, শিক্ষার্থীদের ভৌগোলিক স্থানান্তর ও সামাজিক রক্ষণশীলতার মতো বাস্তব চ্যালেঞ্জের মুখেও সংগৃহীত এই তথ্যগুলো মাঠের প্রকৃত ও নির্ভরযোগ্য চিত্র তুলে ধরে। আইএমইডি-র পরিবীক্ষণ মানদণ্ড অনুযায়ী, দুই গ্রুপের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণের জন্য এই নমুনা সংখ্যাটি প্রকল্পের শিক্ষাগত ও আর্থ-সামাজিক প্রভাব যাচাইয়ের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী ও বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি প্রদান করে যা প্রতিবেদনের নির্ভরযোগ্যতাকে সুসংহত করে।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপট ও সংগৃহীত উপাত্তের ভিত্তিতে কন্ট্রোল গ্রুপের তুলনায় প্রোগ্রাম গ্রুপের (রস্ক উপকারভোগী) মাঝে যে দৃশ্যমান পরিবর্তন ও প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে, তা নিচে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলো:

নিম্নোক্ত সূচকের ভিত্তিতে প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে:

সারণি: ৩.১৩ প্রভাব মূল্যায়নের প্রধান সূচকসমূহ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	ব্যবহৃত সূচক	বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য
লক্ষ্যভিত্তিক অন্তর্ভুক্তি	রস্কে ভর্তির আগে শিক্ষাগত অবস্থা	প্রকল্পটি আসলেই ঝরে পড়া/স্কুলবহির্ভূত শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করেছে কিনা
প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তি	PECE উত্তীর্ণ হার	প্রকল্পের শিক্ষাগত ফলাফল নিরূপণ
মাধ্যমিকে ভর্তি	মাধ্যমিক/মাদ্রাসা/ভোকেশনাল স্কুলে ভর্তি	শিক্ষার ধারাবাহিকতা নিরূপণ
শিক্ষায় টিকে থাকা	বর্তমানে পড়াশোনায় যুক্ত থাকা	দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষাগত প্রভাব নিরূপণ

মূল্যায়ন ক্ষেত্র	ব্যবহৃত সূচক	বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য
আর্থিক সহায়তা	উপবৃত্তি/আর্থিক সহায়তা	দরিদ্র পরিবারের শিক্ষা ব্যয় কমানোর ভূমিকা
অর্থনৈতিক ফলাফল	বর্তমান আয় ও কর্মসংস্থান	শিক্ষা থেকে আয়/কর্মসংস্থানে সম্ভাব্য প্রভাব
দক্ষতা উন্নয়ন	প্রাক-বৃত্তিমূলক/বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ	কর্মমুখী দক্ষতা অর্জনের মাত্রা
সামাজিক ফলাফল	বিয়ের বয়স/বাল্যবিবাহ	সামাজিক পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রভাব
বাধা ও সীমাবদ্ধতা	শিক্ষাগত বাধা ও মাধ্যমিকে ভর্তি বাধা	ভবিষ্যৎ স্টাডির জন্য শিক্ষণীয় দিক

৩.৬.১ উত্তরদাতাদের প্রোফাইল ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ

প্রোগ্রাম গ্রুপে মোট ৩১১ জন সাবেক রস্ক শিক্ষার্থীর তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাদের গড় বয়স ১৮.২৩ বছর; সর্বনিম্ন বয়স ১২ ও সর্বোচ্চ ২১ বছর। কন্ট্রোল গ্রুপে উত্তরদাতাদের গড় বয়স ১৯.৮৯ বছর; সর্বনিম্ন বয়স ১৩ ও সর্বোচ্চ ২৪ বছর। বয়সের দিক থেকে কন্ট্রোল গ্রুপ সামান্য বেশি বয়সী হলেও দুই গ্রুপই রস্ক প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন শিক্ষা বয়সী বা পরবর্তী সময়ের তরুণ জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে।

লিঙ্গভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রোগ্রাম গ্রুপে নারী উত্তরদাতার হার ৫৮.২০ শতাংশ ও পুরুষ ৪১.৮০ শতাংশ। অন্যদিকে কন্ট্রোল গ্রুপে নারী ৪৫ শতাংশ ও পুরুষ ৫৫ শতাংশ। এই পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রোগ্রাম গ্রুপে নারীর অংশগ্রহণ বেশি হওয়া নির্দেশ করে, রস্ক প্রকল্প মেয়েশিশুদের অন্তর্ভুক্তিকরণে তুলনামূলকভাবে বেশি কার্যকর হতে পারে। তবে একই কারণে কর্মসংস্থান, আয় ও বিবাহসংক্রান্ত ফলাফল ব্যাখ্যার সময় জেন্ডার কমপজিশন বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে প্রোগ্রাম গ্রুপে প্রাইমারি পাশ ৩৭.৯৪ শতাংশ, মাধ্যমিক পাশ ৩৯.৮৭ শতাংশ, উচ্চমাধ্যমিক পাশ ১৯.২৯ শতাংশ ও স্নাতক-অধ্যয়ন ২.৮৯ শতাংশ। কন্ট্রোল গ্রুপে প্রাইমারি পাশ ৪২.৪৪ শতাংশ, মাধ্যমিক পাশ ৪২.০২ শতাংশ, উচ্চমাধ্যমিক পাশ ১১.৭৬ শতাংশ ও স্নাতক-অধ্যয়ন ৩.৭৮ শতাংশ। এই উপাত্ত থেকে ধারণা করা যায়, দুই গ্রুপের মধ্যে প্রাইমারি ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাগত অর্জন কাছাকাছি হলেও প্রোগ্রাম গ্রুপে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার হার তুলনামূলকভাবে বেশি। এটি রস্ক-পরবর্তী শিক্ষার ধারাবাহিকতার একটি সম্ভাব্য ইতিবাচক দিক প্রতীয়মান হয়। পরিবারের তৎকালীন মাসিক আয়ের দিক থেকে প্রোগ্রাম গ্রুপের গড় আয় ১৩,১৩২.৭৯ টাকা ও কন্ট্রোল গ্রুপের গড় আয় ১১,৭২১.০৮ টাকা। অর্থাৎ প্রোগ্রাম গ্রুপের পরিবারিক আয় গড়ে কিছুটা বেশি। উভয় গ্রুপই নিম্ন আয়ের পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করে, যা রস্ক প্রকল্পের দারিদ্র্যপীড়িত লক্ষ্যগোষ্ঠীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সারণি: ৩.১৪ উত্তরদাতাদের প্রাথমিক প্রোফাইল পর্যালোচনা

সূচক	প্রোগ্রাম গ্রুপ	কন্ট্রোল গ্রুপ	মন্তব্য
নমুনা সংখ্যা	৩১১	২৩৮	প্রোগ্রাম গ্রুপ নমুনা সংগ্রহে চ্যালেঞ্জ
গড় বয়স	১৮.২৩ বছর	১৯.৮৯ বছর	কন্ট্রোল গ্রুপ সামান্য বেশি বয়সী
নারী	৫৮.২০%	৪৪.৯৬%	প্রোগ্রাম গ্রুপে নারীর অংশগ্রহণ বেশি
পুরুষ	৪১.৮০%	৫৫.০৪%	কন্ট্রোল গ্রুপে পুরুষ বেশি

সূচক	প্রোগ্রাম গ্রুপ	কন্ট্রোল গ্রুপ	মন্তব্য
পরিবারিক গড় আয়	১৩,১৩২.৭৯ টাকা	১১,৭২১.০৮ টাকা	উভয়ই নিম্ন আয়ের পরিবার

৩.৬.২ প্রকল্পের লক্ষ্যভিত্তিক উপকারভোগী অন্তর্ভুক্তি

রস্ক প্রকল্পের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল স্কুলবহির্ভূত, ঝরে পড়া বা অনিয়মিত শিশুদের শিক্ষার সুযোগ দেওয়া। প্রোগ্রাম গ্রুপের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় (গ্রাফ: ৩.১), রস্ক শিখন কেন্দ্রে ভর্তি হওয়ার আগে ৪৩.৪১ শতাংশ উত্তরদাতা কখনো স্কুলে যায়নি, ৪৭.৫৯ শতাংশ স্কুল থেকে ঝরে পড়েছিল ও ৯.০ শতাংশ স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনিয়মিত ছিল। অর্থাৎ মোট ৯১ শতাংশের বেশি শিক্ষার্থী হয় কখনো স্কুলে যায়নি, নয়তো স্কুল থেকে ঝরে পড়েছিল।

উপর্যুক্ত ফলাফল প্রকল্পের লক্ষ্যভিত্তিক ইফেকটিভনেস বা সঠিক উপকারভোগী নির্বাচনের একটি শক্তিশালী প্রমাণ। রস্ক আনন্দ বিদ্যালয় সাধারণ বিদ্যালয়ের বিকল্প হিসেবে এমন শিশুদের কাছে পৌঁছেছে, যারা প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বাদ পড়ে গিয়েছিল। শিক্ষা নীতির দৃষ্টিকোণ থেকে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ প্রকল্পটি Additional Schooling নয়, বরং Second Chance Education বা দ্বিতীয় সুযোগের শিক্ষাব্যবস্থা হিসেবে কাজ করেছে দারিদ্রপীড়িত অঞ্চলগুলোতে।

সারণি: ৩.১৫ রস্কে ভর্তির আগে প্রোগ্রাম গ্রুপের শিক্ষাগত অবস্থা বিশ্লেষণ

শিক্ষাগত অবস্থা	*সংখ্যা*	*শতকরা*
কখনো স্কুলে যায়নি	১৩৫	৪৩.৪১%
স্কুল থেকে ঝরে পড়া	১৪৮	৪৭.৫৯%
স্থানীয় GPS-এ অনিয়মিত	২৮	৯.০০%
মোট	**৩১১**	**১০০.০০%**

গ্রাফ: ৩.১ রস্কে ভর্তির আগে প্রোগ্রাম গ্রুপের শিক্ষাগত অবস্থা

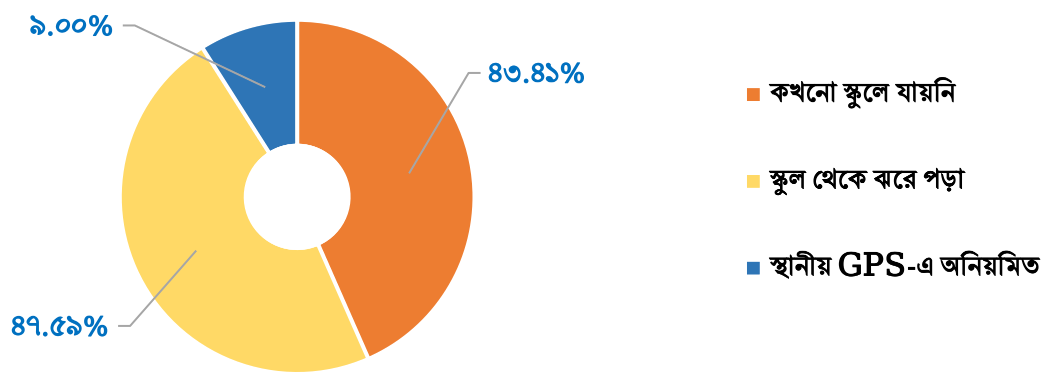

উপরে উল্লিখিত উপাত্ত থেকে দেখা যায়, রস্ক প্রকল্পের কেন্দ্রগুলো বাস্তবিক অর্থে শিক্ষা-বঞ্চিত শিশুদের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। যদি ৯১ শতাংশ শিক্ষার্থী আগে কখনো স্কুলে না গিয়ে থাকে বা ঝরে পড়ে থাকে, তবে প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতা অত্যন্ত উচ্চ। প্রাথমিক শিক্ষার সর্বজনীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রকল্প দরিদ্র, প্রান্তিক ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য অপরিহার্য।

৩.৬.৩ প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্নকরণে প্রভাব: - PECE উত্তীর্ণ হওয়ার তুলনামূলক বিশ্লেষণ

রস্ক প্রকল্পের একটি কেন্দ্রীয় ফলাফল সূচক হলো প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণতা। প্রোগ্রাম গ্রুপে ৮৯.০৭ শতাংশ উত্তরদাতা সফলভাবে PECE পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে (গ্রাফ: ৩.২) । অন্যদিকে কন্ট্রোল গ্রুপে PECE উত্তীর্ণ হার ৮০.১০ শতাংশ। অর্থাৎ প্রোগ্রাম গ্রুপে উত্তীর্ণ হার কন্ট্রোল গ্রুপের তুলনায় ৮.৯৭ শতাংশ বেশি।

প্রোগ্রাম (উপকারভোগী) ও কন্ট্রোল গ্রুপের এই পার্থক্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ প্রোগ্রাম গ্রুপের অধিকাংশ শিক্ষার্থী আগে কখনো স্কুলে যায়নি বা ঝরে পড়েছিল। তাদের মধ্যে প্রায় ৮৯ শতাংশের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করা নির্দেশ করে যে রস্ক কেন্দ্রগুলো শিক্ষার্থীদের শুধু ভর্তি করায়নি, বরং একটি নির্দিষ্ট শিক্ষাগত ফলাফলে পৌঁছাতেও সহায়তা করেছে। এর মাধ্যমে প্রকল্পটি Access থেকে Completion-দুই ক্ষেত্রেই ইতিবাচক ফল দিয়েছে।

সারণি: ৩.১৬ PECE উত্তীর্ণ হওয়ার তুলনা (প্রোগ্রাম ও কন্ট্রোল গ্রুপ)

সূচক	প্রোগ্রাম গ্রুপ	কন্ট্রোল গ্রুপ	পার্থক্য
PECE উত্তীর্ণ	৮৯.০৭%	৮০.১০%	+৮.৯৭ শতাংশ পয়েন্ট
PECE অনুত্তীর্ণ	১০.৯৩%	১৯.৯০%	-৮.৯৭ শতাংশ পয়েন্ট

গ্রাফ: ৩.২ PECE উত্তীর্ণ হওয়ার তুলনা (প্রোগ্রাম ও কন্ট্রোল গ্রুপ)

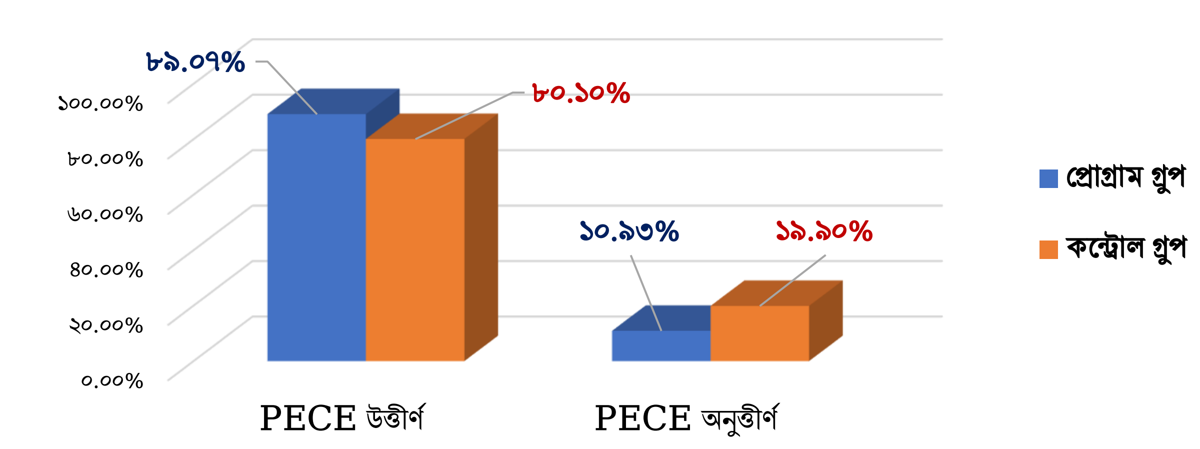

PECE উত্তীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রোগ্রাম গ্রুপের ভালো ফলাফল প্রকল্পের কার্যকারিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। দরিদ্র ও শিক্ষা-বঞ্চিত শিশুদের ক্ষেত্রে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কেবল একাডেমিক অর্জন নয়; এটি তাদের সামাজিক আত্মবিশ্বাস, পরিবারে মর্যাদা ও পরবর্তী শিক্ষায় প্রবেশের সুযোগ তৈরি করে। ফলে এই সূচককে রস্ক প্রকল্পের অন্যতম প্রধান পজিটিভ আউটকাম হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

৩.৬.৪ PECE অনুত্তীর্ণতার কারণ: প্রকল্প স্টাডির সীমাবদ্ধতা

যদিও প্রোগ্রাম গ্রুপে PECE উত্তীর্ণের হার উচ্চ, তবুও ১০.৯৩ শতাংশ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হতে পারেনি। অনুত্তীর্ণদের মধ্যে ৪৪.১২ শতাংশ বিদ্যালয় অনেক দূরে ছিল বলে উল্লেখ করেছে, ২৯.৪১ শতাংশ বলেছে আনন্দ বিদ্যালয়ে নিয়মিত পাঠদান হতো না, ২৩.৫৩ শতাংশ শিক্ষা উপকরণ না পাওয়ার কথা বলেছে এবং ২০.৫৯ শতাংশ বিদ্যালয়ের অবকাঠামো ভালো ছিল না বলে জানিয়েছে।

অন্যদিকে কন্ট্রোল গ্রুপে PECE অনুত্তীর্ণদের মধ্যে ৩৫.৫৬ শতাংশ আর্থিক সমস্যাকে প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে। শিক্ষা উপকরণের অভাব ২৪.৪৪ শতাংশ, নিয়মিত পাঠদান না হওয়া ২০ শতাংশ, অবকাঠামোগত দুর্বলতা ১১.১১ শতাংশ ও বিদ্যালয় দূরে হওয়া ৮.৮৯ শতাংশ উল্লেখ করেছে।

সারণি: ৩.১৭ PECE অনুত্তীর্ণ হওয়ার কারণসমূহ বিশ্লেষণ

কারণসমূহ	প্রোগ্রাম গ্রুপ	কন্ট্রোল গ্রুপ
নিয়মিত পাঠদান হতো না	২৯.৪১%	২০.০০%
অবকাঠামো ভালো ছিল না	২০.৫৯%	১১.১১%
শিক্ষা উপকরণ পাওয়া যেত না	২৩.৫৩%	২৪.৪৪%
বিদ্যালয় দূরে ছিল	৪৪.১২%	৮.৮৯%
আর্থিক সমস্যা	—	৩৫.৫৬%

প্রোগ্রাম গ্রুপে বিদ্যালয় দূরে থাকা ও নিয়মিত পাঠদানের সমস্যা উল্লেখযোগ্য। এটি থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বিকল্প শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হলেও সব শিক্ষার্থীর জন্য physical access ও instructional quality সমানভাবে নিশ্চিত হয়নি। অন্যদিকে কন্ট্রোল গ্রুপে আর্থিক সমস্যা বেশি গুরুত্বপূর্ণ বাধা হিসেবে দেখা গেছে। ফলে ভবিষ্যতে রস্ক ধরনের প্রকল্পে বিদ্যালয়ের অবস্থান, শিক্ষক উপস্থিতি, অবকাঠামো ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

গ্রাফ: ৩.৩ PECE অনুত্তীর্ণ হওয়ার কারণসমূহ

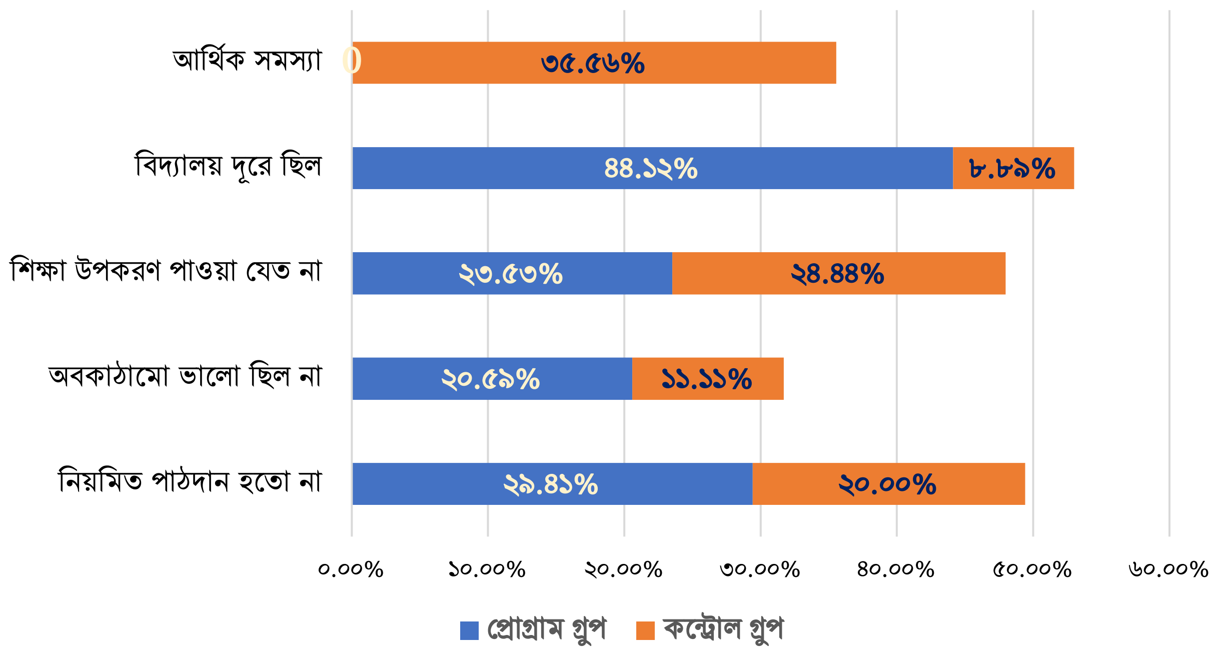

৩.৬.৫ পরবর্তীতে শিক্ষার ধারাবাহিকতা ও মাধ্যমিকে অগ্রগমন

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার পর শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা বা ভোকেশনাল স্কুলে ভর্তি হয়েছে কি না - এটি প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বোঝার একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। প্রোগ্রাম গ্রুপে ৭৬.৮৫ শতাংশ শিক্ষার্থী আনন্দ বিদ্যালয় থেকে

পাস করার পর মাধ্যমিক বিদ্যালয়/মাদ্রাসা/ভোকেশনাল স্কুলে ভর্তি হয়েছে। ২৩.১৫ শতাংশ ভর্তি হয়নি। এছাড়া রস্কের পর শিক্ষার্থীরা গড়ে ৫.৬০ বছর পড়াশোনা চালিয়ে গেছে বা যাচ্ছে।

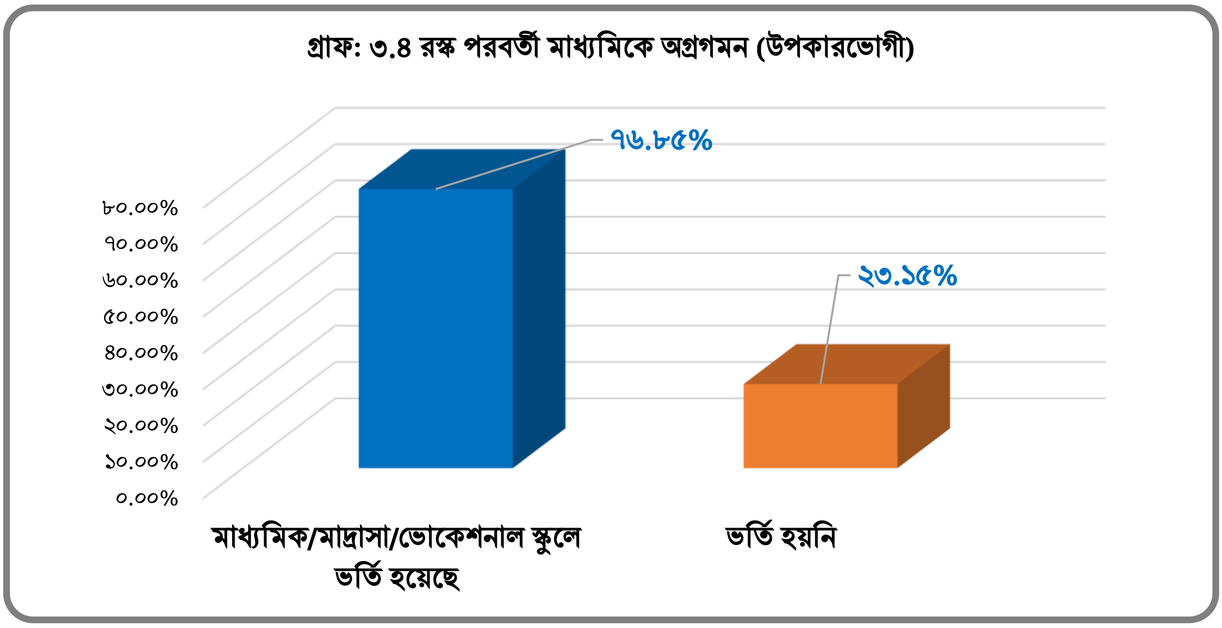

উল্লিখিত ফলাফল বিশ্লেষন থেকে বলা যায়, রস্ক প্রকল্প শিক্ষার্থীদের শুধুমাত্র প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির সুযোগই দেয়নি, বরং পরবর্তী শিক্ষার ধারাবাহিকতাও তৈরি করেছে। একটি দ্বিতীয় সুযোগের শিক্ষা প্রকল্পের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। কারণ ঝরে পড়া বা কখনো স্কুলে না যাওয়া শিশুদের পুনরায় শিক্ষায় এনে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করানো এবং এরপর মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠানো-এই তিন ধাপ সম্পন্ন করাই প্রকল্পের প্রকৃত সামাজিক মূল্য তৈরি করে।

সারণি: ৩.১৮ রস্ক-২ পরবর্তী মাধ্যমিকে প্রবেশ বিশ্লেষণ

সূচক	সংখ্যা	শতকরা
মাধ্যমিক/মাদ্রাসা/ভোকেশনাল স্কুলে ভর্তি হয়েছে	২৩৯	৭৬.৮৫%
ভর্তি হয়নি	৭২	২৩.১৫%
মোট	৩১১	১০০.০০%
রস্ক-পরবর্তী গড় শিক্ষার স্থায়িত্ব	—	৫.৬০ বছর

উপর্যুক্ত ফলাফল অত্যন্ত ইতিবাচক, কারণ প্রকল্পের শিক্ষার্থীরা গড়ে ৪.৪৪ বছর রস্ক আনন্দ বিদ্যালয়ে পড়েছে এবং এরপর গড়ে আরও ৫.৬০ বছর শিক্ষা চালিয়ে গেছে বা যাচ্ছে। অর্থাৎ রস্ক শিক্ষার্থীদের জীবনে মোট শিক্ষাগত exposure বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ধারাবাহিকতা প্রাথমিক শিক্ষার বাইরে মানবসম্পদ উন্নয়ন, সামাজিক আচরণ, আত্মবিশ্বাস ও ভবিষ্যৎ আয়ক্ষমতার ওপর সম্ভাব্য প্রভাব ফেলতে পারে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৩.৬.৬ শিক্ষা উপকরণ ও উপবৃত্তি: - দরিদ্র পরিবারের শিক্ষা ব্যয় কমানোর ভূমিকা

রস্ক প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক উপাদান ছিল উপবৃত্তি ও শিক্ষা উপকরণ। প্রোগ্রাম গ্রুপে ৮৮.৪২ শতাংশ উত্তরদাতা নিয়মিত উপবৃত্তি পেয়েছে ও ১১.৫৮ শতাংশ অনিয়মিত পেয়েছে। প্রাপ্ত উপবৃত্তি বা আর্থিক সহায়তার গড় পরিমাণ ছিল ৫,৪২৬.৩৬ টাকা। একইসঙ্গে ৯৮.৩৯ শতাংশ শিক্ষার্থী সময়মতো বই-খাতা ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ পেয়েছে।

কন্ট্রোল গ্রুপে ৬৬.৮১ শতাংশ উত্তরদাতা কোনো না কোনভাবে সরকারি বা বেসরকারি উপবৃত্তি বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছে আর ৩৩.১৯ শতাংশ পায়নি। অর্থাৎ রস্ক প্রোগ্রাম গ্রুপে আর্থিক সহায়তা পাওয়ার হার কন্ট্রোল গ্রুপের তুলনায় ২১.৬১ শতাংশ পয়েন্ট বেশি।

সারণি: ৩.১৯ আর্থিক সহায়তা ও শিক্ষা উপকরণ-এর তুলনা

সূচক	প্রোগ্রাম গ্রুপ	কন্ট্রোল গ্রুপ	পার্থক্য
উপবৃত্তি/সহায়তা পেয়েছে	৮৮.৪২%	৬৬.৮১%	+২১.৬১ শতাংশ পয়েন্ট
গড় সহায়তার পরিমাণ	৫,৪২৬.৩৬ টাকা	তথ্য নেই	—
সময়মতো বই-খাতা পেয়েছে	৯৮.৩৯%	তথ্য নেই	—

দরিদ্র পরিবারের শিশুদের শিক্ষায় ধরে রাখতে আর্থিক সহায়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কন্ট্রোল গ্রুপে শিক্ষায় বাধা হিসেবে ৮৪.৫১ শতাংশ উত্তরদাতা পরিবারের আর্থিক অনটনের কথা বলেছে। ফলে রস্কের উপবৃত্তি ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ সরাসরি সেই বাধা কমানোর চেষ্টা করেছে। বিশেষ করে বই-খাতা ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ সময়মতো পাওয়া শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, শেখার আগ্রহ ও পরীক্ষায় অংশগ্রহণে সহায়ক হতে পারে।

৩.৬.৭ কন্ট্রোল গ্রুপের শিক্ষাগত বাধা: - রস্ক প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতা বোঝার ভিত্তি

কন্ট্রোল গ্রুপের তথ্য প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতা বোঝার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কন্ট্রোল গ্রুপে বিদ্যালয় বা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হিসেবে ৮৪.৫১ শতাংশ উত্তরদাতা পরিবারের আর্থিক অনটনের কথা বলেছে। ৪১.৫৯ শতাংশ শিক্ষা উপকরণের অভাব ও ২৯.৬৫ শতাংশ স্কুলের দীর্ঘ সময়সূচীকে বাধা হিসেবে উল্লেখ করেছে। যারা কখনো স্কুলে ভর্তি হয়নি, তাদের মধ্যে ৭৬.৯২ শতাংশ দারিদ্র্য ও পারিবারিক কাজকে প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে ও ২৩.০৮ শতাংশ পড়াশোনার প্রতি আগ্রহের অভাবের কথা বলেছে।

উপর্যুক্ত তথ্যগুলো রস্ক প্রকল্পের নীতিগত ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করে। কারণ প্রকল্পের নকশায় স্থানীয় শিখন কেন্দ্র, উপবৃত্তি, শিক্ষা উপকরণ ও বিকল্প শিক্ষার সুযোগ - এসব ছিল দরিদ্র শিক্ষার্থীর বাস্তব বাধাগুলোর প্রতিক্রিয়া। অর্থাৎ কন্ট্রোল গ্রুপের তথ্য দেখায় যে রস্ক প্রকল্প কোনো কৃত্রিম বা অপ্রাসঙ্গিক হস্তক্ষেপ ছিল না; বরং বাস্তব মাঠপর্যায়ের সমস্যার একটি উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া ছিল প্রতীয়মান হয়।

সারণি: ৩.২০ কন্ট্রোল গ্রুপে শিক্ষাগত বাধা (একাধিক উত্তর)

বাধার ধরন	শতকরা
পরিবারের আর্থিক অনটন	৮৪.৫১%
শিক্ষা উপকরণের অভাব	৪১.৫৯%
স্কুলের দীর্ঘ সময়সূচী	২৯.৬৫%
কখনো স্কুলে ভর্তি না হওয়ার প্রধান কারণ: দারিদ্র্য ও পারিবারিক কাজ	৭৬.৯২%
পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ ছিল না	২৩.০৮%

সারণি: ৩.২১ প্রোগ্রাম ও কন্ট্রোল গ্রুপের মধ্যে প্রবলেম-রেসপন্স ম্যাট্রিক্স

কন্ট্রোল গ্রুপে চিহ্নিত সমস্যা	রস্ক-২ প্রকল্পের প্রতিক্রিয়া
পরিবারের আর্থিক অনটন	উপবৃত্তি/আর্থিক সহায়তা
শিক্ষা উপকরণের অভাব	বই-খাতা ও শিক্ষা উপকরণ
ঝরে পড়া/কখনো স্কুলে না যাওয়া	আনন্দ বিদ্যালয়/বিকল্প শিখন কেন্দ্র
পারিবারিক কাজের চাপ	স্থানীয় ও নমনীয় শিক্ষাব্যবস্থা
পড়াশোনার অনীহা	আনন্দমুখী শিক্ষা পরিবেশ
প্রচলিত বিদ্যালয়ে দীর্ঘ সময়সূচী	তুলনামূলকভাবে নমনীয় শিক্ষা ব্যবস্থা

৩.৬.৮ বর্তমান অবস্থা: শিক্ষা, কাজ, গৃহস্থালি ও কর্মহীনতা

রস্ক-২ প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বোঝার জন্য উত্তরদাতাদের বর্তমান অবস্থা গুরুত্বপূর্ণ সূচক। প্রোগ্রাম গ্রুপে ৪১.৫৩ শতাংশ বর্তমানে পড়াশোনা করছে (গ্রাফ: ৩.৫), ১৬.২৯ শতাংশ চাকরি বা ব্যবসায় যুক্ত, ৪৩.৪৫ শতাংশ গৃহস্থালি কাজে যুক্ত ও ১৫.০২ শতাংশ কর্মহীন। কন্ট্রোল গ্রুপে বর্তমানে পড়াশোনা করছে ২০.৩৫ শতাংশ, চাকরি বা ব্যবসায় যুক্ত ২২.৫৭ শতাংশ, গৃহস্থালি কাজে ৩৮.৯৪ শতাংশ ও কর্মহীন ১৮.১৪ শতাংশ।

গ্রাফ: ৩.৫ বর্তমান অবস্থার তুলনা (প্রোগ্রাম ও কন্ট্রোল গ্রুপ)

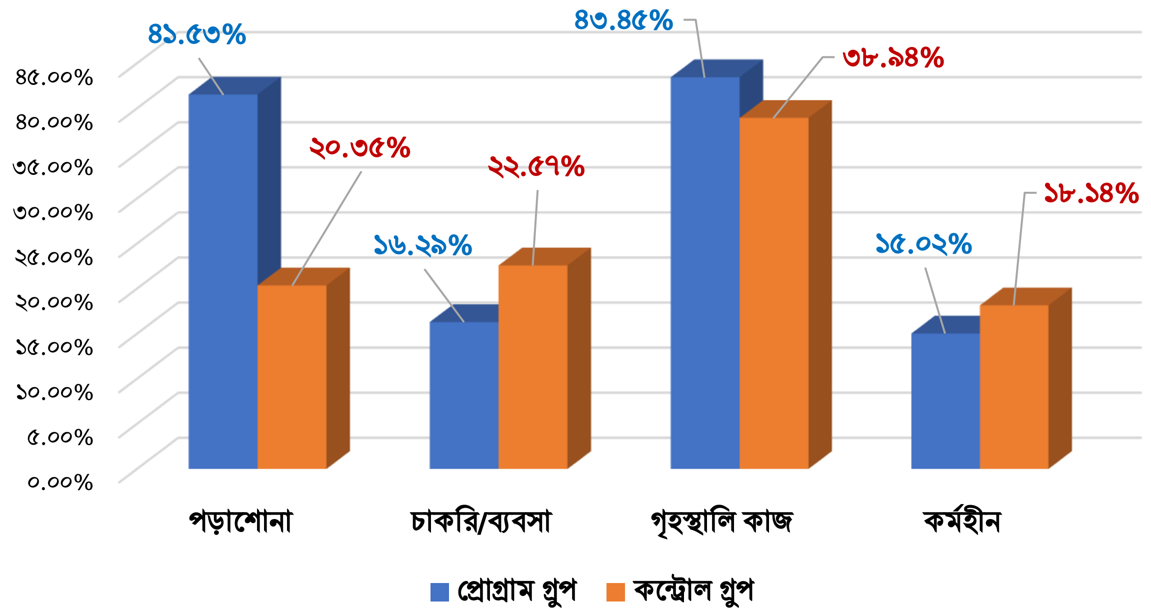

দুই গ্রুপের এই তুলনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফাইন্ডিংস হলো-প্রোগ্রাম গ্রুপে বর্তমানে পড়াশোনায় যুক্ত থাকার হার কন্ট্রোল গ্রুপের প্রায় দ্বিগুণ। পার্থক্য ২১.১৮ শতাংশ পয়েন্ট। এই তথ্য থেকে অনুমান করা যায়, রস্ক প্রকল্পের সবচেয়ে শক্তিশালী দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব শিক্ষা ধরে রাখার ক্ষেত্রে। অন্যদিকে চাকরি/ব্যবসায় কন্ট্রোল গ্রুপের হার প্রোগ্রাম গ্রুপের তুলনায় বেশি। এ তথ্যকে নেতিবাচক হিসেবে সরলভাবে ব্যাখ্যা করা ঠিক হয়েছে না, কারণ প্রোগ্রাম গ্রুপের অনেকেই এখনও পড়াশোনায় যুক্ত; ফলে তাদের শ্রমবাজারে প্রবেশ বিলম্বিত হতে পারে।

সারণি: ৩.২২ প্রোগ্রাম ও কন্ট্রোল গ্রুপের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার তুলনা বিশ্লেষণ

বর্তমান অবস্থা	প্রোগ্রাম গ্রুপ	কন্ট্রোল গ্রুপ	পার্থক্য
পড়াশোনা	৪১.৫৩%	২০.৩৫%	+২১.১৮ পয়েন্ট
চাকরি/ব্যবসা	১৬.২৯%	২২.৫৭%	-৬.২৮ পয়েন্ট
গৃহস্থালি কাজ	৪৩.৪৫%	৩৮.৯৪%	+৪.৫১ পয়েন্ট
কর্মহীন	১৫.০২%	১৮.১৪%	-৩.১২ পয়েন্ট

প্রোগ্রাম গ্রুপে পড়াশোনায় যুক্ত থাকার উচ্চ হার প্রকল্পের শিক্ষাগত ধারাবাহিকতাকে প্রমাণ করে। এই ফলাফল থেকে অনুমান করা যায় যে রস্ক শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ এখনও মানবসম্পদ উন্নয়নের পথে আছে। ভবিষ্যতে এই শিক্ষার্থীরা উচ্চতর শিক্ষা সম্পন্ন করলে শ্রমবাজারে তাদের ভালো সুযোগ তৈরি হতে পারে। একইসঙ্গে প্রোগ্রাম গ্রুপে কর্মহীনতার হার কন্ট্রোল গ্রুপের তুলনায় কম, যা একটি সীমিত কিন্তু ইতিবাচক অর্থনৈতিক নির্দেশক প্রতীয়মান হয়।

তবে গৃহস্থালি কাজে প্রোগ্রাম গ্রুপের হার বেশি হওয়া একটি সতর্কতার বিষয়। যেহেতু প্রোগ্রাম গ্রুপে নারী উত্তরদাতার হার বেশি, তাই এটি gendered division of labour-এর সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে। অর্থাৎ শিক্ষা অর্জন সত্ত্বেও মেয়েদের একটি অংশ সামাজিক ও পারিবারিক কারণে গৃহস্থালি কাজে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে। ভবিষ্যৎ প্রকল্পে মেয়েদের মাধ্যমিকোত্তর শিক্ষা, দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সংযোগ আরও জোরদার করা প্রয়োজন।

৩.৬.৯ বর্তমান আয় ও অর্থনৈতিক ফলাফল

প্রোগ্রাম গ্রুপের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের বর্তমান ব্যক্তিগত গড় মাসিক আয় ৩,৭১৭.০৬ টাকা; কিন্তু কন্ট্রোল গ্রুপে ৩,১৬৪.১৬ টাকা। অর্থাৎ প্রোগ্রাম গ্রুপের গড় আয় কন্ট্রোল গ্রুপের তুলনায় প্রায় ৫৫২.৯০ টাকা বেশি। প্রোগ্রাম গ্রুপে বর্তমান আয় সর্বনিম্ন ০ এবং সর্বোচ্চ ১৫,০০০ টাকা; কন্ট্রোল গ্রুপে সর্বনিম্ন ০ এবং সর্বোচ্চ ১২,০০০ টাকা।

উপর্যুক্ত ফলাফল থেকে দেখা যায় যে প্রোগ্রাম গ্রুপের আয় সামান্য বেশি, তবে এই পার্থক্যকে সরাসরি প্রকল্পের একক প্রভাব হিসেবে দেখা উচিত নয়। কারণ আয় নির্ভর করে বয়স, লিঙ্গ, কাজের ধরন, বৈবাহিক অবস্থা, অঞ্চল, পারিবারিক দায়িত্ব ও শিক্ষার বর্তমান অবস্থার ওপর। প্রোগ্রাম গ্রুপের অনেকেই এখনও পড়াশোনায় যুক্ত থাকায় তাদের পূর্ণকালীন আয় কম হতে পারে। তবুও গড় আয় বেশি হওয়া ইঙ্গিত করে যে রস্কের মাধ্যমে শিক্ষা অর্জন ভবিষ্যৎ আয়ক্ষমতার ভিত্তি তৈরি করতে পারে।

সারণি: ৩.২৩ আয়সংক্রান্ত তুলনা বিশ্লেষণ

সূচক	প্রোগ্রাম গ্রুপ	কন্ট্রোল গ্রুপ	পার্থক্য
বর্তমান গড় ব্যক্তিগত আয়	৩,৭১৭.০৬ টাকা	৩,১৬৪.১৬ টাকা	+৫৫২.৯০ টাকা
সর্বোচ্চ আয়	১৫,০০০ টাকা	১২,০০০ টাকা	+৩,০০০ টাকা
স্কুলে পড়াকালীন আয় করত	৬.৭৫%	৫.৩১%	+১.৪৪ পয়েন্ট
পড়াকালীন গড় আয়	২,৬৬৬.৮০ টাকা	৫,৪১৬.৫০ টাকা	কন্ট্রোল বেশি

বর্তমান আয়ের ক্ষেত্রে প্রোগ্রাম গ্রুপ এগিয়ে থাকলেও স্কুলে পড়াকালীন আয়ের ক্ষেত্রে কন্ট্রোল গ্রুপ বেশি আয় করত। এই তথ্য গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে কন্ট্রোল গ্রুপের কিছু শিশু হয়তো অল্প বয়সে শ্রমে বেশি যুক্ত ছিল, ফলে তাদের পড়াশোনার

ধারাবাহিকতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। অন্যদিকে রস্ক শিক্ষার্থীরা পড়াকালীন তুলনামূলকভাবে কম আয়ে যুক্ত ছিল, যা শিক্ষায় মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ তৈরি করতে পারে। তবে যদি প্রোগ্রাম গ্রুপে বর্তমানে পড়াশোনায় যুক্ত ৪১.৫৩ শতাংশ শিক্ষার্থী আগামী কয়েক বছরে মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে শ্রমবাজারে প্রবেশ করে, তবে তাদের আয় বর্তমান গড় আয়ের তুলনায় বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষত প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, ডিজিটাল স্কিল, কারিগরি শিক্ষা ও স্থানীয় কর্মসংস্থান লিংকেজে যুক্ত করা হলে এই শিক্ষাগত প্রভাব অর্থনৈতিক প্রভাবে রূপান্তরিত হতে পারে।

৩.৬.১০ প্রাক-বৃত্তিমূলক/বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সংযোগ

রস্ক-২ প্রকল্পের একটি সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ। প্রোগ্রাম গ্রুপে ৭.০৭ শতাংশ উত্তরদাতা প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ নিয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে ৭৭.২৭ শতাংশ বলেছে যে প্রশিক্ষণ চাকরি পেতে বা আয় করতে সহায়তা করেছে। কন্ট্রোল গ্রুপে ৫.৭৫ শতাংশ কোনো ধরনের কারিগরি বা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ নিয়েছে এবং তাদের মধ্যে ৯২.৩১ শতাংশ বলেছে প্রশিক্ষণ আয়ে সহায়ক হয়েছে।

সারণি: ৩.২৪ প্রশিক্ষণ ও আয়ের সহায়তা সংক্রান্ত তুলনা

সূচক	*প্রোগ্রাম গ্রুপ*	*কন্ট্রোল গ্রুপ*
প্রশিক্ষণ নিয়েছে	৭.০৭%	৫.৭৫%
প্রশিক্ষণ নেয়নি	৯২.৯৩%	৯৪.২৫%
প্রশিক্ষণ আয়ে/চাকরিতে সহায়ক	৭৭.২৭%	৯২.৩১%

প্রশিক্ষণের কভারেজ দুই গ্রুপেই খুব কম। প্রোগ্রাম গ্রুপে মাত্র ২২ জন প্রশিক্ষণ পেয়েছে। তবে যারা প্রশিক্ষণ পেয়েছে, তাদের বড় অংশ এটি আয় বা চাকরিতে সহায়ক বলে জানিয়েছে। এই ফলাফল থেকে বোঝা যায়, প্রশিক্ষণ উপাদানটির আউটকাম ভালো হলেও কভারেজ সীমিত ছিল। ভবিষ্যৎ প্রকল্পে রস্কের শিক্ষাগত সাফল্যকে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে রূপ দিতে হলে স্কিল ডেভেলপমেন্ট উপাদান বড় পরিসরে সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন।

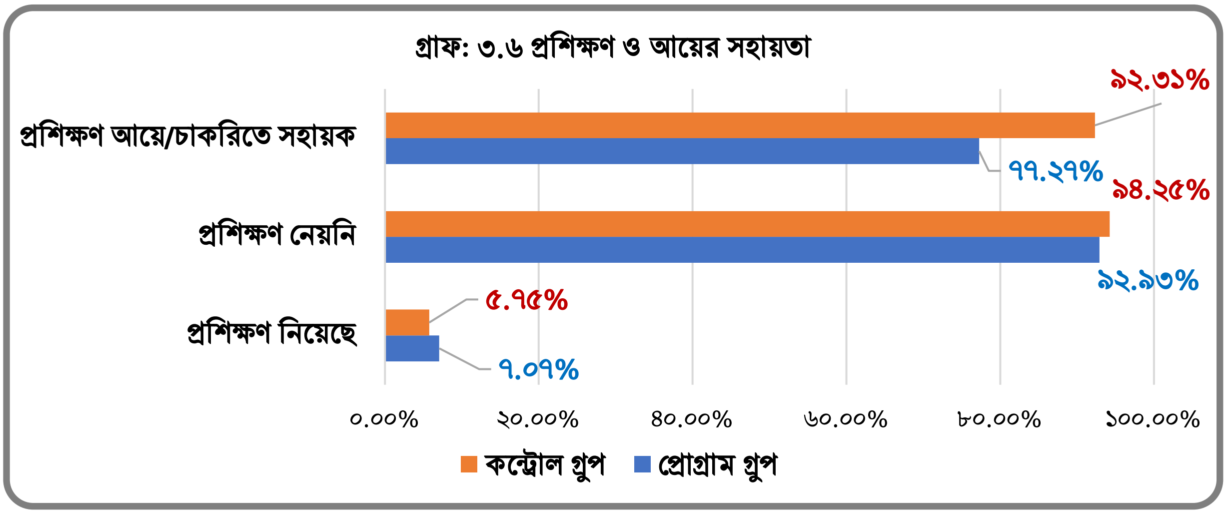

৩.৬.১১ বাল্যবিবাহ ও সামাজিক ফলাফল

সামাজিক প্রভাব নিরূপণে বিবাহের বয়স একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। প্রোগ্রাম গ্রুপে (গ্রাফ: ৩.৭) বিবাহিত উত্তরদাতাদের মধ্যে ২৯.৬৮ শতাংশের বিয়ে হয়েছে ১৮ বছরের নিচে এবং ৭০.৩২ শতাংশের বিয়ে হয়েছে ১৮ বছর বা তার বেশি বয়সে। কন্ট্রোল গ্রুপে ১৮ বছরের নিচে বিয়ের হার ২৯.৭৩ শতাংশ এবং ১৮ বছর বা তার বেশি বয়সে বিয়ের হার ৭০.২৭ শতাংশ।

সারণি: ৩.২৫ প্রোগ্রাম ও কন্ট্রোল গ্রুপের মধ্যে বিয়ের বয়সের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

বিয়ের বয়স	প্রোগ্রাম গ্রুপ	কন্ট্রোল গ্রুপ	পার্থক্য
১৮ বছরের নিচে	২৯.৬৮%	২৯.৭৩%	-০.০৫ পয়েন্ট
১৮ বছর বা তার বেশি	৭০.৩২%	৭০.২৭%	+০.০৫ পয়েন্ট

বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে প্রোগ্রাম ও কন্ট্রোল গ্রুপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যায়নি। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বাস্তবসম্মত ফাইন্ডিংস। এর অর্থ হলো রস্ক প্রকল্প শিক্ষাগত ক্ষেত্রে শক্তিশালী প্রভাব ফেললেও বাল্যবিবাহের মতো গভীর সামাজিক আচরণ পরিবর্তনে প্রকল্পের একক প্রভাব সীমিত। বাল্যবিবাহ নির্ভর করে পরিবারিক দারিদ্র্য, সামাজিক রীতি, নিরাপত্তা ধারণা, ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক মানসিকতা, মেয়েদের কর্মসংস্থানের সুযোগ ও স্থানীয় প্রশাসনিক প্রয়োগের ওপর। তাই শিক্ষা প্রকল্প একা বাল্যবিবাহ কমাতে যথেষ্ট নয়। এছাড়া তথ্য-সংগ্রহের সময় রক্ষণশীল মানসিকতা, সামাজিক প্রভাব ইত্যাদির কারণে এ ধরণের প্রশ্ন উত্তরের ক্ষেত্রে অনেকটা ডেটার স্কিউনেস লক্ষ্য করা যায়। ফলে রস্ক প্রকল্পের ফলে যে বাল্যবিবাহ হ্রাস পায় নি তা সমাপ্তি টানা অনেকাংশে যুক্তিযুক্ত নয়। এর জন্য আরও বৃহত্তর পরিসরে গবেষণা করা যেতে পারে।

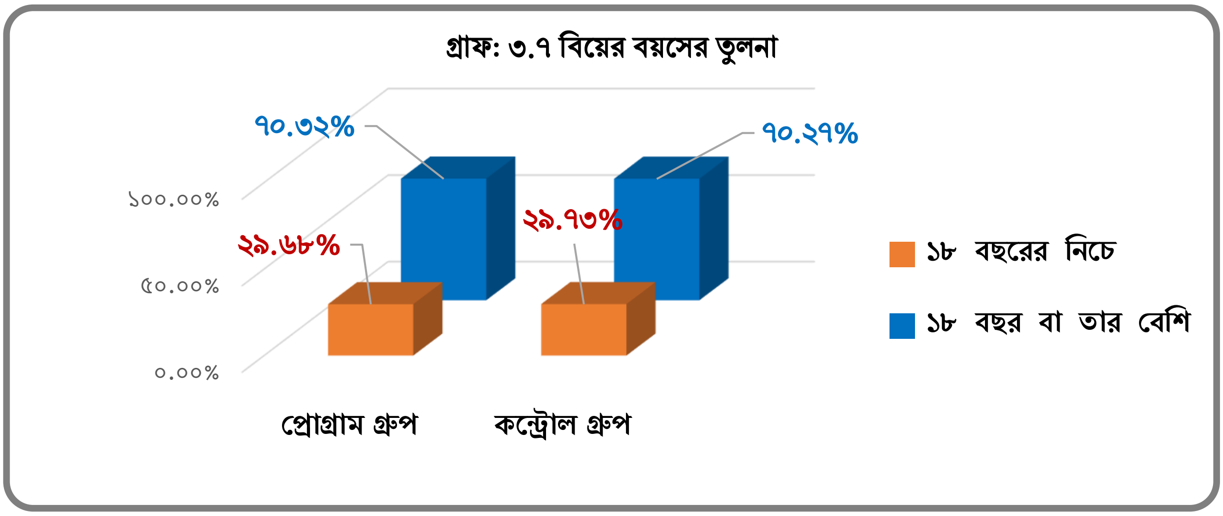

তবে যদি ভবিষ্যৎ প্রকল্পে মেয়েদের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষায় অব্যাহত সহায়তা, পরিবারভিত্তিক সচেতনতা, স্যোসাল বিহেভিয়ার চেইঞ্জ কমিউনিকেশন, অ্যাডলসেন্ট ক্লাব, লাইফ-স্কিল ট্রেইনিং ও স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় যুক্ত করা হয়, তবে বাল্যবিবাহ হ্রাসে অধিক কার্যকর ফলাফল পাওয়া যেতে পারে।

৩.৬.১২ মাধ্যমিকে ভর্তি-পরবর্তী বাধা

রস্ক শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১২.৯৬ শতাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে কোনো না কোনো বাধার সম্মুখীন হয়েছে। যারা বাধার কথা বলেছে, তাদের ১০০ শতাংশই আর্থিক সমস্যাকে প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে। অন্যদিকে ৮৭.০৪ শতাংশ কোনো বাধার সম্মুখীন হয়নি।

সারণি: ৩.২৬ মাধ্যমিকে ভর্তি বাধা (প্রোগ্রাম গ্রুপ)

সূচক	*সংখ্যা*	*শতকরা*
বাধার সম্মুখীন হয়েছে	৩৯	১২.৯৬%
বাধার সম্মুখীন হয়নি	২৬২	৮৭.০৪%
বাধার প্রধান কারণ	আর্থিক সমস্যা	১০০%

উল্লিখিত ফলাফল দুইভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, অধিকাংশ শিক্ষার্থী মাধ্যমিকে ভর্তি হতে বড় বাধার সম্মুখীন হয়নি যা ইতিবাচক। দ্বিতীয়ত, যারা বাধার সম্মুখীন হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে আর্থিক সমস্যা ছিল একমাত্র প্রধান বাধা। এতে বলা যায় প্রাথমিক পর্যায়ের পরেও দরিদ্র পরিবারে শিক্ষাগত ব্যয় একটি বড় সমস্যা হিসেবে রয়ে যায়। তাই প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করানো যথেষ্ট নয়; মাধ্যমিক পর্যায়ে ট্রানজিশন সাপোর্ট বা ব্রিজ সাপোর্ট প্রয়োজন।

ভবিষ্যৎ প্রকল্পে রস্ক শিক্ষার্থীদের জন্য সেকেন্ডারি ট্রানজিশন গ্রান্ট, অ্যাডমিশন সাপোর্ট, ইউনিফর্ম সাপোর্ট, এক্সাম ফি সাপোর্ট, মেন্টরিং ও ফলো-আপ ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু করা যেতে পারে। বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে মাধ্যমিকে ভর্তি ও টিকে থাকার জন্য টার্গেটেড সাপোর্ট প্রয়োজন।

৩.৬.১৩ সম্মিলিত প্রভাব মূল্যায়ন

উপরের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, রস্ক প্রকল্পের প্রভাব সব ক্ষেত্রে সমান নয়। শিক্ষাগত ক্ষেত্রে প্রভাব তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী; অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রভাব আংশিক বা সীমিত।

সারণি: ৩.২৭ রস্ক-২ প্রকল্পের প্রাথমিক তথ্যভিত্তিক ইমপ্যাক্ট স্কোরকার্ড

প্রভাব সূচক	প্রোগ্রাম গ্রুপ	কন্ট্রোল গ্রুপ	মূল্যায়ন
PECE উত্তীর্ণ	৮৯.০৭%	৮০.১০%	শক্তিশালী ইতিবাচক
বর্তমানে পড়াশোনায় যুক্ত	৪১.৫৩%	২০.৩৫%	অত্যন্ত ইতিবাচক
আর্থিক সহায়তা পাওয়া	৮৮.৪২%	৬৬.৮১%	ইতিবাচক
বর্তমান গড় আয়	৩,৭১৭ টাকা	৩,১৬৪ টাকা	মাঝারি ইতিবাচক
কর্মহীনতা	১৫.০২%	১৮.১৪%	সামান্য ইতিবাচক
প্রাক-বৃত্তিমূলক/বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ	৭.০৭%	৫.৭৫%	সীমিত
প্রশিক্ষণ আয়ে সহায়ক	৭৭.২৭%	৯২.৩১%	সহায়ক, তবে কভারেজ কম
বাল্যবিবাহ	২৯.৬৮%	২৯.৭৩%	উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই
চাকরি/ব্যবসায় যুক্ত	১৬.২৯%	২২.৫৭%	প্রোগ্রাম গ্রুপে কম

স্কোরকার্ড থেকে দেখা যায়, রস্ক প্রকল্পের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রভাব শিক্ষাগত পুনঃসংযোগ, PECE সম্পন্নকরণ, মাধ্যমিকে অগ্রগমন ও বর্তমানে পড়াশোনায় যুক্ত থাকার ক্ষেত্রে। প্রকল্পের আর্থিক সহায়তাও শিক্ষায় টিকে থাকার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। তবে প্রকল্পের কর্মসংস্থান ও বাল্যবিবাহসংক্রান্ত প্রভাব তুলনামূলকভাবে সীমিত প্রতীয়মান হয়। এই ফলাফল প্রকল্পের নকশাগত বাস্তবতার সঙ্গে কিছুটা সামঞ্জস্যপূর্ণ, কারণ রস্ক মূলত একটি শিক্ষা পুনঃসংযোগ প্রকল্প; এটি পূর্ণাঙ্গ livelihood বা social transformation প্রকল্প ছিল না।

৩.৬.১৪ ডিফারেন্স-ইন-আউটকাম অ্যানালাইসিস

প্রোগ্রাম ও কন্ট্রোল গ্রুপের মধ্যে নির্দিষ্ট সূচকে পার্থক্য প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাব ব্যাখ্যা করতে সহায়ক। যদিও এটি কঠোর অর্থে ক্যাজুয়াল ইমপ্যাক্ট নয়, তবুও বর্ণনামূলক ইমপ্যাক্ট তুলনা করার ক্ষেত্রে এটি কার্যকর।

সারণি: ৩.২৮ প্রধান সূচকে পার্থক্য (প্রোগ্রাম গ্রুপ)

সূচক	পার্থক্য	আউটকাম বিশ্লেষণ
PECE উত্তীর্ণ	+৮.৯৭ পয়েন্ট	প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্নে ইতিবাচক প্রভাব
বর্তমানে পড়াশোনা	+২১.১৮ পয়েন্ট	দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষাগত ধারাবাহিকতায় শক্তিশালী প্রভাব
আর্থিক সহায়তা	+২১.৬১ পয়েন্ট	শিক্ষা ব্যয় কমাতে সহায়ক
বর্তমান গড় আয়	+৫৫২.৯০ টাকা	সম্ভাব্য অর্থনৈতিক সুবিধা
কর্মহীনতা	-৩.১২ পয়েন্ট	সীমিত ইতিবাচক ফল
বাল্যবিবাহ	প্রায় ০	সামাজিক আচরণে প্রকল্পের পৃথক প্রভাব স্পষ্ট নয়
চাকরি/ব্যবসা	-৬.২৮ পয়েন্ট	প্রোগ্রাম গ্রুপের অনেকেই এখনও পড়াশোনায় যুক্ত

বিশদ তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের পর উপকারভোগী তথা প্রোগ্রাম গ্রুপ ও কন্ট্রোল গ্রুপের এই পার্থক্যগুলো রস্ক প্রকল্পের প্রভাবের প্রকৃতি সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা দেয়। প্রকল্পটি সরাসরি কর্মসংস্থান (যদিও প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে ২৫০০০ হাজার শিক্ষার্থী যুক্ত ছিল) বা সামাজিক আচরণ পরিবর্তনের প্রকল্প না হলেও শিক্ষায় পুনঃঅন্তর্ভুক্তি ও শিক্ষাগত ধারাবাহিকতা সৃষ্টি করেছে। দীর্ঘমেয়াদে এই শিক্ষাগত ধারাবাহিকতা অর্থনৈতিক ও সামাজিক ফলাফলে রূপান্তরিত হতে পারে, তবে তার জন্য পরবর্তী পর্যায়ে স্কিল, ক্যারিয়ার গাইডেন্স ও মাধ্যমিকোত্তর সহায়তা প্রয়োজন।

৩.৬.১৫ রস্ক-২ প্রকল্পের প্রভাবের Change Pathway

প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে রস্ক-২ প্রকল্পের একটি যুক্তিযুক্ত চেইঞ্জ পাথওয়ে দাঁড় করানো যায়। প্রথম ধাপে প্রকল্পটি স্কুলবহির্ভূত ও ঝরে পড়া শিশুদের চিহ্নিত করেছে। দ্বিতীয় ধাপে স্থানীয় আনন্দ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে তাদের শিক্ষায় ফিরিয়ে এনেছে। তৃতীয় ধাপে উপবৃত্তি ও শিক্ষা উপকরণের মাধ্যমে তাদের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ ধরে রাখার চেষ্টা করেছে। চতুর্থ ধাপে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ও উত্তীর্ণ হওয়ার সুযোগ তৈরি করেছে। পঞ্চম ধাপে শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা বা ভোকেশনাল শিক্ষায় অগ্রসর হয়েছে। ষষ্ঠ ধাপে বর্তমানে তাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এখনও পড়াশোনায় যুক্ত আছে। এই পাথওয়ে -তে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ পাওয়া যায় অ্যাকসেস, কমপ্লিশন ও রিটেশন পর্যায়ে। কিন্তু জীবনমানের উন্নয়ন বা স্যোসাল ট্রান্সফরমেশন পর্যায়ে প্রমাণ তুলনামূলকভাবে দুর্বল। এর অর্থ প্রকল্পটি প্রাথমিক শিক্ষা-কেন্দ্রিক লক্ষ্য অর্জনে সফল হলেও দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্য অতিরিক্ত নীতিগত সহায়তা প্রয়োজন।

সারণি: ৩.২৯ প্রকল্প প্রভাবের চেইঞ্জ পাথওয়ে বিশ্লেষণ

ধাপ	প্রকল্পের কার্যক্রম	প্রত্যাশিত ফল	মাঠ পর্যায়ের প্রমাণ
১)	*ঝরে পড়া/স্কুলবহির্ভূত শিশু চিহ্নিতকরণ*	সঠিক উপকারভোগী অন্তর্ভুক্তি	৯১% আগে স্কুলবহির্ভূত/ঝরে পড়া
২)	*আনন্দ বিদ্যালয়ে ভর্তি*	শিক্ষায় পুনঃসংযোগ	গড় ৪.৪৪ বছর রস্কে পড়াশোনা
৩)	*উপবৃত্তি ও শিক্ষা উপকরণ*	শিক্ষায় টিকে থাকা	৮৮.৪২% উপবৃত্তি, ৯৮.৩৯% উপকরণ
৪)	*প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তি*	PECE উত্তীর্ণ হওয়া	৮৯.০৭% উত্তীর্ণ
৫)	*মাধ্যমিকে অগ্রগমন*	শিক্ষার ধারাবাহিকতা	৭৬.৮৫% মাধ্যমিকে ভর্তি
৬)	*বর্তমান শিক্ষা/আয়*	দীর্ঘমেয়াদি ফল	৪১.৫৩% এখনও পড়াশোনায়, গড় আয় বেশি

৩.৬.১৬ সম্ভাব্য দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ও পূর্বাভাস

প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে রস্ক প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদি সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে কয়েকটি পূর্বাভাসমূলক বিশ্লেষণ করা যায়। এগুলো সরাসরি প্রমাণিত ক্যাজুয়াল অনুমান নয়; বরং প্রাপ্ত ডেটা ও শিক্ষাগত উন্নয়ন তত্ত্বের আলোকে যুক্তিযুক্ত প্রজেকশন।

> ***ক) শিক্ষাগত দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব***
>
> প্রোগ্রাম গ্রুপের ৭৬.৮৫ শতাংশ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তি হয়েছে ও ৪১.৫৩ শতাংশ বর্তমানে পড়াশোনায় যুক্ত। এ তথ্য থেকে অনুমান করা যায়, রস্ক প্রকল্পের মাধ্যমে তৈরি হওয়া শিক্ষা পাথওয়ে ভবিষ্যতে উচ্চমাধ্যমিক, কারিগরি বা উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের সুযোগ বাড়াতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তি ও মাধ্যমিকে অগ্রগমন দীর্ঘমেয়াদে মানবসম্পদ উন্নয়নের ভিত্তি তৈরি করে। স্থানীয় কর্মশালা, এফজিডি ও কেআইআই তথ্য বিশ্লেষণে এ সংক্রান্ত পজিটিভ আউটকাম লক্ষ্য করা গেছে।
>
> ***খ) অর্থনৈতিক সম্ভাবনা***
>
> বর্তমান গড় আয়ে প্রোগ্রাম গ্রুপ কন্ট্রোল গ্রুপের তুলনায় এগিয়ে। তবে অনেক প্রোগ্রাম শিক্ষার্থী এখনও পড়াশোনায় থাকায় তাৎক্ষণিক আয়ের প্রভাব সীমিত। ভবিষ্যতে তারা উচ্চতর শিক্ষা বা দক্ষতা অর্জন করলে আয়ের ব্যবধান আরও বাড়তে পারে। তবে এজন্য প্রকল্প-পরবর্তী স্কিল লিংকেজ অপরিহার্য।
>
> ***গ) মেয়েদের ক্ষমতায়ন***
>
> প্রোগ্রাম গ্রুপে নারীর অংশগ্রহণ বেশি। এটি মেয়েদের শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তির একটি ইতিবাচক দিক। তবে গৃহস্থালি কাজে যুক্ত থাকার হারও বেশি। তাই মেয়েদের জন্য শুধু শিক্ষা নয়, শিক্ষা-পরবর্তী সুযোগ, নিরাপদ কর্মসংস্থান, সামাজিক সচেতনতা ও পরিবারভিত্তিক সাপোর্ট সিস্টেম নিশ্চিত না করলে শিক্ষার সুফল পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যাবে না।
>
> ***ঘ) সামাজিক আচরণ পরিবর্তন***
>
> বাল্যবিবাহে দুই গ্রুপের পার্থক্য প্রায় নেই। তাই ভবিষ্যতে শিক্ষা প্রকল্পের সঙ্গে স্যোসাল বিহেভিয়ার চেইঞ্জ, অ্যাডলসেন্ট ক্ষমতায়ন, কমিউনিটি মোবিলাইজেশন ও লোকাল প্রটেকশন ম্যাকানিজম যুক্ত না করলে বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক সূচকে বড় পরিবর্তন প্রত্যাশা করা কঠিন।

৩.৬.১৭ রস্ক-২ প্রকল্প প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার সীমাবদ্ধতা

প্রথমত, প্রোগ্রাম ও কন্ট্রোল গ্রুপ সম্পূর্ণরূপে সমজাতীয় নয়। বয়স, লিঙ্গ ও পরিবারিক আয়ে কিছু পার্থক্য রয়েছে। দ্বিতীয়ত, তথ্যগুলো অনেক ক্ষেত্রে সেলফ-রিপোর্টেড। ফলে রিকল বায়াস থাকতে পারে। তৃতীয়ত, আয়সংক্রান্ত তথ্য ব্যক্তিগত ও অনানুষ্ঠানিক হওয়ায় তার নির্ভুলতা সীমিত হতে পারে। চতুর্থত, কর্মসংস্থান, আয় ও বাল্যবিবাহের ওপর প্রকল্পের সরাসরি ক্যাজুয়াল ইফেক্ট নির্ধারণের জন্য আরও উন্নত পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি প্রয়োজন হতে পারে।

এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রাথমিক তথ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ প্রকল্পের বাস্তব ফলাফল, প্রাসঙ্গিকতা ও ভবিষ্যৎ উন্নয়নের ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে যথেষ্ট কার্যকর।

৩.৭ কেআইআই পর্যালোচনা

কেআইআই আলোচনায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষা প্রশাসন, স্থানীয় বাস্তবায়নকারী সংস্থা, এনজিও প্রতিনিধি ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত বিশ্লেষণে রস্ক-২ প্রকল্পের ইতিবাচক অবদান যেমন উঠে এসেছে, তেমনি বাস্তবায়ন ও টেকসইকরণ সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতাও প্রতীয়মান হয়েছে। নিচে কেআইআই আলোচনার ভিত্তিতে ৭টি প্রধান পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা তুলে ধরা হলো:

- কেআইআই অংশগ্রহণকারীদের মতে, রস্ক-২ প্রকল্পের পিসিআর প্রকল্পের ব্যয়, সময়, অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি ও কিছু অর্জন তুলে ধরলেও প্রকল্পের গুণগত ফলাফল, ব্যর্থতা, দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ও প্রকল্প-পরবর্তী শিক্ষার্থী অগ্রগতি যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেনি। একজন কর্মকর্তা জানান, *"পিসিআরটি মূলত প্রশাসনিক সমাপ্তি প্রতিবেদনের মতো হয়েছে; প্রকৃত প্রভাব, পুনরায় ঝরে পড়া, মাধ্যমিকে টিকে থাকা বা প্রশিক্ষণের পর কর্মসংস্থান এসব বিষয়ে পর্যাপ্ত বিশ্লেষণ নেই।"* প্রকল্প জুন ২০২১-এ সমাপ্ত হলেও পিসিআর দাখিলে বিলম্ব ও ত্রুটিপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও নথি সংরক্ষণে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। ভবিষ্যতে পিসিআর প্রস্তুতে শুধু আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি নয়, বরং ফলাফল, প্রভাব, টেকসইকরণ, অডিট, ঝুঁকি ও শিক্ষণীয় বিষয় বাধ্যতামূলকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন বলে মতামত পাওয়া যায়।

- কেআইআই আলোচনায় এফডিএমএন শিশু ও কিশোরদের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা সহায়তাকে মানবিক ও সামাজিকভাবে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক উদ্যোগ হিসেবে দেখা হয়েছে। একজন স্থানীয় শিক্ষা কর্মকর্তা উল্লেখ করেন, *"কক্সবাজার ও বান্দরবান অঞ্চলে সংকটপ্রভাবিত শিশুদের জন্য শিক্ষা ও মনোসামাজিক সহায়তা জরুরি ছিল। রস্ক প্রকল্প এ জায়গায় কিছু ভূমিকা রেখেছে।"* তবে অংশগ্রহণকারীরা মনে করেন, এফডিএমএন কার্যক্রম প্রকল্পভিত্তিক হওয়ায় দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষা পথ, শেখার অগ্রগতি, সুরক্ষা, ভাষাগত সহায়তা ও মূলধারার শিক্ষা বা দক্ষতা উন্নয়নের সঙ্গে সংযোগ যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না। ভবিষ্যতে এ ধরনের কার্যক্রমে ইউনিসেফ, স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসন, মানবিক সংস্থা ও জাতীয় শিক্ষা কাঠামোর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি সমন্বিত পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন।

- কেআইআই আলোচনায় প্রকল্পের নথি, শিক্ষার্থী তালিকা, ভাতা বিতরণ রেকর্ড, শিখন কেন্দ্রভিত্তিক উপস্থিতি, শিক্ষক নিয়োগ, এনজিও চুক্তি, প্রশিক্ষণ ফলাফল ও শিক্ষার্থী উত্তরণ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণে ব্যর্থতার কথা উঠে আসে। একজন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান, *"অনেক ক্ষেত্রে মাঠপর্যায়ের নথি পাওয়া কঠিন হয়েছে। কিছু লার্নিং সেন্টার বা উপকারভোগীর তথ্য যাচাই করতে গিয়ে অসঙ্গতি দেখা গেছে।"* নথি সংরক্ষণের দুর্বলতা প্রকল্পের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও প্রভাব মূল্যায়নের নির্ভরযোগ্যতাকে সীমিত করেছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্পে শুরু থেকেই ডিজিটাল ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট, ইউনিক শিক্ষার্থী আইডি, অনলাইন ভাতা ট্র্যাকিং, এনজিও পারফরম্যান্স ডাটাবেজ ও কেন্দ্রভিত্তিক জিও-ট্যাগড তথ্য সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক করা দরকার বলে মতামত উঠে আসে।

- কেআইআই আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা এনজিও নির্বাচন ও লার্নিং সেন্টার পরিচালনা নিয়ে মিশ্র মতামত দেন। কিছু এলাকায় এনজিওগুলো কার্যকর ভূমিকা রাখলেও কিছু ক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা, মাঠপর্যায়ের উপস্থিতি, নথি সংরক্ষণ ও সেন্টার ব্যবস্থাপনায় মারাত্মক গাফিলতি ছিল। একজন উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা বলেন, *"কাগজে লার্নিং সেন্টারের তথ্য থাকলেও মাঠে গিয়ে সব সেন্টার একইভাবে সক্রিয় বা সহজে শনাক্ত করা যায়নি।"* এতে বোঝা যায়, এনজিও নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞতা, স্থানীয় গ্রহণযোগ্যতা, আর্থিক সক্ষমতা, পূর্ববর্তী কাজের মান ও মাঠপর্যায়ের উপস্থিতি যথাযথভাবে যাচাই করা জরুরি। ভবিষ্যতে এনজিও নিয়োগে স্বচ্ছ প্রতিযোগিতা, পারফরম্যান্স-ভিত্তিক চুক্তি, নিয়মিত তৃতীয় পক্ষ যাচাই ও দুর্বল এনজিওর ক্ষেত্রে দ্রুত প্রতিস্থাপন ব্যবস্থা থাকা উচিত।

- প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণকে প্রকল্পের একটি সম্ভাবনাময় কিন্তু দুর্বলভাবে বাস্তবায়িত অঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন প্রকল্পে ২৫,০০০ জন প্রশিক্ষণার্থীর লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলেও প্রশিক্ষণের ট্রেড নির্বাচন, প্রশিক্ষক দক্ষতা, ব্যবহারিক সরঞ্জাম, ল্যাব সুবিধা, নিরাপদ প্রশিক্ষণ পরিবেশ ও প্রশিক্ষণ-পরবর্তী চাকরি সংযোগ ভালো ছিল না। টেইলারিং, মোবাইল সার্ভিসিং, ইলেকট্রিক্যাল কাজ, কম্পিউটার বেসিক, ফুড প্রসেসিং ও হস্তশিল্পের মতো ট্রেড সব এলাকায় স্থানীয় বাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। ভবিষ্যতে ট্রেড নির্বাচনের আগে স্থানীয় শ্রমবাজার জরিপ, দক্ষ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নির্বাচন, ব্যবহারিক ল্যাব, নিয়োগদাতা সংযোগ, পুঁজি সহায়তা ও ৬-১২ মাস ফলোআপ বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন বলে জানা যায়।

- কেআইআই আলোচনায় মতামত আসে, বিদ্যালয়বহির্ভূত ও ঝরে পড়া শিশুদের শিক্ষা একটি দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় সমস্যা। তাই এটি আলাদা প্রকল্পভিত্তিক উদ্যোগ হিসেবে সীমাবদ্ধ না রেখে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি বা পিইডিপি কাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা অধিক কার্যকর হতে পারে। একজন নীতিনির্ধারণ পর্যায়ের কর্মকর্তা মত দেন, *"রস্ক মডেল কার্যকর হলেও আলাদা প্রকল্প শেষ হলে কার্যক্রম থেমে যায়। কিন্তু পিইডিপির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলে বাজেট, মনিটরিং, শিক্ষক সহায়তা ও ডাটা ব্যবস্থাপনা বেশি স্থায়ী হতে পারে।"* এতে প্রকল্প-পরবর্তী ধারাবাহিকতা, সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার মালিকানা, স্থানীয় শিক্ষা অফিসের জবাবদিহিতা ও মূলধারার বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযোগ শক্তিশালী হতে পারে। ভবিষ্যতে রস্কের মতো কার্যক্রমকে পিইডিপি বা জাতীয় শিক্ষা কর্মসূচির সাব-কম্পোনেন্ট হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

- কেআইআই আলোচনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হিসেবে শিক্ষার্থী ট্র্যাকিংয়ের বিষয়টি উঠে আসে। অংশগ্রহণকারী কয়েকজন বলেন, রস্ক শিক্ষার্থীরা পিইসি পাস করার পর কে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হলো, কে মাদ্রাসা বা কারিগরি শিক্ষায় গেল, কে পুনরায় ঝরে পড়ল, কে শিশুশ্রম বা বাল্যবিবাহের ঝুঁকিতে পড়ল এসব তথ্য নিয়মিতভাবে সংরক্ষণ করা হয়নি। একজন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মত প্রকাশ করেন, *"পিইসি পাস করানোই শেষ লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। পাসের পর অন্তত তিন বছর শিক্ষার্থীর অগ্রগতি ট্র্যাক করা দরকার।"* তাঁদের মতে, ভবিষ্যতে রস্ক বা অনুরূপ প্রকল্পে প্রতিটি শিক্ষার্থীর ইউনিক আইডি তৈরি করে পিএমআইএস-এ সংযুক্ত করা, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি তথ্য লিংক করা, উপস্থিতি ও অগ্রগতি ট্র্যাক করা ও ঝরে পড়ার ঝুঁকিতে থাকা শিক্ষার্থীদের জন্য স্থানীয় শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে ফলোআপ ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগে নেয়া যেতে পারে।

  কেআইআই আলোচনার সার্বিক বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয়, রস্ক-২ প্রকল্প বিদ্যালয়বহির্ভূত শিশুদের শিক্ষায় ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক উদ্যোগ হলেও এর বাস্তবায়নে তথ্য ব্যবস্থাপনা, গুণগত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ-পরবর্তী কর্মসংস্থান, এনজিও তদারকি, পিসিআর প্রস্তুতি ও প্রকল্প-পরবর্তী ট্র্যাকিংয়ে অনেকটা সীমাবদ্ধতা ছিল। ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে আলাদা প্রকল্পভিত্তিক মডেলের পরিবর্তে পিইডিপি কাঠামোর মধ্যে দ্বিতীয় সুযোগ শিক্ষা কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করা, ডিজিটাল শিক্ষার্থী ডাটাবেজ তৈরি, বাজারভিত্তিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ, এনজিওর পারফরম্যান্স মূল্যায়ন ও ফলাফলভিত্তিক পিসিআর প্রণয়ন অপরিহার্য।

৩.৮ এফজিডি পর্যালোচনা

দলীয় আলোচনা হতে প্রাপ্ত তথ্য নিচে তুলে ধরা হলো:

দলীয় আলোচনার ভিত্তিতে রস্ক-২ প্রকল্পের পর্যালোচনা

ক) দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা উল্লেখ করেছেন যে রস্ক/আনন্দ স্কুলের মাধ্যমে অনেক ঝরে পড়া ও স্কুলবহির্ভূত শিশু পুনরায় শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে। বিশেষ করে দরিদ্র পরিবারের শিশু, যারা আগে নিয়মিত বিদ্যালয়ে যেতে পারত না, তারা স্থানীয় পর্যায়ে শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছে। অর্থাৎ বিদ্যালয়বহির্ভূত শিশুদের শিক্ষার আওতায় আনা মাঠপর্যায়ে প্রাসঙ্গিক ছিল। তবে শুধু ভর্তি নয়, শিক্ষার্থীরা কতদিন ধরে শিক্ষা কার্যক্রমে টিকে ছিল এবং পরবর্তীতে মাধ্যমিক শিক্ষায় অগ্রসর হয়েছে কি না, তা প্রভাব মূল্যায়নে আরও গুরুত্বসহকারে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন বলে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন।

খ) অংশগ্রহণকারীরা শিক্ষার্থী সহায়তা, বই, উপকরণ ও শিক্ষা ভাতার বিষয়টি ইতিবাচক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য এসব সহায়তা বিদ্যালয়ে যাওয়া ও পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবকেরা মনে করেছেন, এ ধরনের সহায়তা না থাকলে শিশুদের শিক্ষায় ধরে রাখা কঠিন হতো। তবে একই সঙ্গে কিছু ক্ষেত্রে সহায়তা বিতরণ, উপবৃত্তি প্রাপ্তি বা আনন্দ স্কুলের ব্যবস্থাপনা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

চিত্র: ৩.১ এফজিডি পরিচালনা

স্থান: মধ্য জাফলং, রাধানগর, গোয়াইনঘাট, সিলেট

গ) দলীয় আলোচনায় প্রকল্পের শিক্ষকদের ভূমিকা নিয়ে ইতিবাচক মন্তব্য থাকলেও শিক্ষার মান, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, নিয়মিত তদারকি ও মানসম্মত পাঠদানের বিষয়ে কিছু সীমাবদ্ধতার বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করেছেন। কোথাও শিক্ষার্থীরা পড়তে-লিখতে শিখেছে বলে মতামত এসেছে, আবার কোথাও মানসম্মত শিক্ষা ও দক্ষ শিক্ষকতার ঘাটতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশিত হয়েছে।

ঘ) কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি বা সিএমসি, স্থানীয় অংশীজন, অভিভাবক ও সমাজের প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততার বিষয় এসেছে। কিছু ক্ষেত্রে সিএমসি ও স্থানীয় ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ প্রকল্প পরিচালনায় সহায়ক হয়েছে; আবার কিছু স্থানে কমিটির কার্যকারিতা, নিয়মিত সভা, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও জবাবদিহিতার ঘাটতি সংক্রান্ত মতামতও উঠে এসেছে। অনেকে হতাশা ব্যক্ত করে বলেছেন, শুধু কমিটি গঠন করলেই কার্যকর সামাজিক জবাবদিহিতা তৈরি হয় না।

ঙ) দলীয় আলোচনায় মায়েদের অংশগ্রহণ, নারী শিক্ষক, নারী সদস্য ও স্থানীয় পর্যায়ে নারীর মতামত প্রদানের সুযোগের বিষয় উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে দরিদ্র পরিবারের মায়েরা শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, শিশুদের নিরাপত্তা ও কেন্দ্র পরিচালনায় ভূমিকা রাখতে পেরেছেন বলে প্রতীয়মান হয়। নারী শিক্ষক ও মা-ভিত্তিক অংশগ্রহণ কন্যাশিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর ক্ষেত্রে আস্থা তৈরি করতে পেরেছিল। তবে অনেকেই জানিয়েছেন, প্রকল্প শেষে তাঁদের আর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয় নি। ফলে প্রশিক্ষিত হয়েও অনেকেই কর্মহীন জীবন যাপন করছেন বলে মত প্রকাশ করেছেন।

চ) শিশুশ্রম, বাল্যবিবাহ, দরিদ্রতা, পারিবারিক কাজ ও মেয়েদের ঝরে পড়ার বিষয় উঠে এসেছে। কিছু অংশগ্রহণকারী মনে করেছেন, প্রকল্পের কারণে শিশুদের স্কুলমুখীতা বেড়েছে ও অল্প বয়সে কাজে যাওয়ার প্রবণতা কিছুটা কমেছে। তবে দারিদ্র্য, পারিবারিক চাহিদা ও সামাজিক রীতিনীতির কারণে শিশুশ্রম ও বাল্যবিবাহের ঝুঁকি অব্যাহত ছিল বলে অনেকেই মত দেন।

ছ) দলীয় আলোচনায় জীবিকা, দক্ষতা প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান ও আয়বর্ধক কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা উঠে এসেছে। বিশেষ করে যারা প্রাথমিক শিক্ষা শেষে আর পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেনি, তাদের জন্য প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়। তবে এখানে অনেকে প্রশিক্ষণের বিষয়ে নেতিবাচক মত দিয়েছেন। প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ না দিয়েই কার্যক্রম সমাপ্ত করেছেন। কিছু নাম সর্বস্ব প্রতিষ্ঠানও এ কার্যক্রমে যুক্ত হয়েছিল বলে অনেকে মতামত দেন।

জ) বিভিন্ন অংশে প্রকল্প মনিটরিং, স্থানীয় পর্যায়ের তদারকি, শিক্ষক উপস্থিতি, কমিটির সক্রিয়তা ও প্রকল্প শেষে ধারাবাহিকতা নিয়ে মতামত পাওয়া যায়। কিছু ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীরা মনে করেছেন যে নিয়মিত মনিটরিং হলে শিক্ষা কার্যক্রম ও কেন্দ্র পরিচালনা আরও ভালো হতো।

৩.৯ কেস স্টাডি পর্যালোচনা

কেস স্টাডি # ১: প্রাথমিক বিদ্যালয় দূরে ছিল, রস্ক তাকে সুযোগ দিয়েছে: সাইফ আহমেদের উন্নয়নের গল্প

নাম সাইফ আহমেদ। পিতার নাম হেমুদ আলী ও মাতার নাম লাখী বেগম। স্থানীয় ঠিকানা উখিয়া, কক্সবাজার। বয়স ২৭ বছর। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন। শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি। বর্তমান পেশা হিসেবে আর্মিতে প্রশিক্ষণরত। বর্তমান মাসিক আয় হিসেবে ২৫,০০০ টাকা। প্রকল্প-পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি বলেন, রস্ক শিখন কেন্দ্রে আসার আগে তিনি বিশেষ কোনো কাজ করতেন না এবং প্রাইমারি স্কুল দূরে থাকায় তাঁর স্কুলে যেতে ভালো লাগত না। এটি ভৌগোলিক দূরত্ব ও শিক্ষায় প্রবেশাধিকারের সীমাবদ্ধতার একটি বাস্তব উদাহরণ। তিনি জানান, অনেক শিশু কেবল দারিদ্র্যের কারণে নয়, বিদ্যালয়ের দূরত্ব, যাতায়াতের অসুবিধা, পরিবেশগত ঝুঁকি ও পরিবারিক অনুৎসাহের কারণে শিক্ষার বাইরে পড়ে যায়। তাঁর ক্ষেত্রে নিকটবর্তী বা সহজলভ্য শিখন কেন্দ্র শিক্ষায় ফেরার সুযোগ তৈরি করেছিল। রস্কের শিখন কেন্দ্র যদি না থাকত, তাহলে তিনি হয়তো প্রাথমিক শিক্ষার বাইরে থেকেই যেতেন অথবা খুব অল্প বয়সে অনিশ্চিত শ্রমে যুক্ত হতেন বলে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু রস্ক প্রকল্প তাঁকে মৌলিক শিক্ষা সম্পন্ন করার সুযোগ দেয়। পরবর্তী সময়ে তিনি এসএসসি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন এবং বর্তমানে আর্মি প্রশিক্ষণমুখী পেশাগত পথে যুক্ত হয়েছেন।

পর্যালোচনা: সাইফ আহমেদের ঘটনাটি রস্ক প্রকল্পের ভৌগোলিক বাধা দূরীকরণের একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বিদ্যালয় দূরে থাকায় ছিটকে পড়া সাইফ রস্কের স্থানীয় শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাথমিক ও পরবর্তীতে এসএসসি সম্পন্ন করেন। বর্তমানে তিনি সেনাবাহিনীতে সম্মানজনক পেশায় প্রশিক্ষণরত আছেন। এই কেস স্টাডিটি প্রমাণ করে যে, সহজলভ্য শিক্ষা সুবিধাবঞ্চিত শিশুদেরও দীর্ঘমেয়াদী মানবসম্পদে পরিণত করতে পারে।

কেস স্টাডি # ২: শিক্ষায় ফিরেছেন, কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন সীমিত: নিপা খাতুনের আংশিক সফলতা ও সীমাবদ্ধতার গল্প

উপকারভোগীর নাম মোছা. নিপা খাতুন। পিতার নাম মৃত নজরুল আলী ও মাতার নাম মোসা. রোকেয়া বেগম। ঠিকানা ফুলপুর, ময়মনসিংহ। বয়স ২২ বছর। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৬ জন। শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি। বর্তমান পেশা গৃহিণী। ব্যক্তিগত বর্তমান মাসিক আয় নেই, তবে পরিবারের মোট মাসিক আয় প্রায় ২০,০০০ টাকা জানিয়েছেন। প্রকল্প-পূর্ব অভিজ্ঞতার অংশে তিনি লিখেছেন যে রস্ক শিখন কেন্দ্রে আসার আগে তিনি কোনো কাজ করতেন না এবং স্থানীয় শিক্ষার সুযোগ সীমিত ছিল।

নিপা খাতুনের গল্পটি রস্ক প্রকল্পের একটি আংশিক সফলতা বলা যেতে পারে। একদিকে তিনি রস্কের মাধ্যমে শিক্ষায় ফিরে আসেন ও এসএসসি পর্যন্ত পড়াশোনা করতে সক্ষম হন, যা একজন সুবিধাবঞ্চিত নারী উপকারভোগীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। প্রকল্পের স্থানীয় শিখন কেন্দ্র, নারী-বান্ধব পরিবেশ, শিক্ষক সহায়তা ও শিক্ষা উপকরণ তাঁর মতো মেয়েদের শিক্ষায় যুক্ত হতে সাহায্য করেছে। বিশেষ করে দরিদ্র পরিবারে মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠানো অনেক সময় পারিবারিক ও সামাজিকভাবে কঠিন হয়। সে দিক থেকে তাঁর এইচএসসি পর্যন্ত পৌঁছানো প্রকল্পের শিক্ষাগত ইতিবাচক প্রভাবের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ।

চিত্র: ৩.২ নিপা খাতুন (কেসস্টাডি)

স্থান: ফুলপুর, ময়মনসিংহ

তবে এর সীমাবদ্ধতা হলো শিক্ষাগত অর্জন থাকা সত্ত্বেও তিনি বর্তমানে কোনো আয়মুখী পেশায় যুক্ত নন। তাঁর ব্যক্তিগত আয় ০ টাকা এবং পেশা গৃহিণী হওয়া নির্দেশ করে যে শিক্ষা তাঁর সামাজিক অবস্থান উন্নত করলেও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন পুরোপুরি হয়নি। এটি নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা তুলে ধরে। শিক্ষায় প্রবেশাধিকার তৈরি করলেই নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হয় না। এর জন্য দরকার দক্ষতা, কারিগরি প্রশিক্ষণ, চাকরি সংযোগ, উদ্যোক্তা সহায়তা ও পরিবার/সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। নিপার গল্প তাই রস্ক প্রকল্পের সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা দুটিই তুলে ধরে। প্রকল্প তাঁকে শিক্ষায় ফিরিয়েছে, কিন্তু প্রকল্প-পরবর্তী দক্ষতা ও কর্মসংস্থান সংযোগ শক্তিশালী না হওয়ায় তাঁর অর্থনৈতিক সম্ভাবনা সীমিত থেকে গেছে।

পর্যালোচনা: নিপা খাতুনের কেস স্টাডিটি রস্ক প্রকল্পের আংশিক সফলতার একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত। প্রকল্পটি সুবিধাবঞ্চিত নারী হিসেবে নিপাকে শিক্ষায় ফিরিয়ে এনে এসএসসি পর্যন্ত অধ্যয়নের সুযোগ করে দিয়েছে, যা নারীশিক্ষার প্রসারে একটি বড় অর্জন। তবে, শিক্ষাগত যোগ্যতার পরও তাঁর কর্মহীনতা বা গৃহিণী পেশা প্রমাণ করে যে, শুধু শিক্ষায় প্রবেশাধিকার নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে পারে না। দীর্ঘমেয়াদী সুফলের জন্য প্রকল্প-পরবর্তী কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন ও শ্রমবাজারের সাথে সরাসরি সংযোগ স্থাপন অপরিহার্য ছিল।

৩.১০ স্থানীয় কর্মশালা

চিত্র: ৩.৩ স্থানীয় কর্মশালা

স্থান: জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, ময়মনসিংহ

“রিচিং আউট-অব-স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) ফেজ-২ (৩য় সংশোধিত)” প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার অংশ হিসেবে ১৩ এপ্রিল, সোমবার বেলা ১১টায় জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, ময়মনসিংহে স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আইএমইডির নেতৃত্বাধীন প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষাটি হাউস অব কনসালট্যান্টস (প্রা.) লিমিটেড কর্তৃক পরিচালিত হয়েছে। কর্মশালায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতা, মাঠপর্যায়ের প্রভাব, সুবিধাভোগীদের মতামত, বাস্তবায়নকালীন সীমাবদ্ধতা এবং ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়ে অংশীজনদের মতামত গ্রহণ করা হয়।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে জুম অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন জনাব রোকেয়া খাতুন, এনডিসি, মহাপরিচালক (যুগ্ম সচিব), পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, আইএমইডি। বিশেষ অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন জনাব নিশাত জাহান, পরিচালক (উপসচিব), পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, আইএমইডি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব ফরিদ আহমেদ, মহাপরিচালক (যুগ্ম সচিব), জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, ময়মনসিংহ। এছাড়াও কর্মশালায় প্রকল্পের আওতায় প্রাক্তন শিক্ষার্থী, অভিভাবক, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্মকর্তা, বিভিন্ন প্রকল্প এলাকার উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রোগ্রাম ফ্যাসিলিটেটর এবং সমীক্ষা টিমের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারীরা বলেন, রিচিং আউট-অব-স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) ফেজ-২ প্রকল্প বিদ্যালয়বহির্ভূত, ঝরে পড়া এবং সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার আওতায় আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বিশেষ করে দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, স্থানীয় পর্যায়ে অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মূলধারার শিক্ষায় সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে প্রকল্পের ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে বলে তাঁরা উল্লেখ করেন। প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা তাদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে জানান, এ প্রকল্পের মাধ্যমে তারা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেয়েছে এবং পরবর্তীতে জীবনে অগ্রসর হওয়ার আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছে। অভিভাবকরা জানান, আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে অনেক শিশুর পড়াশোনা বন্ধ হওয়ার ঝুঁকি থাকলেও প্রকল্পের সহায়তা তাদের শিক্ষায় টিকে থাকতে সহায়তা করেছে।

কর্মশালায় বক্তারা প্রকল্পের অর্জনের পাশাপাশি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতার কথাও তুলে ধরেন। তাঁরা বলেন, এ ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম আরও কার্যকর ও টেকসই করতে হলে উপবৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি, বিদ্যালয়ের অবকাঠামো ও শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ উন্নয়ন, যুগোপযোগী কারিকুলাম সম্প্রসারণ, শিক্ষার্থীদের তথ্য ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নে দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠান সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। অংশগ্রহণকারীদের মতে, শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে ট্র্যাক করার জন্য প্রত্যেকের স্বতন্ত্র আইডি নম্বর থাকা জরুরি, যাতে উপস্থিতি, অগ্রগতি, ঝরে পড়া ও মূলধারায় অন্তর্ভুক্তির তথ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা যায়। আলোচনায় আরও উঠে আসে যে, ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় বাস্তবতা, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চাহিদা ও মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া দরকার। অংশগ্রহণকারীরা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনায় যোগ্য ও অভিজ্ঞ ফার্ম নিয়োগ, ফার্ম নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ, প্রতিযোগিতামূলক ও যোগ্যতাভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ এবং সব কার্যক্রমকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রেখে নিরপেক্ষতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

কর্মশালার আলোচনার ভিত্তিতে সুপারিশ করা হয় যে অসহায় শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করতে উপবৃত্তির টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করা; শিক্ষার মানোন্নয়নে স্কুলসমূহের অবকাঠামো ও পরিবেশ আরও উন্নত করা; যুগোপযোগী শিক্ষা নিশ্চিত করতে স্কুলের শিক্ষণীয় কারিকুলাম সম্প্রসারণ করা; শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠু তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রত্যেককে স্বতন্ত্র আইডি নম্বর প্রদান করা; শিক্ষা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ ও যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা; সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যোগ্য ও অভিজ্ঞ ফার্ম নিয়োগ করা; ফার্ম নির্বাচনে স্বচ্ছ, প্রতিযোগিতামূলক ও যোগ্যতাভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করা; এবং সকল কার্যক্রমকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রেখে নিরপেক্ষতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

কর্মশালায় উপস্থিত অংশীজনদের মতামত, অভিজ্ঞতা ও সুপারিশসমূহ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার বিশ্লেষণ ও চূড়ান্ত প্রতিবেদনে গুরুত্বপূর্ণ ইনপুট হিসেবে বিবেচিত। বক্তারা আশা প্রকাশ করেন, রিচিং আউট-অব-স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) ফেজ-

২ প্রকল্পের অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে বিদ্যালয়বহির্ভূত ও ঝরে পড়া শিশুদের শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তকরণ, শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে কার্যকর দিকনির্দেশনা প্রদান করার সম্ভাবনা রয়েছে।

৩.১১ শিক্ষণীয় বিষয় (Lesson Learned)

"রিচিং আউট-অব-স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) ফেইজ-২ (৩য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের অর্জিত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বিদ্যালয়বহির্ভূত, ঝরে পড়া ও দরিদ্র শিশুদের শিক্ষায় পুনঃঅন্তর্ভুক্ত করতে স্থানীয়ভিত্তিক নমনীয় শিক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর হতে পারে। পিসিআর হতে তথ্যমতে, প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ শিখন কেন্দ্রের লক্ষ্যমাত্রা ২১,৬৩২টির বিপরীতে ২০,২৩৯টি বাস্তবায়ন, ৭,২০,০০০ জন গ্রামীণ শিক্ষার্থীর লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৬,৮৭,৫৫৬ জন শিশুকে শিক্ষার আওতায় আনা ও শহরে বস্তি শিক্ষা কর্মসূচিতে ৫০,০০০ জনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪৯,৪৭৮ জন শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্তি নির্দেশ করে যে স্থানীয় পর্যায়ে সহজলভ্য শিখন কেন্দ্র দরিদ্র ও প্রান্তিক শিশুদের শিক্ষায় ফিরিয়ে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। একইভাবে প্রাইমারি ডেটায় রস্ক-২ শিক্ষার্থীদের PECE পাসের হার ৮৯.০৭%, কন্ট্রোল গ্রুপে ৮০.১০% এবং বর্তমানে পড়াশোনায় যুক্ত থাকার হার প্রোগ্রাম গ্রুপে ৪১.৫৩% ও কন্ট্রোল গ্রুপে ২০.৩৫% হওয়া প্রমাণ করে, প্রকল্পটি শিক্ষাগত অন্তর্ভুক্তি ও শিক্ষায় স্থায়িত্ব বৃদ্ধিতে সামান্য হলেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

তবে সেকেন্ডারি ও প্রাইমারি তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে এটাও দেখা যায়, শুধু শিক্ষায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করলেই দীর্ঘমেয়াদি মানবসম্পদ উন্নয়ন নিশ্চিত হয় না। বিশেষ করে প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ২৫,০০০ জন প্রশিক্ষণার্থীর লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলেও এ অঙ্গের গুণগত কার্যকারিতা প্রত্যাশিত মাত্রায় ছিল না। মাঠপর্যায়ের মতামত ও গুণগত তথ্য বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয়, প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত ট্রেডগুলো সব ক্ষেত্রে স্থানীয় শ্রমবাজার, শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, বয়স, শিক্ষাগত সক্ষমতা ও কর্মসংস্থানের বাস্তব চাহিদার সঙ্গে যথাযথভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ছিল আনুষ্ঠানিকতা-কেন্দ্রিক। ফলে প্রশিক্ষণ শেষে শিক্ষার্থীরা কোন ধরনের চাকরি, শিক্ষানবিশ, স্ব-কর্মসংস্থান বা উদ্যোক্তা কার্যক্রমে যুক্ত হবে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট রোডম্যাপ ছিল না। ফলে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলেও অনেক উপকারভোগী তা বাস্তব আয়ে রূপান্তর করতে পারেনি প্রতীয়মান হয়। এছাড়া প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়েছে। তথ্য-উপাত্ত বিশ্লষণে দেখা যায়, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষক দক্ষতা, ব্যবহারিক সরঞ্জাম, প্রশিক্ষণ উপকরণ, ট্রেডভিত্তিক ল্যাব সুবিধা, নিরাপদ প্রশিক্ষণ পরিবেশ ও বাজার-সংযোগ অভিজ্ঞতা পর্যাপ্ত ছিল না। ফলে প্রশিক্ষণার্থীরা হাতে-কলমে দক্ষতা অর্জনের পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মৌলিক ধারণা পেয়েছে। প্রশিক্ষণ পরিবেশও সব জায়গায় মানসম্মত ছিল না; কিছু ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ কক্ষ, যন্ত্রপাতি, নিরাপত্তা, পর্যাপ্ত সময়, নারী প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও প্রশিক্ষণ-পরবর্তী ফলোআপ ব্যবস্থা দুর্বল ছিল। সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা হলো, প্রশিক্ষণ শেষে চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো কার্যকর দিকনির্দেশনা, নিয়োগদাতা সংযোগ, ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং, শিক্ষানবিশ ব্যবস্থা, বাজারভিত্তিক প্লেসমেন্ট সাপোর্ট বা ক্ষুদ্র পুঁজি সহায়তার কাঠামো পর্যাপ্তভাবে কার্যকর ছিল না। ফলে প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ অঙ্গটি সংখ্যাগতভাবে সফল হলেও গুণগত ও কর্মসংস্থানভিত্তিক প্রভাবের দিক থেকে সীমিত ছিল।

রস্ক-২ প্রকল্পের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয় হলো, বৃহৎ পরিসরের শিক্ষা প্রকল্পে পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও টেকসইকরণ কৌশল শুরু থেকেই সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। প্রকল্পের মেয়াদ মূল পরিকল্পনার তুলনায় ৪২ মাস বৃদ্ধি, কিছু অঙ্গে আংশিক বাস্তবায়ন, যেমন পুল শিক্ষক ১,২০০ জনের বিপরীতে ৯২২ জন, সরঞ্জাম ৫৯টির বিপরীতে ৩৭টি ও স্কুল সংস্কার ২০০টির বিপরীতে ১৫১টি এসব তথ্য নির্দেশ করে যে বাস্তবায়ন সক্ষমতা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও অঙ্গভিত্তিক পরিকল্পনা আরও শক্তিশালী হওয়া দরকার ছিল। ভবিষ্যতে রস্ক-ধরনের প্রকল্পে প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণকে শুধু সংখ্যাগত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে শ্রমবাজারভিত্তিক ট্রেড নির্বাচন, দক্ষ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নির্বাচন, মানসম্মত প্রশিক্ষণ পরিবেশ, ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ, নিয়োগদাতা সংযোগ, শিক্ষানবিশ, উদ্যোক্তা সহায়তা, চাকরি প্লেসমেন্ট ও প্রশিক্ষণ-পরবর্তী অন্তত ৬–১২ মাস ফলোআপ বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে ইউনিক আইডি-ভিত্তিক শিক্ষার্থী ট্র্যাকিং, ডিজিটাল ভাতা বিতরণ, নিয়মিত শেখার ফলাফল মূল্যায়ন, কমিউনিটি জবাবদিহিতা ও শুরু থেকেই এক্সিট প্ল্যান অন্তর্ভুক্ত করা হলে এ ধরনের প্রকল্পের কার্যকারিতা ও টেকসই প্রভাব আরও বৃদ্ধি পাবে।

চতুর্থ অধ্যায়
SWOT অ্যানালাইসিস

রস্ক-২ প্রকল্পের ক্ষেত্রে সবল দিকসমূহ ও দুর্বল দিকসমূহ মূলত প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ বিষয়, যা প্রকল্পের নকশা, ব্যবস্থাপনা, শিখন কেন্দ্র পরিচালনা, শিক্ষার্থী নির্বাচন, শিক্ষা ভাতা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, মনিটরিং ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের সক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কিত। পক্ষান্তরে, সুযোগসমূহ ও ঝুঁকিসমূহ প্রকল্পের বহিরাগত বিষয়, যেমন দরিদ্র পরিবারের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা, বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম, স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতা, কোভিড-১৯ মহামারি, দুর্যোগ, অভিবাসন, বৈদেশিক অর্থায়ন ও জাতীয় শিক্ষা নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য।

রস্ক-২ প্রকল্পের কার্যকারিতা ও টেকসই প্রভাব অনেকাংশে নির্ভর করে প্রকল্পটি বিদ্যালয়বহির্ভূত ও ঝরে পড়া শিশুদের কতটা সফলভাবে শিক্ষায় ফিরিয়ে আনতে পেরেছিল, তাদের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে সহায়তা করেছিল কি না, মেয়েশিক্ষা ও নারী অংশগ্রহণ কতটা বৃদ্ধি করেছিল এবং প্রকল্প-পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীদের মূলধারার শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন ও জীবিকামুখী সুযোগের সঙ্গে কতটা যুক্ত করতে পেরেছিল এসব বিষয়ের ওপর। একই সঙ্গে প্রকল্প বাস্তবায়নে যে দুর্বলতাগুলো দেখা গেছে, যেমন মনিটরিং ঘাটতি, ভাতা বিতরণে সীমাবদ্ধতা, সিএমসি কার্যকারিতার বৈচিত্র্য, শিক্ষার মানের অসমতা ও প্রকল্প-পরবর্তী ট্র্যাকিং দুর্বলতা-এসব চিহ্নিত করাও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

অতএব, রস্ক-২ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নে SWOT Analysis একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণী উপকরণ। কেআইআই, এফজিডি, কেস স্টাডি, প্রকল্প দলিল, আরডিপিপি, সমাপ্তি প্রতিবেদন ও মাঠপর্যায়ে উপকারভোগী, অভিভাবক, শিক্ষক, কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি, স্থানীয় অংশীজন এবং বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাদের দেওয়া তথ্য ও আলোচনার ভিত্তিতে নিম্নরূপ SWOT Analysis উপস্থাপন করা হলো:

ক) প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ (Internal) দিকসমূহ	
৪.১ সবল দিকসমূহ (Strengths)	**৪.২ দুর্বল দিকসমূহ (Weaknesses)**
i. বিদ্যালয়বহির্ভূত শিশুদের শিক্ষায় ফিরিয়ে আনার কার্যকর উদ্যোগ: রস্ক প্রকল্প ঝরে পড়া ও স্কুলবহির্ভূত শিশুদের জন্য দ্বিতীয় সুযোগভিত্তিক শিক্ষা নিশ্চিত করেছে। ii. উপস্থিতি ও বিদ্যালয়ে ধরে রাখার (Retention) হার বৃদ্ধি: শিক্ষা ভাতা, উপকরণ ও স্থানীয় শিখন কেন্দ্র শিক্ষার্থীদের নিয়মিত অংশগ্রহণে সহায়ক হয়েছে। iii. স্থানীয়ভিত্তিক নমনীয় শিক্ষা মডেল: গ্রামীণ ও শহুরে বস্তি এলাকায় শিখন কেন্দ্র স্থাপনের ফলে দরিদ্র শিশুদের জন্য শিক্ষা সহজলভ্য হয়েছে। iv. নারী অংশগ্রহণ ও সামাজিক ক্ষমতায়ন: নারী শিক্ষক ও মায়েদের অংশগ্রহণ কন্যাশিশুর শিক্ষায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।	i. শিক্ষার মানে বৈচিত্র্য: সব শিখন কেন্দ্রে সমমানের পাঠদান, শিক্ষক দক্ষতা ও শেখার ফলাফল নিশ্চিত করা যায়নি। ii. মনিটরিং ও তদারকির দুর্বলতা: মাঠপর্যায়ে উপস্থিতি, ভাতা বিতরণ, শিক্ষক কার্যক্রম ও সিএমসি কার্যকারিতা সব স্থানে সমানভাবে তদারকি হয়নি। iii. প্রশাসনিক ও সমন্বয়গত সীমাবদ্ধতা: বাস্তবায়নকারী সংস্থা, স্থানীয় কমিটি ও প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি ছিল। iv. প্রকল্প-পরবর্তী ট্র্যাকিং দুর্বল: শিক্ষার্থীরা পরবর্তীতে মাধ্যমিক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ বা কর্মসংস্থানে কতটা অগ্রসর হয়েছে, তার ধারাবাহিক অনুসরণ সীমিত ছিল।

ক) প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ (Internal) দিকসমূহ	
v. প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও জীবিকামুখী সহায়তা: কিছু উপকারভোগী দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আয়মুখী কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়েছে।	v. প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধি ও বাস্তবায়ন বিলম্ব: মূল সময়সীমার তুলনায় প্রকল্পের মেয়াদ বাড়াতে হয়েছে, যা পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন দক্ষতার সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করে।
খ) প্রকল্পের বহির্ভূত (External) দিকসমূহ	
৪.৩ সুযোগসমূহ (Opportunities)	**৪.৪ ঝুঁকিসমূহ (Threats)**
i. জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় একীভূতকরণের সুযোগ: রস্ক মডেলকে জাতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় সুযোগ শিক্ষা কর্মসূচি হিসেবে সম্প্রসারণ করার সম্ভাবনা ছিল। ii. ডিজিটাল মনিটরিং ও শিক্ষার্থী ট্র্যাকিং: প্রযুক্তিনির্ভর উপস্থিতি, ভাতা, শেখার ফলাফল ও অগ্রগতি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পকে আরও কার্যকর করতে পারত। iii. মাধ্যমিক শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের সঙ্গে সংযোগ: প্রাথমিক শিক্ষা শেষে কারিগরি প্রশিক্ষণ, শিক্ষানবিশ ও কর্মসংস্থানের পথ তৈরি করা সম্ভব ছিল। iv. স্থানীয় সরকার ও কমিউনিটি অংশীদারিত্ব: ইউনিয়ন পরিষদ, স্থানীয় প্রশাসন ও কমিউনিটির সম্পৃক্ততা বাড়িয়ে প্রকল্পের স্থায়িত্ব নিশ্চিত যেত। v. সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির সঙ্গে সংযোগ: শিক্ষা সহায়তার পাশাপাশি পরিবারভিত্তিক নিরাপত্তা ও সচেতনতা কার্যক্রম যুক্ত করলে প্রভাব আরও বৃদ্ধি পেত।	i. দারিদ্র্য ও শিশুশ্রম: দরিদ্র পরিবারে শিশুদের আয়মুখী কাজে যুক্ত হওয়ার চাপ শিক্ষার ধারাবাহিকতা ব্যাহত করেছে। ii. বাল্যবিবাহ ও সামাজিক রীতিনীতি: বিশেষত কন্যাশিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সামাজিক চাপ ও বাল্যবিবাহ ঝরে পড়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। iii. প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা: হাওর, চর, উপকূল ও দুর্গম অঞ্চলে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত। iv. মহামারি ও স্বাস্থ্য সংকট: কোভিড-১৯-এর মতো পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ ও মনিটরিং স্থবির হয়েছিল। v. অর্থায়ন নির্ভরতা: বৈদেশিক সহায়তা, অর্থায়ন ঘাটতি বা বিনিময় হার পরিবর্তনের কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন ঝুঁকির মুখে পড়ে।

৪.৫ SWOT Analysis-এর সার্বিক পর্যালোচনা

প্রকল্পের SWOT Analysis পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রকল্পটি বিদ্যালয়বহির্ভূত, ঝরে পড়া, দরিদ্র ও প্রান্তিক শিশুদের শিক্ষায় ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক উদ্যোগ ছিল। প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ সবল দিকগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো দ্বিতীয় সুযোগভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা, স্থানীয় শিখন কেন্দ্রভিত্তিক নমনীয় শিক্ষা মডেল, শিক্ষা ভাতা ও শিক্ষা উপকরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ধরে রাখা, নারী শিক্ষক ও মায়েদের অংশগ্রহণ এবং প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবিকামুখী সহায়তা। এসব উপাদান প্রকল্পকে শুধু শিক্ষামূলক কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ রাখেনি; বরং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, মেয়েশিক্ষা, অভিভাবক সচেতনতা ও দরিদ্র পরিবারের শিক্ষা ব্যয় হ্রাসেও ভূমিকা রেখেছে।

তবে প্রকল্পের দুর্বল দিকগুলো বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, শিক্ষায় প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি পেলেও সব ক্ষেত্রে শিক্ষার মান সমানভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন শিখন কেন্দ্রে শিক্ষক দক্ষতা, পাঠদান পদ্ধতি, শিক্ষার্থীর শেখার ফলাফল ও একাডেমিক তদারকির ক্ষেত্রে ঘাটতি ছিল। একই সঙ্গে মাঠপর্যায়ে উপস্থিতি যাচাই, ভাতা বিতরণ, কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যকারিতা ও শিক্ষক কার্যক্রম তদারকির ক্ষেত্রে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রকল্প-পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক শিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণ বা কর্মসংস্থানে কতটা অগ্রসর হয়েছে সে বিষয়ে ধারাবাহিক ট্র্যাকিং সীমিত থাকায় প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পরিমাপ করা কঠিন হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি ও বাস্তবায়ন বিলম্বও পরিকল্পনা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সীমাবদ্ধতা এ প্রকল্পে প্রতীয়মান হয়।

বাহ্যিক ক্ষেত্রে সুযোগসমূহ বিবেচনায় দেখা যায়, রস্ক মডেলকে জাতীয় পর্যায়ে স্থায়ী দ্বিতীয় সুযোগ শিক্ষা কর্মসূচি হিসেবে সম্প্রসারণের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। বিশেষ করে ঝরে পড়া, শহুরে বস্তি, হাওর, চর, উপকূলীয়, পাহাড়ি ও দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য এ ধরনের নমনীয় শিক্ষা মডেল কার্যকর হতে পারত। এছাড়া ডিজিটাল মনিটরিং, ইউনিক শিক্ষার্থী আইডি, উপস্থিতি ট্র্যাকিং, ভাতা বিতরণ, শেখার ফলাফল মূল্যায়ন ও মাধ্যমিক/কারিগরি শিক্ষায় সংযোগ নিশ্চিত করা গেলে প্রকল্পের প্রভাব আরও বেশি দৃশ্যমান ও টেকসই হতে পারত। স্থানীয় সরকার, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা শিক্ষা অফিস, কমিউনিটি ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির সঙ্গে সংযোগ তৈরি করা গেলে শিক্ষার্থী ধরে রাখা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও শিশুশ্রম হ্রাসে আরও কার্যকর ফল পাওয়া সম্ভব ছিল।

অন্যদিকে প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ প্রকল্পের টেকসই প্রভাবকে সীমিত করেছে। দরিদ্র পরিবারে শিশুদের আয়মুখী কাজে যুক্ত হওয়ার চাপ, কন্যাশিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহ ও সামাজিক রীতিনীতি, দুর্গম অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা, কোভিড-১৯-এর মতো মহামারি এবং বৈদেশিক অর্থায়নের ওপর নির্ভরতা প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ফলাফলকে অনেকটা প্রভাবিত করেছে। বিশেষ করে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ ও মনিটরিং স্থবির হয়ে পড়ায় প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হয়। অর্থায়ন ঘাটতি বা বিনিময় হার পরিবর্তনের ঝুঁকিও প্রকল্পের সময় ও ব্যয় ব্যবস্থাপনাকে প্রভাবিত করেছে।

সার্বিকভাবে SWOT Analysis থেকে প্রতীয়মান হয়, রস্ক-২ প্রকল্পের মূল শক্তি ছিল এর উচ্চ প্রাসঙ্গিকতা এবং দরিদ্র ও বিদ্যালয়বহির্ভূত শিশুদের শিক্ষায় ফিরিয়ে আনার সক্ষমতা। তবে এই শক্তিকে দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই প্রভাবে রূপ দিতে হলে শিক্ষার মান, মনিটরিং, প্রকল্প-পরবর্তী ট্র্যাকিং, দক্ষতা উন্নয়ন, সামাজিক সুরক্ষা ও স্থানীয় জবাবদিহিতা আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন ছিল। প্রকল্পটি প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধিতে কার্যকর হলেও বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম, দারিদ্র্য ও কর্মসংস্থানসংক্রান্ত সমস্যাগুলোর সমাধানে এককভাবে যথেষ্ট ছিল না। তাই ভবিষ্যতে রস্ক-ধরনের প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে শিক্ষা, দক্ষতা, সামাজিক সুরক্ষা, ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা ও স্থানীয় অংশগ্রহণকে সমন্বিত কাঠামোর মধ্যে আনা যেতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়

সমীক্ষার পর্যবেক্ষণ

৫.০ রস্ক-২ প্রকল্পের সার্বিক পর্যবেক্ষণ

রস্ক-২ প্রকল্পের দলিল, আরডিপিপি, পিসিআর, অডিট পর্যবেক্ষণ, কেআইআই, এফজিডি, কেস স্টাডি ও মাঠপর্যায়ের উপকারভোগী ও অংশীজনদের মতামত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে প্রকল্পটি বিদ্যালয়বহির্ভূত, ঝরে পড়া, দরিদ্র, প্রান্তিক ও শহুরে বস্তি এলাকার শিশুদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় সুযোগভিত্তিক শিক্ষা উদ্যোগ ছিল। প্রকল্পটি একদিকে শিক্ষায় প্রবেশাধিকার, শিক্ষার্থী ধরে রাখা, নারী অংশগ্রহণ, কমিউনিটি ব্যবস্থাপনা ও প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করেছে; অন্যদিকে বাস্তবায়ন বিলম্ব, মনিটরিং দুর্বলতা, আর্থিক ও ক্রয় ব্যবস্থাপনায় সীমাবদ্ধতা, শিক্ষার মানের বৈচিত্র্য এবং প্রকল্প-পরবর্তী টেকসইকরণ ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। নিম্নে রস্ক-২ প্রকল্পের সার্বিক পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করা হলো।

৫.১ বিদ্যালয়বহির্ভূত শিশুদের শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তি পর্যবেক্ষণ

রস্ক-২ প্রকল্প বিদ্যালয়বহির্ভূত, ঝরে পড়া ও দরিদ্র পরিবারের শিশুদের শিক্ষায় ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ এলাকায় ২১,৬৩২টি শিখন কেন্দ্রের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২০,২৩৯টি কেন্দ্র বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ৭,২০,০০০ জন শিক্ষার্থীর লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৬,৮৭,৫৫৬ জন শিশু শিক্ষার আওতায় এসেছে। অর্থাৎ প্রকল্পটি দ্বিতীয় সুযোগভিত্তিক শিক্ষার একটি কার্যকর মডেল হিসেবে কাজ করেছে। তবে সব এলাকায় শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ায় উপকারভোগী শনাক্তকরণ ও কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় আরও শক্তিশালী ব্যবস্থা প্রয়োজন ছিল। *(প্রতিবেদন সংযোগ: অনুচ্ছেদ ৩.১.৮, সারণি ৩.২ ও সারণি ৩.৪)*

৫.২ শিক্ষা ভাতা ও শিক্ষা অনুদানের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পে শিক্ষা ভাতা ও শিখন কেন্দ্র পরিচালন অনুদান দরিদ্র পরিবারের শিশুদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। শিক্ষা ভাতা খাতে ৭,৯৫,০০০ জনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৭,৬০,৫১৩ জন শিক্ষার্থী সুবিধা পেয়েছে এবং এ খাতে আর্থিক বাস্তবায়ন প্রায় ৯৯.৬৩%। এতে বোঝা যায়, আর্থিক সহায়তা দরিদ্র পরিবারে শিশুকে কাজে না পাঠিয়ে শিক্ষায় রাখার ক্ষেত্রে প্রণোদনা হিসেবে কাজ করেছে। তবে শিক্ষার্থী যাচাই, ভাতা বিতরণ ও উপস্থিতি-ভিত্তিক সহায়তা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। *(প্রতিবেদন সংযোগ: অনুচ্ছেদ ৩.১.৮, অনুচ্ছেদ ৩.৩.১)*

৫.৩ শহুরে বস্তি শিশু শিক্ষা কর্মসূচির প্রাসঙ্গিকতা পর্যবেক্ষণ

শহুরে বস্তি এলাকায় বসবাসরত দরিদ্র ও স্থানান্তরপ্রবণ শিশুদের শিক্ষার আওতায় আনার জন্য রস্ক-২ প্রকল্পের শহুরে বস্তি শিক্ষা কর্মসূচি ছিল অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। পিসিআর তথ্যমতে, ৫০,০০০ জন শিক্ষার্থীর লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪৯,৪৭৮ জন শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রকল্পের উচ্চ কার্যকারিতা নির্দেশ করে। তবে ২,০০০টি শহুরে শিখন কেন্দ্রের বিপরীতে ১,৬৪৭টি কেন্দ্র স্থাপন হওয়ায় কেন্দ্রভিত্তিক শিক্ষার্থী চাপ, শিক্ষার পরিবেশ ও শিক্ষার মানে প্রভাব পড়েছে। এছাড়া গুণগত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, শহুরে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উচ্চ স্থানান্তর প্রবণতাও শিক্ষার্থী ধরে রাখার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছিল। *(প্রতিবেদন সংযোগ: অনুচ্ছেদ ৩.১.৮, সারণি ৩.৪)*

৫.৪ শিক্ষার মান ও একাডেমিক তদারকি পর্যবেক্ষণ

রস্ক-২ প্রকল্প শিক্ষায় প্রবেশাধিকার বৃদ্ধিতে সফল হলেও সব শিখন কেন্দ্রে শিক্ষার মান সমানভাবে নিশ্চিত করা যায়নি। শিক্ষক দক্ষতা, পাঠদান পদ্ধতি, শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা, শেখার ফলাফল ও একাডেমিক তদারকিতে কেন্দ্রভেদে ভিন্নতা ছিল। পুল শিক্ষক নিয়োগে ১,২০০ জনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৯২২ জন যুক্ত হওয়ায় একাডেমিক সহায়তা কাঠামো

আংশিকভাবে দুর্বল ছিল। ফলে শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্তি ও পাসের হার ইতিবাচক হলেও শেখার গুণগত মান নিশ্চিত করতে আরও কার্যকর মনিটরিং ও শিখন মূল্যায়ন প্রয়োজন ছিল। *(প্রতিবেদন সংযোগ: অনুচ্ছেদ ৩.৩.১, সারণি ৩.৫)*

৫.৫ প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ পর্যবেক্ষণ

প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে ২৫,০০০ জন প্রশিক্ষণার্থীর লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জিত হলেও এর গুণগত ও কর্মসংস্থানভিত্তিক প্রভাব সীমিত ছিল। মাঠপর্যায়ের মতামত অনুযায়ী, সেলাই/টেইলারিং, বিউটিফিকেশন, মোবাইল সার্ভিসিং, ইলেকট্রিক্যাল কাজ, কম্পিউটার বেসিক, ফুড প্রসেসিং ও হস্তশিল্পের মতো ট্রেড সব এলাকায় স্থানীয় শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা, ব্যবহারিক সরঞ্জাম, ল্যাব সুবিধা, নিরাপদ পরিবেশ ও প্রশিক্ষণ-পরবর্তী চাকরি সংযোগ দুর্বল ছিল। ফলে প্রশিক্ষণ সংখ্যাগতভাবে সফল হলেও বাস্তব আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রত্যাশিত প্রভাব ফেলতে পারেনি। *(প্রতিবেদন সংযোগ: অনুচ্ছেদ ৩.১.৮.১ ও ৩.৬.১০)*

৫.৬ প্রকল্প-পরবর্তী শিক্ষার্থী ট্র্যাকিং পর্যবেক্ষণ

রস্ক শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষা শেষে মাধ্যমিক শিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান বা স্ব-কর্মসংস্থানে কতটা অগ্রগতি হয়েছে, তার ধারাবাহিক ট্র্যাকিং পর্যাপ্ত ছিল না। প্রাইমারি ডেটায় রস্ক-পরবর্তী শিক্ষার স্থায়িত্ব ইতিবাচক হলেও প্রকল্প শেষে দীর্ঘমেয়াদি ফলোআপ ব্যবস্থা দুর্বল ছিল। ইউনিক আইডি, ডিজিটাল ডাটাবেজ ও নিয়মিত অ্যালামনাই ট্র্যাকিং থাকলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি ভালোভাবে পরিমাপ করা যেত। এই ঘাটতির কারণে প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদি মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রভাব নিরূপণ সীমিত হয়েছে। *(প্রতিবেদন সংযোগ: অনুচ্ছেদ ৩.৩.১, অনুচ্ছেদ ৫.১৪)*

৫.৭ নারী অংশগ্রহণ ও সামাজিক ক্ষমতায়ন পর্যবেক্ষণ

রস্ক-২ প্রকল্পে নারী শিক্ষক, মা-ভিত্তিক কমিটি ও স্থানীয় নারী নেতৃত্বের অংশগ্রহণ কন্যাশিশুর শিক্ষায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। শিখন কেন্দ্রের উল্লেখযোগ্য অংশে নারী শিক্ষক থাকায় দরিদ্র পরিবারগুলো মেয়েদের আনন্দ স্কুলে পাঠাতে তুলনামূলকভাবে আস্থা পেয়েছে। কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটিতে মায়েদের সম্পৃক্ততা স্থানীয় পর্যায়ে নারীর সামাজিক অংশগ্রহণও বাড়িয়েছে। তবে এই ইতিবাচক পরিবর্তন বাল্যবিবাহ বা গৃহস্থালি শ্রমের মতো গভীর সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে পারেনি। তাই নারী অংশগ্রহণকে শিক্ষা, জীবনদক্ষতা ও সামাজিক সুরক্ষার সঙ্গে যুক্ত করা প্রয়োজন। *(প্রতিবেদন সংযোগ: অনুচ্ছেদ ৩.৩.১ ও ৩.৫.৬)*

৫.৮ বাল্যবিবাহ ও সামাজিক ঝুঁকি নিরসন পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পটি শিক্ষাগত অন্তর্ভুক্তি বাড়ালেও বাল্যবিবাহ ও সামাজিক আচরণ পরিবর্তনে প্রত্যাশিত প্রভাব ফেলতে পারেনি। প্রাইমারি ডেটায় বিবাহিতদের মধ্যে ১৮ বছরের নিচে বিয়ের হার প্রোগ্রাম গ্রুপে ২৯.৬৮% এবং কন্ট্রোল গ্রুপে ২৯.৭৩% প্রায় একই। এটি থেকে বলা যায়, শিক্ষা প্রকল্প একা বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম বা সামাজিক রীতিনীতি পরিবর্তনে যথেষ্ট নয়। এ ধরনের সমস্যার জন্য পরিবারভিত্তিক কাউন্সেলিং, স্থানীয় প্রশাসন, সামাজিক সুরক্ষা, কিশোরী ক্লাব ও জীবনদক্ষতা কার্যক্রমকে প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করা প্রয়োজন। *(প্রতিবেদন সংযোগ: অনুচ্ছেদ ৩.৩.১ ও ৩.৫.৬)*

৫.৯ প্রাথমিক শিক্ষা থেকে মাধ্যমিকে উত্তরণ পর্যবেক্ষণ

রস্ক শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্নের পর মাধ্যমিক, মাদ্রাসা বা ভোকেশনাল শিক্ষায় অগ্রগমনের ক্ষেত্রে প্রকল্পের ইতিবাচক প্রভাব দেখা যায়। প্রাইমারি ডেটায় রস্ক থেকে পাস করার পর ৭৬.৮৫% শিক্ষার্থী পরবর্তী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছে। PECE পাসের হারও প্রোগ্রাম গ্রুপে ৮৯.০৭%, যেখানে কন্ট্রোল গ্রুপে ৮০.১০%। তবে মাধ্যমিক পর্যায়ে টিকে থাকা, শিক্ষার ব্যয় বহন, দূরত্ব, পরিবারিক আয়চাপ ও কিশোর-কিশোরীদের কর্মমুখী হয়ে পড়ার ঝুঁকি রয়ে গেছে। তাই মাধ্যমিক উত্তরণ সহায়তা আরও প্রাতিষ্ঠানিক হওয়া প্রয়োজন। *(প্রতিবেদন সংযোগ: অনুচ্ছেদ ৩.৩.১, সারণি ৩.৫)*

৫.১০ অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ

রস্ক-২ প্রকল্প শিক্ষাগতভাবে ইতিবাচক হলেও সরাসরি অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে প্রভাব সীমিত ছিল। শিক্ষা ভবিষ্যৎ আয়ের ভিত্তি তৈরি করেছে, কিন্তু প্রশিক্ষণ, চাকরি সংযোগ, উদ্যোক্তা সহায়তা ও বাজারভিত্তিক দক্ষতা পর্যাপ্ত না থাকায় তা শক্তিশালী আয়বর্ধক প্রভাবে রূপ নেয়নি। অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য শিক্ষা-দক্ষতা-কর্মসংস্থান ধারাবাহিকতা জরুরি। *(প্রতিবেদন সংযোগ: অনুচ্ছেদ ৩.৩.১ ও ৩.৬.১০)*

৫.১১ প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় ধারাবাহিকতা পর্যবেক্ষণ

রস্ক-২ প্রকল্প বাস্তবায়নকালে একাধিক প্রকল্প পরিচালক দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রকল্প পরিচালকের পরিবর্তন উন্নয়ন প্রকল্পের ধারাবাহিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, মাঠপর্যায়ের তদারকি, নথি সংরক্ষণ, ক্রয় ব্যবস্থাপনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্মৃতি রক্ষায় প্রভাব ফেলতে পারে। বৃহৎ শিক্ষা প্রকল্পে নেতৃত্বের স্থিতিশীলতা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এ ধরনের প্রকল্পে উপকারভোগী নির্বাচন, ভাতা বিতরণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা এবং মাঠপর্যায়ের মনিটরিং ধারাবাহিকভাবে পরিচালনা করতে হয়। প্রকল্প পরিচালনায় দায়িত্ব হস্তান্তর ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা আরও শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন ছিল। *(প্রতিবেদন সংযোগ: অনুচ্ছেদ ৩.৪.১)*

৫.১২ ক্রয় ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের অডিট ও ক্রয় সংক্রান্ত পর্যালোচনায় দেখা যায়, ক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণে ঘাটতি, ভ্যাট/আয়কর কম কর্তন, চুক্তির অতিরিক্ত অর্থ প্রদান, কাল্পনিক ভ্রমণ ব্যয়, ব্যাংক সুদ জমা না দেওয়া এবং ক্রয় পরামর্শক নিয়োগে বিলম্বের মতো বিষয় উঠে এসেছে। যদিও অধিকাংশ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে, তবুও এসব ঘটনা আর্থিক শৃঙ্খলা, বিল যাচাই, ক্রয় নথি সংরক্ষণ ও তদারকির দুর্বলতা নির্দেশ করে। ভবিষ্যৎ প্রকল্পে ই-জিপি, ডিজিটাল ফাইন্যান্স ট্র্যাকিং এবং রিয়েল-টাইম অডিট ফলোআপ জোরদার করা প্রয়োজন। *(প্রতিবেদন সংযোগ: অনুচ্ছেদ ৩.২ ও ৩.৪.২)*

৫.১৩ এফডিএমএন ও সংকটপ্রবণ এলাকায় অর্জন পর্যবেক্ষণ

রস্ক-২ প্রকল্পের আওতায় এফডিএমএন শিশু-কিশোরদের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও মনোসামাজিক সহায়তা প্রদান একটি গুরুত্বপূর্ণ মানবিক উপাদান ছিল। এফডিএমএন ক্যাম্পে ১,৫০০টি শিখন কেন্দ্রের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১,৩৩১টি কেন্দ্র এবং ১,৫০,০০০ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে ১,১১,৪০০ জন শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সংকটপূর্ণ পরিবেশে এটি তাৎপর্যপূর্ণ অর্জন হলেও লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণ অর্জিত হয়নি। নিরাপত্তা, জনবল, অবকাঠামো, স্থান সংকট, স্বাস্থ্যবিধি ও কোভিড-১৯ পরিস্থিতি এ কার্যক্রমকে প্রভাবিত করেছে। *(প্রতিবেদন সংযোগ: অনুচ্ছেদ ৩.১.৮, সারণি ৩.৪)*

৫.১৪ এক্সিট প্ল্যান ও টেকসইকরণ ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ

রস্ক-২ প্রকল্পে গ্রামীণ আনন্দ স্কুল, শহুরে বস্তি শিক্ষা, প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, এফডিএমএন শিক্ষা এবং অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম ধাপে ধাপে সমাপ্ত করার জন্য এক্সিট প্ল্যান ছিল। তবে প্রকল্প-পরবর্তী শিক্ষার্থী ট্র্যাকিং, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্থানান্তর, দক্ষতা প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান সংযোগ এবং স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসনের দায়িত্ব নির্ধারণে সীমাবদ্ধতা ছিল। ফলে প্রকল্পের অর্জিত ফল দীর্ঘমেয়াদে কতটা টেকসই হয়েছে তা নিশ্চিতভাবে পরিমাপ করা কঠিন। ভবিষ্যৎ প্রকল্পে শুরু থেকেই টেকসইকরণ পরিকল্পনা বাধ্যতামূলক হওয়া প্রয়োজন। *(প্রতিবেদন সংযোগ: অনুচ্ছেদ ৩.৪.৩ ও ৫.১৪)*

৫.১৫ প্রকল্পের ডিপিপি ও পিসিআর সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ

রস্ক-২ প্রকল্পের ডিপিপি ও পিসিআর পর্যালোচনায় প্রকল্প ব্যবস্থাপনার কিছু কাঠামোগত ও প্রশাসনিক দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, প্রকল্পটির মেয়াদ ও পরিধি তিনবার সংশোধন (আরডিপিপি) করা হয়েছে। ফলে মূল মেয়াদ (২০১৩-২০১৭) থেকে ৪২ মাস সময় বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২১ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয় এবং বৈদেশিক সাহায্যনির্ভর ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। বারবার এই সংশোধন প্রাথমিক নকশায় ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জ পূর্বানুমানের ঘাটতি নির্দেশ করে। দ্বিতীয়ত, জুন ২০২১

সালে প্রকল্পের মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম সমাপ্ত হলেও প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) প্রায় ১৫ মাস দেরিতে, অর্থাৎ সেপ্টেম্বর ২০২২-এ দাখিল করা হয়। পিসিআর দাখিলের এই দীর্ঘসূত্রতা প্রকল্প সমাপ্তি ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক তদারকি ও জবাবদিহিতার সুস্পষ্ট ঘাটতি প্রমাণ করে। *(প্রতিবেদন সংযোগ: অনুচ্ছেদ ৩.১.৪ ও ৩.১.৬)*

৫.১৬ রস্ক-২ সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা পর্যবেক্ষণ

রস্ক-২ প্রকল্প সমাপ্তির দীর্ঘ সময় পর প্রভাব মূল্যায়ন করতে গিয়ে এটি প্রতীয়মান হয়েছে যে, দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাকিং ব্যবস্থার অভাবে প্রকল্পের প্রকৃত সুফল ও স্থায়িত্ব নিরূপণ মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। শিখন কেন্দ্রগুলোর অবলুপ্তি ও উপকারভোগীদের ব্যাপক স্থানান্তরের কারণে সংগৃহীত প্রাথমিক তথ্যের শতভাগ নির্ভুলতা যাচাই করা অত্যন্ত কঠিন। কার্যকর এক্সিট প্ল্যান ও কেন্দ্রীয় ডাটাবেস সংরক্ষণ না করায় এই মূল্যায়নে কাঠামোগত তথ্যঘাটতি প্রকটভাবে ধরা পড়েছে। *(প্রতিবেদন সংযোগ: অনুচ্ছেদ ৩.৪.৬)*

ষষ্ঠ অধ্যায়
সুপারিশ ও উপসংহার

৬.১ সুপারিশসমূহ

সমাপ্ত প্রকল্পের মূল ডিপিপি, সংশোধিত ডিপিপি, প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি তথ্য বিশ্লেষণ ও সার্বিক পর্যবেক্ষণের আলোকে নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ প্রদান করা হলো:

i) রস্ক-২ প্রকল্পের অভিজ্ঞতার আলোকে বিদ্যালয়বহির্ভূত, ঝরে পড়া, শহুরে বস্তি, চর, হাওর, উপকূলীয় ও দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য জাতীয় পর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মাধ্যমে 2nd Chance Education নামে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার ও কমিউনিটি কাঠামোর সমন্বয়ে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে; *(অনুচ্ছেদ: ৫.১)*

ii) শিক্ষার্থীর ইউনিক আইডি ব্যবহার করে শিক্ষা ভাতা, অন্যত্র ভর্তি, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস, উপস্থিতি যাচাই, অভিভাবক নিশ্চিতকরণ ও সামাজিক নিরীক্ষা চালু করা যেতে পারে; *(অনুচ্ছেদ: ৫.২)*

iii) শহুরে বস্তি এলাকায় পরিবার স্থানান্তর, অনানুষ্ঠানিক শ্রম ও অস্থায়ী বসবাসের কারণে শিক্ষার্থী ধরে রাখা কঠিন। তাই শহুরে দরিদ্র শিশুদের জন্য নমনীয় সময়সূচি, মোবাইলভিত্তিক শিক্ষার্থী ট্র্যাকিং, স্থানান্তরযোগ্য শিক্ষার্থী রেকর্ড ও শহুরে স্থানীয় সরকার/এনজিও অংশীদারিত্ব জোরদার করা যেতে পারে; *(অনুচ্ছেদ: ৫.৩)*

iv) শুধু ভর্তি, উপস্থিতি ও পরীক্ষায় অংশগ্রহণকে সফলতা হিসেবে না দেখে জীবনমুখী দক্ষতা ও শিক্ষাক্রমভুক্ত পরিপূর্ণ শিখন যোগ্যতা (Mastery Learning) অর্জনের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করা যেতে পারে। এছাড়া, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পুল শিক্ষক সহায়তা, শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ ও তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে শিখন মূল্যায়ন বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে; *(অনুচ্ছেদ: ৫.৪)*

v) অঞ্চলভেদে প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন, শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও বয়স বিশ্লেষণ, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা যাচাই, ইন্টার্নশিপ-এর ব্যবস্থা ও উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে; *(অনুচ্ছেদ: ৫.৫)*

vi) রস্ক শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষা শেষে মাধ্যমিক, মাদ্রাসা, ভোকেশনাল শিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণ, চাকরি বা স্ব-কর্মসংস্থানে অগ্রগতি অনুসরণে ইউনিক আইডি-ভিত্তিক ডিজিটাল ট্র্যাকিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে। প্রকল্প সমাপ্তির পর অন্তত ৩ বছর শিক্ষার্থী ফলোআপ রাখা যেতে পারে; *(অনুচ্ছেদ: ৫.৬)*

vii) নারীশিক্ষার মানোন্নয়নে নারী শিক্ষক ও মা-ভিত্তিক কমিটির পাশাপাশি কিশোরী জীবনমুখী দক্ষতা শিক্ষা, অভিভাবক কাউন্সেলিং, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি, স্থানীয় প্রশাসনের নজরদারি ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির সঙ্গে সংযোগ নিশ্চিত করা যেতে পারে; *(অনুচ্ছেদ: ৫.৮)*

viii) ভবিষ্যৎ অনুরূপ প্রকল্পে ডিজিটাল ফাইন্যান্স ট্র্যাকিং, বিল যাচাই, ভ্যাট/আয়কর কর্তন যাচাই, ব্যাংক হিসাব মিলকরণ বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে; *(অনুচ্ছেদ: ৫.১২)*

ix) প্রকল্পের শুরুতেই যথাযথ এক্সিট প্ল্যান, প্রকল্প-পরবর্তী দায়িত্ব বণ্টন, জাতীয় বাজেটের সঙ্গে অর্থায়ন সংযোগ, স্থানীয় শিক্ষা অফিসের দায়িত্ব ও দুর্যোগ/মহামারি প্রস্তুতি কাঠামো নির্ধারণ করা যেতে পারে। *(অনুচ্ছেদ: ৫.১৪)*

x) প্রকল্প সমাপ্তির পরপরই মূল্যায়ন সম্পন্ন করতে হবে এবং উপকারভোগীদের দীর্ঘমেয়াদি ফলোআপের জন্য একটি স্থায়ী ডিজিটাল ডেটাবেস রক্ষণাবেক্ষণ করা যেতে পারে। *(অনুচ্ছেদ: ৫.১৬)*

৬.২ উপসংহার

“রিচিং আউট-অব-স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) ফেইজ-২ (৩য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা খাতে দরিদ্র, ঝরে পড়া ও বিদ্যালয়বহির্ভূত শিশুদের জন্য একটি সময়োপযোগী ও প্রাসঙ্গিক অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা উদ্যোগ ছিল। প্রকল্পটি স্থানীয় শিখন কেন্দ্র (আনন্দ স্কুল), সরাসরি শিক্ষা ভাতা, সময়মতো শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, স্থানীয় নারী শিক্ষক নিয়োগ, মা-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং বয়সের বড় শিক্ষার্থীদের জন্য জীবিকামুখী প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশের বিপুলসংখ্যক সুবিধাবঞ্চিত শিশুকে বিকল্প প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় এনেছে। বিশেষ করে দুর্গম গ্রামীণ এলাকা, নদীভাঙন ও হাওরাঞ্চল, শহুরে বস্তি, সংকটপ্রভাবিত কক্সবাজার অঞ্চল ও বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক (FDMN) শিশুদের শিক্ষাগত প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণে এই প্রকল্পের অনানুষ্ঠানিক ও নমনীয় শিখন মডেলটি অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে।

তবে বহুমুখী অর্জন সত্ত্বেও প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও পরিচালনাগত প্রক্রিয়ায় কিছু পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতা ও কমপ্লায়েন্সের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। সকল শিখন কেন্দ্রে শিক্ষার গুণগত মান সমানভাবে বজায় রাখা যায়নি; আইএমইডি কর্তৃক নির্দেশিত সুপারিশমালা, বিশেষ করে পিএমআইএস (PMIS) ডেটাবেসে রস্ক গ্র্যাজুয়েটদের তথ্য নিয়মিত হালনাগাদকরণ এবং নিবিড় তদারকি ব্যবস্থা যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়নি। এছাড়া উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) বহির্ভূত কেনাকাটা, অডিট আপত্তি ও ক্রয় ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘসূত্রতার পাশাপাশি মার্কিন ডলার ও এসডিআর (SDR)-এর বিনিময় হারের ওঠানামার কারণে সৃষ্ট বাজেট ঘাটতির ফলে শেষ পর্যায়ে এসে মাঠপর্যায়ের কিছু পরিকল্পিত অবকাঠামোগত ও শিক্ষাগত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বাধাগ্রস্ত হয়েছে। একইসাথে এক্সিট প্ল্যানে প্রাতিষ্ঠানিক সেতুবন্ধন শক্তিশালী না থাকায় প্রকল্প সমাপ্তির পর শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক শিক্ষায় উত্তরণ, দক্ষতা উন্নয়ন ও শ্রমবাজারের কর্মসংস্থানে ধারাবাহিকভাবে যুক্ত রাখার ফলোআপ ব্যবস্থা টেকসই রূপ নিতে পারেনি।

সার্বিকভাবে বিবেচনা করলে, রস্ক-২ প্রকল্পকে এককভাবে সফল বা ব্যর্থ হিসেবে মূল্যায়ন করা সমীচীন নয়। এটি পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক শিশুদের শিক্ষাগত মূলধারায় ফিরিয়ে আনা ও সামাজিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, যার বাস্তবায়ন কাঠামোতে কিছু আর্থিক ও প্রশাসনিক ঝুঁকি বিদ্যমান ছিল। ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনায় রস্ক-২ প্রকল্পের এই বাস্তব অভিজ্ঞতা ও শিক্ষণীয় বিষয়গুলোকে কাজে লাগানো আবশ্যক। বিশেষত ডিজিটাল ট্র্যাকিং, স্বচ্ছ অর্থায়ন ও মাধ্যমিকে উত্তরণ নিশ্চিত করে একটি স্থায়ী 'দ্বিতীয় সুযোগ শিক্ষা কর্মসূচি' (Second Chance Education) গড়ে তোলা প্রয়োজন।

রেফারেন্স

i. Bangla Tribune. (2016, March 18). *দুর্নীতি-অনিয়মে বন্ধ হচ্ছে 'আনন্দ স্কুল!* Bangla Tribune. https://www.banglatribune.com/national/87863/

ii. Bangla Tribune. (2016, September 26). *মুখ থুবড়ে পড়েছে রস্ক প্রকল্প, বন্ধ হয়েছে ৫৮১টি স্কুল.* Bangla Tribune. https://www.banglatribune.com/national/143309/

iii. Bangladesh Center for Communication Programs. (২০১৮). *Reaching Out-of-School Children (ROSC) Project*. Bangladesh Center for Communication Programs. https://www.bangladesh-ccp.org/project/urei5h7m/reaching-out-of-school-children-rosc-project

iv. Implementation Monitoring and Evaluation Division. (২০১৩). *Impact evaluation study of Reaching Out of School Children (ROSC) project of the Ministry of Primary and Mass Education*. Ministry of Planning, Government of Bangladesh. https://www.library.imed.gov.bd/bib/2906

v. Jago News 24. (2016, March 4). *অদক্ষতা ও দুর্নীতির কারণে মুখ থুবড়ে পড়েছে রস্ক প্রকল্প.* Jago News 24. https://www.jagonews24.com/education/news/84313

vi. Partnership for Transparency Fund. (২০১৮). *Reaching Out-of-School Children Project II (ROSC2)*. Partnership for Transparency Fund. https://ptfund.org/past_projects/reaching-out-of-school-children-project-ii-rosc2/

vii. Protidiner Sangbad. (২০১৮). *আনন্দ স্কুলে নেই আনন্দ.* Protidiner Sangbad. https://www.protidinersangbad.com/todays-newspaper/first-page/24471

viii. Primary Education Completion Examination 2019, 2020, Directorate of Primary Education, Bangladesh

ix. World Bank. (2021, February 1). *Disclosable version of the ISR—BD: Reaching Out-of-School Children II (P131394), sequence no. 15* [PDF]. https://documents1.worldbank.org/curated/en/498921612206331069/pdf/Disclosable-Version-of-the-ISR-BD-Reaching-Out-of-School-Children-II-P131394-Sequence-No-15.pdf

x. *World Bank. (2022). Implementation Completion and Results Report (ICR) on a Credit to the People's Republic of Bangladesh for the Reaching Out-of-School Children (ROSC) Phase II Project.*

xi. *Daniel, W. W. (1999). Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences (7th ed.). New York: John Wiley & Sons.*

xii. *রিচিং আউট অব-স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) ফেইজ-২ প্রকল্পের ডিপিপি (Development Project Proforma)*। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই) (২০১২)। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

xiii. *রিচিং আউট-অব-স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) ফেইজ-২ প্রকল্পের ৩য় সংশোধিত ডিপিপি (RDPP)*। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই)(২০২০) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

xiv. *রিচিং আউট-অব-স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) ফেইজ-২ প্রকল্পের প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (PCR)*। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই) (২০২২)। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

হাউস অব কনসালটেন্টস প্রাঃ লিঃ (এইচসিএল)

(ISO 9001:2015)

৩য় তলা, ৪, প্রবাল হাউজিং, আদাবর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ